দশকুমার চরিতে [redacted]

রাজবাহনচরিতম্

(দণ্ডী-প্রণীত)

দণ্ডীর পরিচয় ও কাল, রচনাশৈলী, গ্রন্থপরিচয়,
মূলসংস্কৃত, সংস্কৃত প্রতিশব্দ, বঙ্গার্থ, ব্যাখ্যা,
টীকা, ব্যাকরণ ও প্রশ্নোত্তর সম্বলিত ।]

শ্রীঅশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
এম. এ. (ডবল), বি. এড. পঞ্চতীর্থ (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত),
সংস্কৃতাধ্যাপক, মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়,
বারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

মুদ্রাকর :
নির্মলা প্রেস
৩২/ই, জয়মিত্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রতিবেদন

সংস্কৃত গদ্য সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন মহাকবি দণ্ডীর 'দশকুমার-চরিতম্' কাব্যখানি। তারই মূল অংশের প্রথম উচ্ছ্বাস 'রাজবাহনচরিতম্' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পাস ও অনার্সের পাঠক্রমে বহুদিন যাবৎ নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকস্তরে সংস্কৃত যতদিন অবশ্যপাঠ্য ছিল, ততদিন মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীর যেমন প্রাচুর্য ছিল, তদ্রূপ পাঠ্যপুস্তকও সুলভ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃতবিষয়ের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান নীতি লক্ষণীয়ভাবে বিস্তার লাভ করায়, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহা জন্মানো স্বাভাবিক। তার ফলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতবিষয়ের চতুষ্পাঠী বিভাগ থেকে শুরু করে গবেষণান্তর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। সংস্কৃত পুস্তকের এমন দুর্যোগসংকুল পরিস্থিতিতে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অবদান ও প্রচেষ্টা বিরল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁর প্রেরণায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতের স্নাতক বিভাগের পাঠক্রমের অন্যান্য বই-এর সঙ্গে এই 'রাজবাহনচরিত'টিও ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এই পুস্তকটির গুণগত উৎকর্ষ তথা ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ থাকছে।

প্রথমতঃ গ্রন্থটির সূচনাপর্বেই কবির ব্যক্তিপরিচয় থেকে আরম্ভ করে কবি ও কাব্যবিষয়ে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এম.এ. পর্যন্ত বাংলা ভাষায় উত্তরদান অনুমোদন করায় বাংলা ভাষাতেই বিষয়গুলি রচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ অনার্সে একটি ব্যাখ্যা 'সংস্কৃত' ভাষায় লেখার নির্দেশ থাকে, সে অভাবটিও পূরণ করার জন্য ব্যাখ্যাগুলি দুটি ভাষাতেই দেওয়া হয়েছে। তার উপর প্রতিটি অনুচ্ছেদের বাংলা অর্থ দেওয়া আছে বলে শব্দার্থের ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হ'য়েছে। এর দ্বারা অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হবে।

চতুর্থতঃ ব্যাকরণ অংশ ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশের যথাযথ আলোচনা আছে।

পঞ্চমতঃ উক্ত গ্রন্থের প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তর শেষ ভাগে দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ অপ্রয়োজনীয় কোনরূপ আলোচনা যুক্ত করে পুস্তকের কলেবর ও মূল্যবৃদ্ধি করার অপচেষ্টা নাই।

সপ্তমতঃ বিদ্যালয়স্তরে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য না থাকার ফলে ছাত্রদের নাগরী হরফ পড়ার জড়তা ও অনীহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাছাড়াও বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে বাংলা হরফ অপেক্ষা অন্য কোন হরফই সুখপাঠ্য হয় না। এ প্রসঙ্গে আরও বলতে হয় যে, 'নাগরী' হরফটি 'সংস্কৃত হরফ' নয় সংস্কৃত চিরকাল লেখকগণ নিজ নিজ অঞ্চলের হরফে লিখে এসেছেন। বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ করে বাঙ্গালী পণ্ডিতবর্গের সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় রচনা বাংলা হরফেই হ'য়েছে। সেই আদর্শেই সমগ্র পুস্তকটি বাংলা হরফে মুদ্রিত হ'লো।

আশা করি মাননীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবর্গ কেবল বাংলা হরফের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পুস্তকটি বর্জন না করে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিচারপূর্বক গ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন।

পুস্তকটির সম্পাদনা ও প্রকাশনার জন্য শ্যামাপদবাবুকে ধন্যবাদ জানাবার আগে তদীয় পুত্র শ্রীমান দেবাশিস্ ভট্টাচার্য্যকে প্রীতি-শুভেচ্ছা না জানালে প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

—অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দণ্ডীর পরিচয় ও কাল

ব্যক্তি-পরিচয় ঃ—

সংস্কৃত কাব্যজগতের বিরলপ্রতিভাধর বিশিষ্ট কবি দণ্ডীর পরিচয় আজও সমালোচনার ধূমে আচ্ছন্ন। পণ্ডিতমহলের তো একটি বড় জিজ্ঞাসা—দণ্ডী একজন না তিনজন ? এরূপ বিবাদ বা জিজ্ঞাসার উৎপত্তি দণ্ডীর রচনাকে কেন্দ্র করে। দণ্ডীর তিনখানি কবিকৃতি বিশ্ববিশ্রুত। রাজশেখর তাঁর হারাবলীগ্রন্থে বলেছেন,—

'ত্রয়োঽগ্নয়স্ত্রয়ো দেবা স্ত্রয়ো বেদা স্ত্রয়ো গুণাঃ।
ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥

এই তিনখানি রচনা নিয়েও অনেক মতভেদ আছে, তবে অধিকাংশের অভিমত (১) কাব্যাদর্শ (২) দশকুমারচরিত এবং (৩) অবন্তিসুন্দরী কথা—এই তিনখানিই দণ্ডীর কবিপ্রতিভার সাক্ষ্য দান করে চলেছে। 'অবন্তিসুন্দরী কথা' বইটি পরবর্তীকালে খুঁজে পাওয়া গেছে, এবং তারপরই দণ্ডীর ব্যক্তি-পরিচয়ের কিছুটা আভাস মিলেছে। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে জানা যায়—

কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে দণ্ডীর জন্ম। তিনি ছিলেন কবি ভারবির প্রপৌত্র, বীরদত্ত ও গৌরীর পুত্র। কিন্তু অতি শৈশবেই তাঁর মাতাপিতা মারা যান। শ্রুত ও সরস্বতী নামে দুজনের নিকট তিনি লালিত-পালিত হন। অবন্তিসুন্দরী কথাসার গ্রন্থে আছে—

স বাল এব মাত্রা চ পিত্রা চাপি ব্যযুজ্যত।
অযুজ্যত গরীয়স্যা সরস্বত্যা শ্রুতেন চ॥

দণ্ডীর পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল গুজরাটের আনন্দপুরে, পরে তাঁরা দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চীতে বসবাস শুরু করেন, এবং পল্লবরাজদের একান্ত অনুরাগী ও অনুগত ছিলেন। তার ফলে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য পল্লবরাজকে পরাভূত করে কাঞ্চী অধিকার করলে দণ্ডী দেশত্যাগ করেন। আবার পল্লবরাজ নরসিংহবর্মা স্বীয় সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলে দণ্ডী দেশে ফিরে আসেন এবং রাজসভায় উচ্চপদে নিযুক্ত হন।

কাল ঃ--

দণ্ডীর এই যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়ের মাধ্যমে দণ্ডীর কাল সম্পর্কে যে বিতর্ক আছে, তারও কিছুটা সমাধান হয়। যেমন চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চী অধিকার করেছিলেন, এসময় দণ্ডী বর্তমান ছিলেন। সুতরাং দণ্ডী সপ্তম শতাব্দীর কবি।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দণ্ডী কাব্যাদর্শে ভামহের এবং প্রবরসেন রচিত 'সেতুবন্ধ' কাব্যের উল্লেখ করেছেন। আবার আলঙ্কারিক বামন দণ্ডীর সমালোচনা করেছেন। সুতরাং কাব্যাদর্শকার দণ্ডী ভামহ ও বামনের মধ্যবর্তী কালের হওয়ায় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়কে দণ্ডীর কাল হিসাবে অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ--দণ্ডী নিঃসন্দেহে বাণভট্টের পূর্বসূরী। ভাষার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছতা, বাণসুলভ দীর্ঘ সমাস-বাহুল্যের অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলিও বাণের পূর্ববর্তিতার পরিচায়ক। বিশেষতঃ দশকুমারচরিতের ভৌগোলিক বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, দণ্ডী হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের পূর্ববর্তী সময়ের লেখক—একথা বিখ্যাত গবেষক মার্ক কলিনস্‌ও স্বীকার করেছেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল তথা বাণভট্টের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগ—সর্বজনস্বীকৃত হওয়ায় দণ্ডীকে অনায়াসে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমাদকের কবিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া চলে।

চতুর্থতঃ—কর্ণাটকের রাণী বিজ্জকা বা বিজয়া ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত একটি শ্লোকে দণ্ডীর উল্লেখ করেছেন।

'নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জকাং মামজানতা।

বৃথেব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্বশুক্লা সরস্বতী'॥ (শার্ঙ্গধরপদ্ধতি)।

অতএব দণ্ডীর কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন না হ'লেও পূর্বোক্ত যুক্তিগুলিকে ভিত্তি করে বলা যায় যে, দণ্ডী খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন।

রচনাশৈলী ঃ—

দণ্ডীর রচনাশৈলী বলতে তাঁর সকল রচনারই মূল্যায়নের প্রশ্ন ওঠে, তবে

আমাদের প্রধান উপজীব্য 'দশকুমারচরিত'। কাবণ প্রথমতঃ কাব্যাদর্শ গ্রন্থটি কাব্যপর্যায়ভুক্ত নয়, আর তৃতীয় রচনা কেউ বলেন 'অবন্তিসুন্দরী কথা' কেউ বলেন 'ছন্দোবিচিতি'। তবে দশকুমারচরিতটি যে দণ্ডীর রচনা—এ বিষয়ে কারও কোন সংশয় বা সন্দেহ নাই। এ কথাও উল্লেখ্য যে দশকুমারচরিত একটি মাত্র গ্রন্থই সাহিত্যিকরূপে দণ্ডীকে চিরন্তনতার মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একক দশকুমারের মাধ্যমে দণ্ডীর কবিখ্যাতি এক বিস্ময়কর প্রসারলাভ করেছিল। তার প্রমাণ 'কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ' ইত্যাদি উক্তি। কোন কোন সমালোচক 'নৈষধে পদলালিত্যং'—এই প্রসিদ্ধ উক্তিকে পরিবর্তন করে বলেছেন, 'দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং'। গঙ্গাদেবী তাঁর 'মথুরাবিজয়' কাব্যে দণ্ডীর রচনাকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'আচার্যদণ্ডিনো বাচমাচাণ্ডামৃতসংপদাম…'।

সুতরাং স্বভাবতই এখানে দণ্ডীর সেই সমস্ত বিশেষ গুণগুলি উল্লেখ করতে হয়, যার বলে তিনি জনচিত্তকে জয় করে ব্যাস-বাল্মীকির একাসনে বসার বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন।

দণ্ডীর বিশেষ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবধর্মিতা। জুয়াখেলা, প্রতারণা, লাম্পট্য, গণিকাসক্তি ইত্যাদি তৎকালীন নগরজীবনের নীতিহীনতার দিকগুলি তাঁর লেখনীতে যথার্থভাবেই রূপায়িত। ভাষার বিচারে দেখা যায় সুবন্ধু ও বাণভট্টের রচনা অপেক্ষা তাঁর রচনা সহজ ও অনাড়ম্বর। বাণভট্টের শব্দচয়নের মত ধ্বনিঝঙ্কারময় না হ'লেও শব্দচয়নের পরিপাটি ও ললিতমধুর পদবিন্যাসের নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দণ্ডীর সারস্বত-কুশলতায় দশ-কুমারচরিত কাব্যটি তৎকালীন সমাজদর্পণ হ'য়ে উঠেছিল।

বাৎস্যায়ন প্রভাবিত সমাজের সুস্পষ্ট চিত্রায়ন করেছেন।

এই রচনাটি দণ্ডীর অতুলনীয় বর্ণনাশক্তির পরিচায়ক। প্রাকৃতিক বর্ণনা, মানবিক রূপ-গুণের বর্ণনা, প্রেমবিহ্বল নরনারীর অবস্থার বর্ণনা—সমস্ত এত সজীব হ'য়েছে যে, বাস্তব ঘটনার মত সহজেই সহৃদয় পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করে।

কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মৌলিকতার দাবী করতে পারেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃহৎকথার সঙ্গে সামান্য সাযুজ্য লক্ষিত হ'লেও সার্বিক ঋণের কোন প্রশ্ন ওঠে না। বর্ণনার চাতুর্যে, কল্পনার বিলাসিতায়, ভাষার পরিপাটিতে, ঘটনার

চমৎকারিত্বে, চরিত্রচিত্রণে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। Keith বলেছিলেন, 'Dandin is unquestionably masterly in his case of language'.।

একটি কিংবদন্তীতে কবি হিসাবে বাল্মীকি ও ব্যাসের পরেই দণ্ডীর নাম উল্লেখ করে বলা হ'য়েছে—

জাতেজগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি ॥

কথাটি অতিরঞ্জন হ'লেও এই সাক্ষ্য বহন করে যে, এককালে দণ্ডীর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল।

গ্রন্থপরিচয়

গোড়ার কথা ঃ 'দশকুমারচরিতম্'—এই নামকরণ থেকে মনে হয়, দশজন কুমারের কাহিনী গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। প্রচলিত সংস্করণে দশজন কুমারেরই কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু দণ্ডীর রচিত বলে স্বীকৃত যে অংশটি পাওয়া যায়, সেখানে আটজন কুমারের বিবরণ আছে। আবার অষ্টম কুমারের বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ এবং গ্রন্থটির আরম্ভও অসংলগ্ন। তাই বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের রূপ দেখে অনুমান করা হয় মূলগ্রন্থের প্রথম ও শেষদিকের কিছু অংশ কোন কারণে লুপ্ত হওয়ায় সঙ্গতি সাধনের উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালের কোন লেখক বা লেখকগোষ্ঠী পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা সংযোজন করেন।

কোন কোন সাহিত্যসমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পরবর্তীকালে চক্রপাণি দীক্ষিত নামে দাক্ষিণাত্যবাসী এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পূর্বোক্ত অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা নামে দুটি অংশ মূলগ্রন্থের প্রথমে ও শেষে যোগ করে গ্রন্থের ঘটনাগুলির সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। পূর্বপীঠিকার পাঁচটি উচ্ছ্বাসে দশজন কুমারের জন্মবৃত্তান্ত, সোমদত্ত ও পুষ্পোদ্ভব—এই দুজন কুমারের কাহিনী ও রাজবাহনের জীবনের প্রাথমিক ঘটনাগুলি নিবদ্ধ হয়েছে। উত্তরপীঠিকায় বিশ্রুতের বিবরণ পরিশিষ্ট হিসাবে যুক্ত হয়েছে।

কাহিনী বিন্যাস ঃ 'দশকুমারচরিতম্' কাব্যটি তিনটি ভাগে বিভক্ত—(১) পূর্বপীঠিকা (২) মূল অংশ ও (৩) উত্তরপীঠিকা।

পূর্বপীঠিকায় আছে পাঁচটি উচ্ছ্বাস। উক্ত উচ্ছ্বাসগুলিতে বর্ণিত বিষয়গুলি যথাক্রমে—(১) রাজবাহনাদি দশকুমারোৎপত্তিঃ, (২) দ্বিজোপকৃতিঃ, (৩) সোমদত্তচরিতম্, (৪) পুষ্পোদ্ভবচরিতম্ এবং (৫) অবন্তিসুন্দরী পরিণয়ঃ।

মূল অংশে আছে আটটি উচ্ছ্বাস।—(১) রাজবাহনচরিতম্, (২) অপহারবর্মচরিতম্ (৩) উপহারবর্মচরিতম্, (৪) অর্থপালচরিতম্, (৫) প্রমতিচরিতম্, (৬) মিত্রগুপ্তচরিতম্ (৭) মন্ত্রগুপ্তচরিতম্ এবং (৮) বিশ্রুতচরিতম্।

উত্তরপীঠিকায় দশম কুমার বিশ্রুতের কাহিনীপরিশিষ্ট ও উপসংহার হিসাবে সকলের মিলন বর্ণিত হয়েছে।

'রাজবাহনচরিতম্' কাহিনীটি 'দশকুমারচরিতম্' কাব্যের মূল অংশের 'প্রথম উচ্ছ্বাস'।

দশকুমারচরিতম্—কথা বা আখ্যায়িকা : অলংকার শাস্ত্রের মতানুসারে 'দশকুমার-চরিতম্' শ্রব্যকাব্যের মধ্যে গদ্য কাব্যের অন্তর্গত। গদ্য কাব্যকেও আবার সাহিত্য তত্ত্বের একশ্রেণীর আলোচক দুভাগে ভাগ করে থাকেন—কথা ও আখ্যায়িকা নামে। এই বিভেদের বিচারে কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য আছে। যেমন—আলংকারিক ভামহের মত অনুসারে আখ্যায়িকার (১) নায়ক নিজেই নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন। (২) ভাষা হবে সংস্কৃত। (৩) নায়কের বীরত্বের কথা অবশ্যই স্থান পাবে। (৪) অধ্যায়ের নাম হবে উচ্ছ্বাস। (৫) মাঝে মাঝে বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে দুটি শ্লোক থাকবে।

আর কথার—(১) কাহিনী হবে কাল্পনিক। (২) নায়ক ছাড়া অপরে বক্তব্য উপস্থাপিত করবে।

অগ্নিপুরাণে ও ভামহ প্রদত্ত লক্ষণের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া অলংকার সংগ্রহে বলা হয়েছে 'কথা কল্পিতবৃত্তান্তা বা বার্থাখ্যায়িকা মতা।' অমরকোষে আছে 'আখ্যায়িকোপলব্ধার্থা প্রবন্ধ কল্পনা কথা' অবশ্য এদুয়ের সংজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর নির্ভরশীল। এদের মৌলিক পার্থক্য হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'কথা' জাতীয় রচনা কবির কল্পনাশক্তি নির্ভর। উদাহরণ—কাদম্বরী। আর 'আখ্যায়িকা' হয় ইতিহাসাশ্রয়ী ঘটনা নির্ভর। যথা—হর্ষচরিতম্।

এখন বিচার্য, 'দশকুমারচরিত' কথা বা আখ্যায়িকা কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মূখ্যত স্বয়ং দণ্ডী কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে ভামহাদির মত পার্থক্য স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, 'তৎ কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞা দ্বয়াঙ্কিতা'। আসলে দুটি প্রায় একই একই ধরণের রচনা, কেবল নামেই ভিন্ন। দশকুমার চরিতে দণ্ডীর এই ভেদ অস্বীকার করার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় —

(১) এতে কবির বংশবৃত্তান্ত অনুপস্থিত, যা আখ্যায়িকার একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ।

(২) বর্ণনীয় বিষয়ের দিক থেকে একে আখ্যায়িকা মনে হলেও সবসময় নায়কমুখে ঘটনা বিবৃত হয়নি।

(৩) আখ্যায়িকার নিয়মে অধ্যায় বিভাজনে 'উচ্ছ্বাস' নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

(৪ আখ্যায়িকার নিয়মে বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার নাই বরং যে আর্যা ছন্দের ব্যবহার 'কথা'য় অনুমোদিত –তার ব্যবহার আছে।

সুতরাং যদিও 'দশকুমারচরিত' আখ্যায়িকা নামে অনেকের দ্বারা স্বীকৃত, তথাপি দণ্ডীর মতানুসারেই 'দশকুমারচরিত'কে স্বতন্ত্র কোন উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত না করে গদ্য কাব্যের রূপে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজও এক্ষেত্রে দণ্ডীরই মতানুযায়ী –আখ্যায়িকা কথাবৎস্মৃতা।

নামকরণ ঃ দশানাং কুমারাণাং চরিতম্—এই বিগ্রহবাক্যে দশকুমার-চরিতম্ উত্তরপদদ্বিগু। বৈয়াকরণ বিধান –'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ।' দশকুমারচরিতম্ অধিকৃত্য কৃতং কাব্যম্ ইতি দশকুমারচরিত + অন।

অথবা

দশ সংখ্যকাঃ কুমারাঃ ইতি দশকুমারাঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। দশ-কুমারাণাং চরিতম (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। দশকুমার চরিতম্ অধিকৃত্য কৃতং পুস্তকম্ ইতি দশকুমারচরিত + অন্।

অথবা

দশকুমারাণাং চরিতানি ইতি দশকুমারচরিতানি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। দশ-কুমারচরিতানি অস্মিন্ ইতি (বহুব্রীহি)।

দশজনকুমারের পরিচয় ঃ 'দশকুমারচরিতম্' কাব্যে যে দশজন কুমারের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, তাদের নামগুলি শ্লোকাকারে নিম্নরূপ –

প্রমাতিমিত্রগুপ্তশ্চ মন্ত্রগুপ্তশ্চ বিশ্রুতঃ।
পুষ্পোদ্ভব সোমদত্তোঽর্থপালো রাজবাহনঃ।
উপহারোঽপহারশ্চ বর্মা দশকুমারকাঃ।

বর্ণিত কুমারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্বপীঠিকার প্রথমোচ্ছ্বাসে নিবদ্ধ আছে।

মগধের রাজা রাজহংস, রাজধানী পুষ্পপুরী, রাণী বসুমতী। রাজহংসের তিন মন্ত্রী—ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব ও সিতবর্মা। ধর্মপালের তিন ছেলে—সুমন্ত্র, সুমিত্র ও কামপাল। পদ্মোদ্ভবের দুই ছেলে—সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব এবং সিতবর্মার দুই ছেলে—সুমতি ও সত্যবর্মা।

একসময় মালবরাজ মানসারের সঙ্গে রাজহংসের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজহংস পরাস্ত হ'য়ে বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় নিলে, সুমন্ত্র, সুমিত্র, সুমতি ও সুশ্রুত চার-মন্ত্রীও তাঁর সঙ্গে সেখানেই থাকেন। এখানেই রাজহংসের একটি পুত্র জন্মাল। নাম--রাজবাহন। চারমন্ত্রীর যথাক্রমে মিত্রগুপ্ত মন্ত্রগুপ্ত, প্রমতি ও বিশ্রুত নামে চারটি ছেলে হলো।

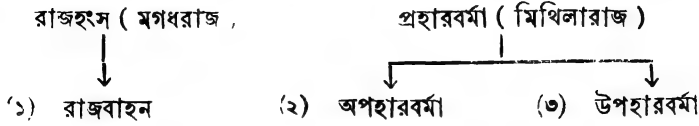
মিথিলারাজ প্রহারবর্মা ছিলেন রাজহংসের বন্ধু। তিনি রাজহংসকে সাহায্য করতে এসে মানসারের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে পালাবার সময় শবরদের আক্রমনে দুই ছেলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। পরে এক ব্রাহ্মণ একটি ছেলেকে রাজহংসের কাছে নিয়ে আসেন। ছেলেটির নাম দেওয়া হয় উপহারবর্মা। অন্য ছেলেটিকে রাজহংস এক শবররমণীর কাছ থেকে উদ্ধার করে নাম দেন অপহারবর্মা।

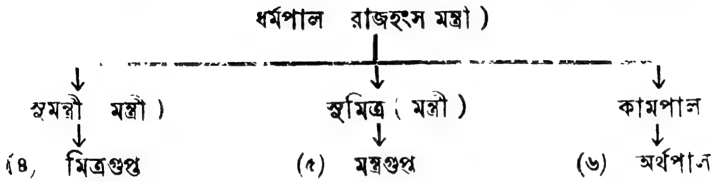
রাজহংসের অন্য একমন্ত্রীপুত্র রত্নোদ্ভব বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যবনদ্বীপে গিয়ে সুবৃত্তা নামে এক বণিককন্যাকে বিয়ে করেন। অন্তসত্বা পত্নীকে নিয়ে দেশে ফেরার সময় ঝড়ে জাহাজডুবি হয়। ধাত্রীর সাহায্যে সুবৃত্তা কোনক্রমে উদ্ধার পান এবং বনের মধ্যে একটি পুত্র প্রসব করেন। পরে এক ব্রাহ্মণ ঐ ছেলেটিকে রাজহংসের আশ্রয়ে রেখে যান। তার নাম রাখা হয় পুষ্পোদ্ভব।

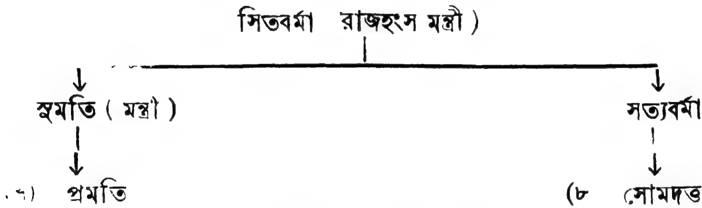
মন্ত্রী ধর্মপালের ছেলে কামপাল যক্ষকন্যা তারাবলীকে বিয়ে করেন। তারাবলীর গর্ভে তাঁর একটি ছেলে হয়, তারই নাম অর্থপাল।

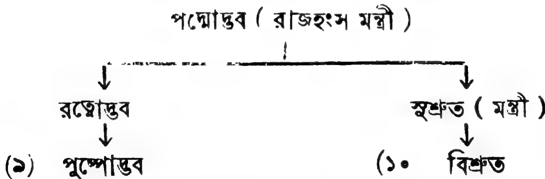
মন্ত্রী সিতবর্মার ছেলে সত্যবর্মা বিদেশে গিয়ে কালী ও গৌরী নামে দু'বোনকে বিয়ে করেন। তাদের মধ্যে গৌরীর গর্ভে একটি ছেলে হলে কালী তার উপর হিংসাবশতঃ ধাত্রীর সঙ্গে ছেলেটিকে কাবেরীর জলে ফেলে দেয়। ধাত্রী কোনভাবে ছেলেটিকে উদ্ধার ক'রে নিজে সর্পাঘাতে মারা যায়। তখন ঋষি বামদেব ঐ ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে রাজহংসের কাছে নিয়ে আসেন, নাম

দেওয়া হয় সোমদত্ত। এদের পরিচয়টি নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হলো। যথা—









পূর্বকথা সংক্ষেপ : দশজন কুমার প্রাপ্তবয়স্ক হলে একদিন রাজহংস তাঁদের দিগ্বিজয়ে পাঠালেন। কিছুদিন বাদে তাঁরা বিন্ধ্যারণ্যে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে একদিন রাত্রিতে অন্যান্য সকলে যখন ঘুমুচ্ছে, তখন রাজবাহনের সঙ্গে এক কদাকার ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হলো। সে বলেছিল—তার নাম মাতঙ্গ। সে প্রথমজীবনে অনেক অনাচার করার পর এক ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করার পর,

মহাদেবের কাছে একটি বর পেয়েছে যে, রাজবাহন তাকে সাহায্য করলে সে পাতালকন্যা কালিন্দীকে বিয়ে করে পাতালের অধীশ্বর হবে। রাজবাহন ব্রাহ্মণের কথায় রাজী হয়ে সকলের অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণের সাথে পাতালপুরীতে গেলেন এবং ব্রাহ্মণের কালিন্দীর সাথে বিবাহ ও হলো। তখন কালিন্দী রাজবাহনকে একটি ক্ষুধাতৃষ্ণাহর মণি দিলেন। এদিকে রাজবাহন যখন পাতালপুরী থেকে ফিরলেন, ততক্ষণে অন্যান্য কুমাররা ঘুম থেকে জেগে রাজবাহনকে না দেখতে পেয়ে তাঁকে খুঁজতে তারা সকলেই নানান দিকে চলে গেছে। সুতরাং রাজবাহন ফিরে কারও দেখা না পেয়ে তিনিও তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

ঘটনাক্রমে ঘুরতে ঘুরতে উজ্জয়িনীতে এসে রাজবাহন আগে সোমদত্ত এবং পরে পুষ্পোদ্ভবের দেখা পেলেন। সে সময় থেকে তাঁরা তিনজনই এই নগরেই রয়ে গেলেন। তারপর এক বসন্তকালে রাজবাহন একটি উপবনে বেড়াতে বেড়াতে মানসারের মেয়ে অবন্তিসুন্দরীকে দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। অবন্তিসুন্দরীও রাজবাহনকে দেখার পরই তাঁর প্রতি আসক্তা হলেন। উভয়ের দেখা ও পরিচয়ের পরই রাজবাহনের মনে পড়ে গেল পূর্বজন্মের কথা তিনি ছিলেন রাজা শাম্ব আর অবন্তিসুন্দরী ছিলেন তাঁর পত্নী যজ্ঞবতী। রাজবাহন সে কথা প্রকাশ করামাত্র অবন্তিসুন্দরীরও পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। ফলে তাঁদের অনুরাগ আরও দৃঢ় ও প্রবল হলো। এরপর বিদ্যেশ্বর নামে এক ঐন্দ্রজালিকের সাহায্যে সকলের সম্মুখে বিধি অনুসারে রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরীর বিয়ে হয়ে গেল। সমস্ত দর্শক ও রাজা মানসার সে বিয়েকে ইন্দ্রজাল মনে করায় রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী অবাধে অন্তঃপুরে একসঙ্গে প্রবেশ করলেন এবং রাত্রিতে অবন্তিসুন্দরীকে চতুর্দশভুবনের বৃত্তান্ত শোনালেন।

কাহিনীবস্তুসার ঃ চতুর্দশভুবন-বৃত্তান্তের সুখালাপ করতে করতে অবন্তিসুন্দরী ও রাজবাহন ঘুমিয়ে পড়ে দুজনেই স্বপ্নের মধ্যে মৃণালসূত্র দিয়ে পা বাঁধা অবস্থায় একটি বৃদ্ধ হাঁসকে দেখতে পেলেন। দুজনেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন রাজবাহনের পা দুটি রূপোর শিকলে বাঁধা আছে। রাজকন্যা ভয় পেয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর কান্না শুনে 'কি হলো', 'কি হলো', 'কি হলো' বলতে বলতে অন্তঃপুরের সকলে

রাজকন্যার ঘরের দিকে ছুটল। তারা সেখানে গিয়ে রাজবাহনকে ঐ অবস্থায় দেখে চণ্ডবর্মাকে জানাল।

চণ্ডবর্মা সংবাদ পেয়েই সেখানে এল এবং রাজবাহনকে দেখেই তার ভাই দারুবর্মার মৃত্যুর কারণ বালচন্দ্রিকার স্বামী পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু বলে তাকে চিনতে পারল। তখন সে প্রচণ্ড রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হ'য়ে কঠিন হাতে রাজবাহনকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। স্বভাবগম্ভীর রাজবাহন বুঝলেন যে, এই বিপদ সম্পূর্ণ দৈবাগত এবং এই পরিস্থিতিতে সহিষ্ণুতাই একমাত্র প্রতিকারের উপায়। তাই তিনি মরণোদ্যতা প্রিয়তমা অবন্তিসুন্দরীকে পূর্বজন্মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে 'দুমাস' বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে বলে শত্রুর অধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

রাজবাহনকে বধ করাই ছিল চণ্ডবর্মার কাম্য, কিন্তু বৃদ্ধ রাজা মানসার ও তাঁর মহীষী প্রাণ বিসর্জনের ভয় দেখিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করলেন, তবে তাঁদের প্রভুত্ব না থাকায় মুক্ত করতে পারলেন না। চণ্ডবর্মা এখন আপাতত রাজবাহনকে একটি কাঠের তৈরী পিঞ্জরে আটকে বেঁধে কৈলাসে তপস্যারত দর্পসারকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে তার আদেশের অপেক্ষায় রইল। ইতিমধ্যে সে পুষ্পোদ্ভবের পরিবারবর্গের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

এরমধ্যেই আবার চণ্ডবর্মা অঙ্গরাজ সিংহবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করতে লাগল। এর আগে চণ্ডবর্মা অঙ্গরাজ সিংহবর্মার মেয়ে অম্বালিকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু সিংহবর্মা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ অপমানের প্রতিশোধ নিতে সে রাজাকে উৎখাত করতে যুদ্ধযাত্রা করল। যুদ্ধযাত্রার সময় কারও উপর বিশ্বাস না থাকায় পিঞ্জরাবদ্ধ রাজবাহনকেও সে সঙ্গে নিল। অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরী অবরুদ্ধ হ'লো। অল্পকালের মধ্যে সিংহবর্মা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বন্দী হলেন চণ্ডবর্মার হাতে, এবং সেইদিন রাত্রিশেষেই চণ্ডবর্মা অম্বালিকাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করল।

এদিকে কৈলাস থেকে দর্পসারের আদেশ সহ দূত এল। দর্পসার আদেশ করেছেন—শীঘ্রই দুরাত্মা রাজবাহনের বিচিত্রবধের সংবাদ যেন তাঁকে জানানো

হয়। সেই আদেশ অনুযায়ী চণ্ডপোত নামে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে মারার জন্য রাজবাহনকে বাইরে আনা হলো। সেই মুহূর্তেই তাঁর পা থেকে শিকলটি আপনা-আপনি খুলে গেল এবং সেই শিকলটি একটি অপ্সরার রূপ ধারণ করে জানাল যে,—সে এক সুরসুন্দরী, তার নাম সুরতমঞ্জরী। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র অভিশাপেই তার ওরূপ পরিণতি এবং বীরশেখর নামে বিদ্যাধরের দ্বারা রাজবাহনের বন্ধন—এই সমস্ত বৃত্তান্তও জানাল।

রাজবাহনের এই শৃঙ্খলমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদে তুমুল কোলাহল শোনা গেল,—'কোন এক দুঃসাহসী দস্যু, অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করতে উদ্যত চণ্ডবর্মাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তখন রাজবাহন চণ্ডপোতে আরোহণ করে সেই দুঃসাহসী পুরুষকে কাছে আসার জন্য ডাকলেন। কাছে আসতেই তাঁরা পরস্পরকে চিনতে পারলেন। ঐ দুঃসাহসী পুরুষ আর কেউ নয়, তাঁরই প্রিয় অনুচর অপহার বর্মা। এরপর তাঁরা পরস্পরের আলিঙ্গনের পালা শেষ করে দুজনে অনেক শত্রুসৈন্য শেষ করে দেখলেন আর একদল সৈন্য শত্রুসেনাদের ঘিরে ধরেছে। তাদের মধ্য থেকে এক সুপুরুষ এগিয়ে এসে রাজবাহনকে প্রণাম করলে অপহার বর্মা জানালেন ইনি ধনমিত্র, ইনিই অঙ্গরাজের সাহায্যের জন্য অন্যান্য রাজাদের এখানে উপস্থিত করেছেন। তারপর রাজবাহন সিংহবর্মাকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে নির্দেশ দিয়ে অপহার বর্মার অনুরোধে গঙ্গার তীরে একটি বটগাছের তলায় বিশ্রামের জন্য বসলেন। এবার সেখানে একে একে হাজির হলেন ধনমিত্র, উপহারবর্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত, প্রহারবর্মা, কামপাল ও সিংহবর্মা। রাজবাহন প্রত্যেককে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করলেন। তারপর তিনি নিজের, সোমদত্তের ও পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্ত শুনিয়ে অন্য বন্ধুদের নিজ নিজ বৃত্তান্ত শোনাতে বললেন।

দশকুমার চরিতে রাজবাহনচরিতম্

সংস্কৃতপাঠঃ (১) **শ্রুত্বা তু ভুবনবৃত্তান্তমুত্তমাঙ্গনা বিস্ময়-বিকসিতাক্ষী সস্মিতমিদমভাষত—'দয়িত ত্বৎপ্রসাদস্থ মে চরিতার্থা শ্রোত্রবৃত্তিঃ। অদ্য মে মনসি তমোপহস্ত্বয়া দত্তো জ্ঞানপ্রদীপঃ। পক্কমিদানীং ত্বৎপাদপদ্মপরিচর্যাফলম্। অস্য চ ত্বৎপ্রসাদস্য কিমুপ-কৃত্য প্রত্যুপকৃতবতী ভবেয়ম্। অভবদীয়ং হি নৈব কিঞ্চিন্ মৎসং-বদ্ধম্। ইতি জল্পন্তী প্রিয়োরসি রূঢ়রাগরুষিতং চক্ষুরুল্লাসয়ন্তী সুষ্বাপ।**

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—(১) ভুবনস্য—লোকস্য বৃত্তান্তং—বার্তাং, শ্রুত্বা তু-নিশম্য এব, উত্তমা অঙ্গনা—রমণীশ্রেষ্ঠা (অবন্তিসুন্দরী, বিস্ময়বিকসিতাক্ষী—বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা সতী, সস্মিতম্—সহাস্যম্, ইদম্—বক্ষ্যমানরূপম্, অভাষত—অবদৎ,—দয়িত—প্রিয়, ত্বৎপ্রসাদাৎ—তবানুগ্রহাৎ, অদ্য অধুনা, মে মম, শ্রোত্রবৃত্তিঃ-কর্ণব্যাপারঃ, চরিতার্থা -সফল্যে জাতঃ। অদ্য-অধুনা, মে—মম, মনসি – চিত্তে, ত্বয়া—ভবতা, তমোপহঃ—ধ্বান্তনাশনঃ, জ্ঞান-প্রদীপঃ—বোধালোকঃ, দত্তঃ—প্রজ্বালিত ইত্যর্থঃ। ইদানীম্ --অধুনা, ত্বৎপাদপদ্ম-পরিচর্যাফলম্—তব চরণকমলয়োঃ সেবাফলং পক্কং—পরিণতম্। কিম—উপকৃত্য চ কিং পুনঃ উপকারং কৃত্বা, অস্য—এতস্য, ত্বৎপ্রসাদস্য—তবানুগ্রহস্য, প্রত্যুপকৃতবতী—কৃতপ্রত্যুপকারা, ভবেয়ং—স্যাম্? কথমপি নস্যামিত্যাশয়ঃ। তত্র কারণমাহ —হি -- যতঃ মৎসম্বদ্ধং-- মদীয়ং, কিঞ্চিৎ—কিমপি বস্তু, অভবদীয়ম্—অত্বদায়ত্তং, ন এব। মম সর্বাং তবৈব ইতি ভাবঃ। ইতি জল্পন্তী—এবং ব্রুবাণা (অবন্তিসুন্দরী) রূঢ়রাগরুষিতং—প্রবৃদ্ধপ্রীতিমণ্ডিতং চক্ষুঃ—নেত্রম্, উল্লাসয়ন্তী —উদভাসয়ন্তী সতী, প্রিয়োরসি—দয়িতবক্ষসি, সুষ্বাপ --শিশ্যে।

বঙ্গার্থ ঃ—রমণীশ্রেষ্ঠা অবন্তিসুন্দরী চতুর্দশ ভুবনের বৃত্তান্ত শুনেই চোখদুটিকে বিস্ময়ে বিস্ফারিত করে সহাস্যে বললেন,—হে প্রিয়, তোমার দয়ায় আজ আমার কর্ণেন্দ্রিয় সার্থক হল। আজ তুমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করে আমার মনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে। তোমার পাদপদ্ম সেবার ফল

এক্ষণে পরিণত হল, অর্থাৎ পেলাম। এই অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে আমি কি-ই বা করতে পারি? কারণ আমার এমন কিছু নাই, যা তোমার নয়। এই বলতে বলতে প্রবৃদ্ধ অনুরাগে চোখ দুটিকে উদ্ভাসিত করে অবন্তিসুন্দরী প্রিয়তমের বুকে শুয়ে পড়লেন।

ব্যাকরণ ঃ—

শ্রুত্বা—শ্রু+ক্ত্বাচ্।

ভুবনবৃত্তান্তম—ভুবনানাং বৃত্তান্তঃ (ষষ্ঠী তৎ) তম্।

উত্তমাঙ্গনা—অতিশয়েন উৎ ইতি উদ্+তমপ্ স্ত্রিয়াম্ আপ্—উত্তমা, অঙ্গানি সন্তি অস্যা ইতি অঙ্গ+ন মত্বর্থে স্ত্রিয়াম্ আপ্—অঙ্গনা। উত্তমা অঙ্গনা ইতি (কর্মধা)।

বিস্ময়বিকসিতাক্ষী—বিস্ময়েন বিকসিতে ইতি (৩য়া তৎ)। তাদৃশে অক্ষিণী অস্যাঃ ইতি (বহুব্রীহিঃ)।

সস্মিতম্—স্মিতেন সহ যথা তথা (বহুব্রীহি)।

দয়িত—দয়্+ক্ত কর্মণি।

ত্বৎপ্রসাদাৎ—তব প্রসাদঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মাৎ। হেতৌ পঞ্চমী।

শ্রোত্রবৃত্তিঃ—শ্রূয়তে অনেন ইতি শ্রু+ষ্ট্রন্ করণে—শ্রোত্রম্। বৃৎ+ক্তিন ইতি বৃত্তিঃ। শ্রোত্রস্য বৃত্তিরিতি (ষষ্ঠী তৎ)।

তমোপহঃ—তমঃ অপহন্তি ইতি—তমস্—অপ—হন্+ড কর্তরি। (উপপদ তৎ)।

জ্ঞানপ্রদীপঃ—জ্ঞানরূপঃ প্রদীপঃ (রূপক কর্মধা) শাকপার্থিববদিতি।

পক্বম্—পচ্+ক্ত।

ইদানীম্—অস্মিন্ কালে ইতি ইদম+ঙি (৭মী)+দানীম্ স্বার্থে। অব্যয়ঃ।

ত্বৎপাদপদ্মপরিচর্যাফলম্—পাদৌ পদ্মে ইব পাদপদ্মে (উপমিত কর্মধা)। তব পাদপদ্মে ত্বৎপাদপদ্মে (৬ষ্ঠী তৎ)। তয়োঃ পরিচর্যা (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্যাঃ ফলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।

অভবদীয়ম্—ভবতঃ ইদম্ ইতি ভবৎ+ছ ইতি ভবদীয়ম্। ন ভবদীয়ম (নঞ তৎ)।

জল্পন্তী—জল্প+শতৃ কর্তরি স্ত্রিয়াম্ ঙীপ্। রূঢ়—রুহ+ক্ত।

উল্লাসয়ন্তী—উদ্+লস্+ণিচ্+শতৃ স্ত্রিয়াম্।

সুষ্বাপ—স্বপ্–লিট্+ণল্।

টীকা—

ভুবনবৃত্তান্তম্—'দশকুমারচরিতম্' গ্রন্থের 'পদ-দীপিকা' নামক টীকায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, 'ভুবন বৃত্তান্তম্' বলতে পুরাণাদিতে বর্ণিত 'কৃষ্ণ-রুক্মিনী', 'দুষ্মন্ত-শকুন্তলা', 'পুরূরবা-উর্বশী' প্রভৃতির গান্ধর্ব বিবাহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে গান্ধর্ববিবাহ যে দূষণীয় নয়, তা প্রদর্শন করা হয়েছে। এখানে 'ভুবন বৃত্তান্ত' শোনাবার এটিই অভিপ্রায় বলে নির্ণয় করা হ'য়েছে।

'রাজবাহনচরিতম'—এই পাঠ্যাংশের ১৮তম অনুচ্ছেদে সুরতমঞ্জরীর উক্তিতে দেখা যায় 'ত্রিভুবন' শব্দটি ব্যবহার করা হ'য়েছে। সুতরাং এখানে 'ভুবন' বলতে 'ত্রিভুবন' বুঝলে স্বর্গ, মর্ত ও পাতালকে নির্দেশ করা হবে। আর প্রসিদ্ধ চতুর্দশ ভুবন বুঝাতে বলা হবে—

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই সাতটি উর্দ্ধলোক, আর অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল—সাতটি অধোলোককে নির্দেশ করা হ'য়েছে। তবে উল্লেখ্য, পূর্বপীঠীকার পঞ্চম উচ্ছ্বাসে উক্ত 'চিত্তহারিণং চতুর্দশ ভুবনবৃত্তান্তং শ্রাবয়ামাস'—এই উক্তির সার্থকতার জন্য এখানে 'চতুর্দশভুবন' বুঝাই সমীচীন।

বাংলা ব্যাখ্যা—দয়িত! ত্বৎপ্রসাদাদদ্য…ত্বৎপাদপদ্মপরিচর্যা ফলম্।

আলোচ্য অংশটি কবিকুল শ্রেষ্ঠ দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতম্' কাব্যের রাজবাহন-চরিতম্ নামক মূল অংশের প্রথম উচ্ছ্বাস হতে উদ্ধৃত।

মানসার কন্যা অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনের প্রেমে অভিভূতা হ'য়ে তাঁর প্রতি এই উক্তিটি করেছেন।

ঐন্দ্রজালিকের সহায়তায় কন্যান্তঃপুরে রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী গোপনে মিলিত হ'লেন। কিন্তু অনির্দেশ্য পাপভয়ে অবন্তিসুন্দরী অত্যন্ত শঙ্কিতা

হচ্ছিলেন। তারপর রাজবাহনের মুখে ভুবনবৃত্তান্তে কৃষ্ণ-রুক্মিনী, পুরূরবা-উর্বশী প্রমুখ দেব-দেবী, নরনারী সকলের গোপন প্রণয় ও গান্ধর্ববিবাহ কাহিনী শুনে আশ্বস্তা হ'লেন। তখন তিনি পাপের পরিবর্তে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে বললেন যে,—এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থ ঘটল এবং রাজবাহনের পদসেবা করার ফলেই এই চরিতার্থতা জন্মেছে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—মহাকবি দণ্ডিবিরচিত দশকুমার চরিত কাব্যস্য 'রাজবাহনচরিত'মিতি মূল-অংশস্য প্রথমোচ্ছ্বাসাদ্ গৃহীতোঽয়ং সন্দর্ভঃ।

মানসারদুহিতা রাজবাহনপ্রণয়াভিভূতা অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনমুদ্দিশ্য এতদাহ।

দয়িত! প্রিয়! ত্বৎপ্রসাদাৎ তবানুগ্রহাৎ অদ্য অধুনা মে মম মনসি চিত্তে ত্বয়া ভবতা তমোপহঃধ্বান্তনাশনঃ জ্ঞানপ্রদীপঃ বোধালোকঃ দত্তঃ প্রজ্বলিত ইত্যর্থঃ। ইদানীম্ অধুনা ত্বৎ পাদপদ্মপরিচর্যাফলম্ তব চরণকমলয়োঃ সেবাফলং পক্বং পরিণতম্ ইত্যর্থঃ।

যতঃ কন্যান্তঃপুরে রহসি রাজবাহনেন সহ অবন্তিসুন্দরী মিলিতা সতী পাপভয়েন শংকিতা। ততঃ যদা রাজবাহনমুখাৎ পুরাণাদিশাস্ত্রাৎ দেবদেব্যোঃ নরনার্যোশ্চ প্রণয়মূলকং ভুবনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা অবন্তিসুন্দরী ভয়ং বিস্মৃত্য আশ্বস্তা আসীৎ তদৈব সা মন্যতে স্ম, তস্যাঃ কৃতার্থতা সঞ্জায়তে। তেন সা এবং কথয়িত্বা রাজবাহনায় কৃতজ্ঞতাং নিবেদয়ামাস ইত্যাশয়ঃ।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(২)

সুপ্তয়োস্তু তয়োঃ স্বপ্নে বিসগুণনিগড়িত পাদো জরঠঃ কশ্চিজ্জালপাদোঽদৃশ্যত। প্রত্যবুধ্যেতাং চোভৌ। অথ তস্য রাজকুমারস্য কমলমৃদুশশিকিরণরজ্জুদামনিগৃহীতমিব রজতশৃঙ্খলোপগূঢ়ং চরণযুগলমাসীৎ। উপলভ্যৈব চ 'কিমেতৎ' ইত্যতিপরিত্রাসবিহ্বলা মুক্তকণ্ঠমাচক্রন্দ রাজকন্যা। যেন চ তৎসকলমেব কন্যান্তঃপুরমগ্নিপরীতমিব পিশাচোপহতমিব বেপ্যমানমনিরূপ্যমাণতদাত্বায়তিবিভাগম্ অগণ্যমানরহস্যরক্ষা সময়ম্, অবনিতলবিপ্রবিধ্যমানগাত্রম্,

আক্রন্দবিদীর্যমাণকণ্ঠম, অশ্রুস্রোতোঽবগুণ্ঠিত কপোলতলমাকুলীবভূব।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

সুপ্তয়োঃ তু—নিদ্রিতয়ো পুনঃ, তয়োঃ—রাজবাহনাবন্তিসুন্দর্য্যোঃ, **স্বপ্নে,** বিসগুণেন—মৃণালসূত্রেণ, নিগড়িতপাদঃ—**শৃঙ্খলিতচরণঃ,** জরঠঃ—জরাজীর্ণঃ, কশ্চিৎ—অনির্দেশ্যঃ কোঽপি, জালপাদঃ—**হংসঃ,** অদৃশ্যত—ঐক্ষত। এবং **স্বপ্নং** দৃষ্ট্বা উভৌ **চ**—রাজবাহনাবন্তিসুন্দর্যৌ দ্বাবপি, প্রত্যবুধ্যেতাং—জাগরিতৌ। **অথ**—অনন্তরং, তস্য রাজকুমারস্য—রাজপুত্রস্য রাজবাহনস্য, চরণযুগলং—**পদদ্বয়ং, কমলে—পদ্মবিষয়ে,** মূঢ়ঃ—জাতভ্রমঃ, **শশিকিরণরজ্জুদাম** নিগৃহীতমিব—চন্দ্ররশ্মিতন্তু পাশেন বদ্ধমিব, রজতশৃঙ্খলেন—রৌপ্যনিগড়েন, উপগূঢ়ম্—দৃঢ়বদ্ধম্, আসীৎ—বভূব। উপলভ্য—দৃষ্ট্বা, এব চ রাজকন্যা নৃপতনয়া, অতিপরিত্রাসেন—মহাভয়েন, বিহ্বলা—অভিভূতা, 'কিমেতৎ' ইতি **আক্রুশ্য,** মুক্তকণ্ঠম্—উচ্চৈঃস্বরম্, আচক্রন্দ—করোদ। যেন **চ**—আক্রন্দেন চ, সকলম্ এব—ন কেবলম্ অংশতঃ, কন্যান্তঃপুরম্—কন্যাবরোধঃ, লক্ষণশক্ত্যা তত্রত্যোজনঃ অগ্নিপরীতমিব—বহ্নিবেষ্টিতমিব, পিশাচোপহতমিব—ভূতেনাক্রান্তমিব, বেপমানং—কম্পমানং, অনিরূপ্যমাণঃ—অনালোচ্যমানঃ, তদাত্বায়তিবিভাগম্—তৎকালস্য উত্তরকালস্য চ কর্তব্যম্, অগণ্যমানঃ—অনাদ্রিয়মাণঃ, রহস্যরক্ষাসময়ম্—মন্ত্রগুপ্তিশপথং, অবনিতল বিপ্রবিধ্যমানগাত্রম্—ভূপৃষ্ঠে পীড্যমানশরীরম্; আক্রন্দবিদীর্যমানকণ্ঠম্—চীৎকারেণ ভিদ্যমানকণ্ঠম্ অশ্রুস্রোতোঽবগুণ্ঠিতং—নেত্রবারিপ্রবাহেণাচ্ছাদিতং কপোলতলম্—গণ্ডস্থলম্, আকুলীবভূব—ক্ষুভিতমভূৎ।

বঙ্গার্থ :—তাঁরা নিদ্রিত হয়ে স্বপ্নে মৃণালসূত্রে পা দুটি বাঁধা অবস্থায় একটি বৃদ্ধ রাজহংসকে দেখলেন। দুজনেই জেগে উঠলেন। দেখা গেল, রাজকুমার রাজবাহনের চরণদুখানি রৌপ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ; চন্দ্র যেন পদদ্বয়কে পদ্ম ভেবে কিরণরূপ রজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। তা দেখেই রাজকন্যা ভীষণ ভয় পেয়ে 'এ কি!' বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তার ফলে অন্তঃপুরিকারাও

এমনভাবে ভয়ে কেঁপে উঠল, যেন আগুন তাদের পরিবেষ্টন করেছে, কিংবা পিশাচে আক্রমণ করেছে ; তারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্তব্যবিষয়ে কিছুই স্থির না করেই, ঘটনার গোপনতা রক্ষার কথাও ভুলে গিয়ে ভূমিতে পড়ে নিজ দেহে আঘাত করে, চীৎকারে কণ্ঠ বিদীর্ণ করতে করতে অশ্রুপ্রবাহে গণ্ডস্থল আপ্লুত করে আকুল হয়ে পড়ল।

ব্যাকরণ ঃ—

স্বপ্তয়োঃ - স্বপ্ + ক্ত—ভাবে ৭মী।

তয়োঃ -- সা চ সচ তৌ। (একশেষ দ্বন্দ্ব) তয়োঃ।

বিসগুণনিগড়িতপাদ ঃ—বিসস্য গুণাঃ বিসগুণাঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তৈঃ নিগড়িতৌ –বিসনিগড়িতৌ (৩য়া তৎ) তাদৃশে পাদৌ অস্য (বহুব্রীহিঃ)।

অদৃশ্যত—দৃশ + লঙ্ ত কর্মণি।

প্রত্যবুধ্যেতাম্—প্রতি-বুধ + লঙ্ আতাম্।

কমলমূঢ়শশিকিরণরজ্জুদামনিগৃহীতম্—কমলে মূঢ়ঃ—কমলমূঢ়ঃ (সুপ্ সুপা)। কিরণরূপা রজ্জবঃ—কিরণরজ্জবঃ (কর্মধা), কিরণরজ্জুনির্মিতং দাম—কিরণরজ্জুদাম (কর্মধা—শাকপার্থিববৎ) কমলমূঢ়ঃ শশী—কমলমূঢ়শশী (কর্মধা) তস্য কিরণরজ্জুদাম (৬ষ্ঠী তৎ), তেন নিগৃহীতম্ (৩য়া তৎ) কমলমূঢ়শশিনা কিরণরজ্জুদাম নিগৃহীতম্ (৩য়া তৎ)।

রজতশৃঙ্খলোপগূঢ়ম্—রজতস্য শৃঙ্খলম্ (৬ষ্ঠী তৎ) অথবা রজতনির্মিতং শৃঙ্খলম্ (শাকপার্থিববৎ কর্মধা) তেন উপগূঢ়ম্ (৩য়া তৎ)।

অতিপরিত্রাসবিহ্বলা—পরি-ত্রস্ + ঘঞ = পরিত্রাসঃ। অতিশয়িতঃ পরিত্রাসঃ (প্রাদি তৎ) তেন বিহ্বলা (৩য়া তৎ)।

মুক্তকণ্ঠম্—মুক্তঃ কণ্ঠঃ যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথাতথা। (বহুব্রীহি)।

অগ্নিপরীতম্—পরি-ই + ক্ত কর্মণি = পরীত। অগ্নিনা পরীতম্ (৩য়া তৎ)।

পিশাচোপহতম্—উপ-হন্ + ক্ত কর্মণি = উপহতম্। পিশাচেন উপহতম্ (৩য়া তৎ)।

বেপমানম্—বেপ + শানচ্ কর্তরি।

অনিরূপ্যমাণঃ—নি-রূপ + শানচ্ কর্মণি = নিরূপ্যমাণঃ। ন নিরূপ্যমাণঃ (নঞ্ তৎ)।

তদাত্বম্—তদা ইত্যস্যভাব ইতি তদা + ত্ব।

আয়তিঃ—আযংস্যতে অস্মিন্ ইতি আ-যম্ + ক্তিন্ অধিকরণে। তৎকালস্তু তদাত্বং স্যাদ্ উত্তরকাল আয়তিঃ।—অমর। তদাত্বঞ্চ আয়তিশ্চ তদাত্বায়তী (দ্বন্দ্ব) তয়োর্বিভাগঃ তদাত্বায়তিবিভাগঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

অগণ্যমান—গণ্ + শানচ্ কর্মণি = গণ্যমানঃ। ন গণ্যমানঃ (নঞ তৎ) রহসি ভবম্ ইতি রহস্ + যৎ = রহস্যম্। সমেতি অনেন ইতি সম্ + ই + ঘঞ করণ সংজ্ঞায়াং সময়। রহস্যস্য রক্ষা (৬ষ্ঠী তৎ) তস্য সময়ঃ (৬ষ্ঠী তৎ) অগণ্যমানঃ রহস্যরক্ষা সময়ঃ অনেন (বহু)।

অবনিতলবিপ্রবিধ্যমানগাত্রম্—বি-প্র-ব্যধ্ + শানচ্ কর্মণি = বিধ্যমানম্। অবন্যাঃতলম্ অবনিতলম্ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্মিন্ বিপ্রবিধ্যমানম্ (সুপ্‌সুপা) তাদৃশং গাত্রং যস্য (বহু)।

আকুলীবভূব— অনাকুলম্ আকুলং বভূত ইতি আকুল + চি + ভূ + লিট ণল্।

স্বপ্তয়োস্তু তয়োঃ……চরণযুগলমাসীৎ

বাংলা ব্যাখ্যা—আলোচ্য অংশটি কবিকুলশ্রেষ্ঠ দণ্ডীর 'দশকুমারচরিতম্' গদ্যকাব্যের 'রাজবাহনচরিতম্' নামক মূল অংশের প্রথম উচ্ছ্বাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য অংশে রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরীর মিলনরাত্রিতে রাজবাহনের জীবনে যে দৈবাগত বিপদ উপস্থিত হয়েছিল, সেকথাই উল্লেখ করা হ'য়েছে।

রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী ইন্দ্রজালের সাহায্যে সকলের অজ্ঞাতে কন্যান্তঃপুরে মিলিত হয়ে সুখালাপ করতে করতে নিদ্রিত হয়ে স্বপ্নের মধ্যে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন যে, একটি বৃদ্ধ রাজহাঁস মৃণালসূত্রে পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেরই ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখতে পেলেন আরও অদ্ভুত দৃশ্য—রাজবাহনের পা দুখানি একটি রূপার শিকলে বাঁধা আছে।

দেখে মনে হয় রাজবাহনের পা দুখানিকে পদ্ম ভেবে চাঁদ তাঁর সাদা কিরণমালা দিয়ে বেঁধে রেখেছেন।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তাঁরা স্বপ্নে তাঁদের পূর্বজন্মের অভিশাপপ্রাপ্তি ঘটনাই দেখেছিলেন। তাই উক্ত স্বপ্নটি দেখামাত্র তাঁদের অবচেতন মনে সেই শাপ-ভয় সঞ্চারিত হয় এবং ঘুম ভেঙ্গে যায়।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—মহাকবি দণ্ডিবিরচিত 'দশকুমারচরিত' গদ্যকাব্যস্য 'রাজবাহনচরিত'মিতি মূল অংশস্য প্রথমোচ্ছ্বাসাদ্ গৃহীতোঽয়মংশঃ।

অত্র অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনয়োঃ প্রথমমিলননিশায়াং যদ্দৈবাগতমনিষ্টং সমুপস্থিতং তদেব বর্ণিতং কবিনা।

সুপ্তয়োঃ তু নিদ্রিতয়োঃ পুনঃ তয়োঃ রাজবাহনাবন্তিসুন্দর্যোঃ স্বপ্নে বিস-গুণেন মৃণালসূত্রেণ, নিগড়িতপাদঃ শৃঙ্খলিতচরণঃ জরঠঃ জরাজীর্ণঃ কশ্চিৎ অনির্দেশ্য কোঽপি জালপাদঃ হংস অদৃশ্যত ঐক্ষত। এবং স্বপ্নং দৃষ্ট্বা উভৌ চ প্রত্যবুধ্যেতাং জাগরিতৌ। অথ অনন্তরং তস্য রাজকুমারস্য রাজপুত্রস্য রাজ-বাহনস্য চরণযুগলং পাদদ্বয়ং কমলে পদ্মবিষয়ে মূঢ়ঃ জাতভ্রমঃ শশিকিরণরজ্জুদাম নিগৃহীতমিব চন্দ্ররশ্মি তন্তুপাশেন বদ্ধমিব রজতশৃঙ্খলেন রৌপ্যনিগড়েন উপগূঢ়ম্ দৃঢ়বদ্ধম্ আসীৎ বভূব।

অত্র রাজবাহনস্য চরণযুগলং পদ্মভ্রমেণ বৈরতাসম্পাদনার্থং চন্দ্রেণ তস্য কিরণজালেনৈব আবদ্ধমিত্যুৎপ্রেক্ষা।

অপিচাত্রোল্লেখ্যম্, তৌ উভৌ স্বপ্নে তয়োঃ পূর্বজন্মকৃতাম্ অপকৃতিং সন্দর্শ্য হৃদি শাপভীতিঃ সঞ্চারিতা। ক্ষণাচ্চ তৌ প্রবুদ্ধৌ। পুনরপি যেন ভয়েন তৌ প্রবুদ্ধ তদেব সংবৃত্তমিত্যাশয়ঃ।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(২)

তুমুলে চাস্মিন্ সময়েঽনিয়ন্ত্রিতপ্রবেশাঃ 'কিং কিম' ইতি সহ-সোপস্থত্য বিবিশুরন্তর্বংশিকপুরুষাঃ দদৃশুশ্চ তদবস্থং রাজকুমারম্। তদনুভাবনিরুদ্ধনিগ্রহেচ্ছাস্তু সদ্য এব তে তমর্থং চণ্ডবর্মণে নিবে-দয়াঞ্চক্রুঃ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

চ-অপি চ, অস্মিন্ তুমুলসময়ে—এতস্মিন্ আকুলে কালে, অন্তর্বংশি-কাপুরুষাঃ—অবরোধরক্ষিণঃ, অনিয়ন্ত্রিতপ্রবেশাঃ—অনিরুদ্ধগতয়ঃ সন্তঃ, কিং

কিমিতি—কিমেতৎ আপতিতম্ এতৎ অভিধায়, সহসা-অতর্কিতম্, উপসৃত্য—আগত্য, বিবিশুঃ—অন্তর্জগ্মুঃ। তদবস্থং—তথাগতং নিগড়িতচরণমিত্যর্থঃ, রাজকুমারং—নৃপতিতনয়ং রাজবাহনং, দদৃশুঃ চ—দৃষ্টবন্তঃ অপি। তে তু—কিন্তু তে, তদনুভাবেন—তস্য মহিম্না, নিরুদ্ধনিগ্রহেচ্ছা—নিয়ন্ত্রিত দণ্ডদান-কামনাঃ, সদ্যঃ এব—তৎক্ষণমেব, তম্ অর্থং—তৎবস্তু, (কুমারস্য অন্তঃপুরা-বস্থানাদিবৃত্তং), চণ্ডবর্মণে তদাখ্যায় রাজপ্রতিনিধয়ে, নিবেদয়াঞ্চক্রুঃ—বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ।

বঙ্গার্থ ঃ—আর এই তুমুল কোলাহলের সময় অন্তঃপুররক্ষীদের প্রবেশের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় 'কি হলো', 'কি হলো' বলতে বলতে তারা হঠাৎ প্রবেশ করল এবং রাজকুমারকে সেই অবস্থায় দেখতে পেল। কিন্তু তার প্রভাবে কোনরকম নির্যাতন করতে সমর্থ না হয়ে তৎক্ষণাৎ তারা সেই ঘটনা চণ্ডবর্মাকে নিবেদন করল।

ব্যাকরণ ঃ—

অনিয়ন্ত্রিতপ্রবেশাঃ—নি-যন্ত্র + ক্ত কর্মণি = নিয়ন্ত্রিতঃ। প্র-বিশ্ + ঘঞ্ ভাবে প্রবেশঃ। ন নিয়ন্ত্রিত অনিয়ন্ত্রিতঃ (নঞ্ তৎ)। তাদৃশঃ প্রবেশঃ এষাম্ (বহুব্রীহি)।

কিংকিম্—সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তি।

সহসা—অব্যয়। ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া।

উপসৃত্য—উপ-সৃ + ল্যপ্।

বিবিশু ঃ—বিশ্ + লিট্ উস্।

অন্তর্বংশিকপুরুষাঃ—এখানে 'বংশ' শব্দের অর্থ বর্গ। যথা—'বংশো বেনৌ কুলে বর্গে পৃষ্ঠাস্থ্যবয়বেঽপি চ' ইতি বিশ্বঃ। অন্তঃস্থিতো বংশঃ অন্তর্বংশঃ (কর্মধা, শাকপার্থিববৎ) অন্তর্বংশে নিযুক্তা. ইতি অন্তর্বংশ + ঠক্ = অন্তর্বংশিকা (বাহুলকাৎ বৃদ্ধাভাব) যে চ তে পুরুষাঃ (কর্মধা)।

দদৃশুঃ—দৃশ্ + লিট্ উস্।

তদবস্থম্—সা অবস্থা অস্য (বহু), তম্।

তদনুভাবনিরুদ্ধনিগ্রহেচ্ছা—ভূ + ঘঞ্ ভাবে বা করণে ভাবঃ। নি-রুদ্ধ + ক্ত

+স্ত্রিয়াম্ নিরুদ্ধা। নি-গ্রহ+অপ ভাবে নিগ্রহঃ। ইষ্+শ ভাবে স্ত্রিয়াম্ ইচ্ছা নিপাতনাৎ। অনুগতো ভাবঃ অনুভাবঃ (প্রাদি তৎ)। নিগ্রহস্য ইচ্ছা নিগ্রহেচ্ছা (৬ষ্ঠী তৎ)। তেন নিরুদ্ধা তদনুভাব নিরুদ্ধা (৩য়া তৎ)। তাদৃশী নিগ্রহেচ্ছা এষাম্ (বহু)।

সদ্যঃ- সমানে অহনি ইতি সমান+দ্যস্ নিপাতনাৎ। অব্যয়। অধিঃ ৭মী।

চণ্ডবর্মণে—'কর্মণাযমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্' ইতি সম্প্রদানে ৪র্থী।

নিবেদয়াঞ্চক্রুঃ—নি-বিদ্+ণিচ্ লিট্উস্।

ব্যাখ্যা—"তুমুলে চাস্মিন………নিবেদয়াঞ্চক্রুঃ"

আলোচ্য অংশটি কবিকুল শ্রেষ্ঠ দণ্ডিরচিত দশকুমারচরিতম গদ্যকাব্যের 'রাজবাহনচরিতম্' নামক মূল অংশের প্রথম উচ্ছ্বাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

এখানে রাজবাহনকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দেখে ভয়বিহ্বলা অবন্তিসুন্দরী কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে ভূতভবিষ্যৎ চিন্তা না করে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে যে অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, তারই ভাষাচিত্র নিবদ্ধ আছে।

রাজবাহন ইন্দ্রজালে রাজান্তঃপুরের সকলকে মোহিত করে কন্যান্তঃপুরে অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ গোপনেই এ মিলন ঘটেছে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা তাদের এখন বিশেষ কর্তব্য। এমন সময় হঠাৎ স্বপ্নে পা বাঁধা রাজহাঁসটিকে দেখে তাঁদের ঘুম ভাঙ্গতেই রাজবাহনকেও অনুরূপ পা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলেন। এসময় রাজবাহন তাঁর স্বভাবগাম্ভীর্য না হারালেও অবন্তিসুন্দরীর নারীহৃদয় ভয়ে বিদীর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। তাই পূর্বাপর, ভূতভবিষ্যৎ, ভালমন্দ—কিছুই না চিন্তা করে তিনি বিহ্বলা আকুলা হ'য়ে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

মূলতঃ তাঁর ঐ আকুল চীৎকারটি ছিল বিপদে সাহায্যের প্রত্যাশায়। কিন্তু তিনি অবস্থা পর্যালোচনা না করে চীৎকার করে পেলেন হতাশা। যাদের ঐ স্থানে প্রবেশের অধিকার ছিল না, তারাও এল এই সুযোগে কৌতূহলী হয়ে। নিজেদের জিঘাংসাও চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজবাহনের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে তাদের সে ধৃষ্টতার বহিঃপ্রকাশ আর হলো না। তবে মনের নীচতা সর্বতোভাবে রুদ্ধ হলো। জিঘাংসা চরিতার্থ না হলেও হিংসাকে চরিতার্থ

করতে পেরেছিল। তাই তারা ছুটে গিয়েছিল ক্রূরকর্মা চণ্ডবর্মার কাছে ঐ সংবাদটি জানাতে। তারা জানত যে—তারা নিজেরা যা পারল না, তা তৎকালে শাসনের ভারপ্রাপ্ত চণ্ডবর্মা নিশ্চয় পারবে এবং করবে।

মুখ্যতঃ অবন্তিসুন্দরীর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাই তাদের দুঃসময় ভীষণ থেকে ভীষণতর হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।

সংস্কৃত পাঠ ঃ— (৪)

সোঽপি, কোপাদাগত্য নিদহন্নিব দহনগর্ভয়া দৃশা নিশাম্যোৎপন্নপ্রত্যভিজ্ঞঃ কথং স এবৈষ মদনুজমরণনিমিত্তভূতায়াঃ পাপায়া বালচন্দ্রিকায়াঃ পত্যুরত্যভিনিবিষ্ট-বিত্তদর্পস্য বৈদেশিক বণিক-পুত্রস্য পুষ্পোদ্ভবস্য মিত্রং রূপমত্তঃ কলাভিমানী নৈকবিধবি-প্রলম্ভোপায়পাটবাবর্জিত মূঢ়পৌরজনমিথ্যারোপিত বিতথদেবতা-নুভাবঃ কপটধর্মকঞ্চুকো নিগূঢ়পাপশীলশ্চপলো ব্রাহ্মণব্রুবঃ। কথ-মত্রৈনমনুরক্তা মাদৃশেষ্বপি পুরুষসিংহেষু সাবমানা পাপেয়মবন্তি-সুন্দরী।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

সঃ অপি—অসৌ চণ্ডবর্মা চ, কোপাৎ আগত্য—রোষাৎ এত্য, দহনগর্ভয়া—অন্তর্বহ্নিকণয়া, দৃশা—নয়নেন, নিদহন্নিব—তাপয়ন্নিব, নিশাম্য—নিরীক্ষ্য, উৎপন্নপ্রত্যভিজ্ঞলব্ধপূর্বস্মৃতিঃ সন, কথম্—আশ্চর্যম্, মদনুজমরণনিমিত্তভূতায়াঃ—মদভ্রাতৃনাশহেতোঃ, পাপায়াঃ—দুষ্টায়াঃ, বালচন্দ্রিকায়াঃ-তদাখ্যায়া অবন্তি-সুন্দরীসখ্যাঃ, পত্যুঃ—ভর্তুঃ, অত্যভিবিষ্টবিত্তদর্পস্য—অত্যারূঢ়ধনগর্বস্য, বৈদেশিকবণিকপুত্রস্য—দেশান্তরীয়মহাজনসুতস্য, পুষ্পোদ্ভবস্য—তদাখ্যস্য জনস্য, মিত্রং—বন্ধুঃ, রূপমত্তঃ—সৌন্দর্যগর্বিতঃ, কলাভিমানী—শিল্পকৌশলগর্বিতঃ, নৈকবিধ—বহুপ্রকার, বিপ্রলম্ভোপায়পাটবাবর্জিত—কপটোপায়েন বশীভূত, মূঢ়-পৌরজন মিথ্যা আরোপিত বিতথ দৈবতানুভাবঃ—মূর্খৈঃ পুরবাসিভিঃ আরোপিতঃ মিথ্যাদেবভাবঃ, কপটধর্মকঞ্চুকঃ—মিথ্যাধর্মাবরণঃ, নিগূঢ়পাপশীলঃ—গুপ্তপাপরতঃ, চপলঃ—দুর্বিনীতঃ, সঃ—অসৌ পূর্বদৃষ্টঃ ব্রহ্মণব্রুবঃ আত্মনো

ব্রাহ্মণত্বাখ্যায়ী, এব এষঃ। কথমিব—আশ্চর্যম্, পাপা—দুষ্টা, ইয়ম্ অবন্তি-সুন্দরী, মাদৃশেষু— মদ্বিধেষু, পুরুষসিংহেষু, অপি—নরশ্রেষ্ঠেষু চ, সাবমানা—দর্শিতাবজ্ঞা সতী, এনং ব্রাহ্মণব্রুবম্, অনুরক্তা—আসক্তা।

বঙ্গার্থঃ—সেও ক্রোধে এসে অগ্নিময় চোখে যেন দগ্ধ করতে করতে দেখেই চিনতে পারলেন, 'একি!' এ যে সেই ব্যক্তি, যে আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কারণস্বরূপা পাপিষ্ঠা বালচন্দ্রিকার স্বামী ধনগর্বিত বিদেশী বণিকপুত্র পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু, রূপদর্পিত কলাবিদ্যাভিমানী, মূর্খ পুরবাসীরা নানারূপ প্রতারণায় বশীভূত হয়ে যার উপর মিথ্যা দেবত্ব আরোপ করেছে, কপটধর্মে আবৃত হয়ে গোপনে পাপাচারী, চপলস্বভাব ও নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। আশ্চর্য! দুষ্টা অবন্তিসুন্দরী আমার মত পুরুষসিংহকে অবজ্ঞা করে কিনা এই ব্যক্তির প্রতি অনুরক্তা হলো।

ব্যাকরণঃ—

কোপাৎ—কুপ্যতি অনেন ইতি কুপ্ + ঘঞ্ = কোপঃ। হেতৌ ৫মী।

নির্দহন্—নির্-দহ + শতৃ।

দহনগর্ভয়া—দহতি ইতি দহ্ + ল্যুট্, কর্তরি দহনঃ। দহনঃ গর্ভে অস্যাঃ (বহু), ৩য়া।

দৃশা—পশ্যতি অনয়া ইতি দৃশ্ + ক্বিপ্ করণে দৃক্। করণে ৩য়া।

নিশাম্য—নি-শম্ + ণিচ্ + ল্যপ্।

উৎপন্নপ্রত্যভিজ্ঞঃ—উৎ-পদ্ + ক্ত = উৎপন্ন। প্রতি—অভি—জ্ঞা + অঙ্ = প্রত্যভিজ্ঞা। উৎপন্না প্রত্যাভিজ্ঞা অস্য (বহু)।

মদনুজমরণনিমিত্তভূতায়াঃ—অনুজাতঃ ইতি—অনু-জন্ + ড কর্তরি অনুজঃ। মৃ + ল্যুট্ ভাবে মরণম্। মম অনুজঃ মদনুজঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্য মরণং (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য নিমিত্তম্ ৬ষ্ঠী তৎ)। তদভূতা (সুপ্‌সুপা)। তস্যাঃ।

অত্যভিনিবিষ্টবিত্তদর্পস্য - অতি-অভি-নি-বিশ্ + ক্ত কর্তরি অত্যভিনিবিষ্টঃ। বিন্দতি এতৎ ইতি বিদ্ + ক্ত কর্মণি বিত্তম্। দৃপ্যতি অনেন ইতি দৃপ্ + ঘঞ্ করণে দর্পঃ। বিত্তস্য দর্পঃ বিত্তদর্পঃ (৬ষ্ঠী তৎ) অত্যভিনিবিষ্টঃ বিত্তদর্পঃ অস্মিন্ (বহু) তস্য।

বৈদেশিকবণিক্পুত্রস্য—বিভিন্নো দেশঃ বিদেশঃ (প্রাদি তৎ)। বিদেশে ভবঃ ইতিঃ বিদেশ+ঠঞ্ বৈদেশিকঃ। তাদৃশো বণিক্ বৈদেশিক বণিক (কর্মধা) তস্য পুত্রঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্য।

রূপমত্তঃ—মদ্+ক্ত কর্তরি মত্তঃ। রূপেণ মত্তঃ (৩য়া তৎ)।

কলাভিমানী—অভি-মন্+ঘঞ্ ভাবে অভিমানঃ। কলানাম্ অভিমানঃ কলাভিমানঃ (৬ষ্ঠী তৎ) স অস্তি অস্য ইতি ইনি মত্বর্থে।

কপটধর্মকঞ্চুকঃ—কপটো ধর্মঃ কপটধর্মঃ (কর্মধা)। কপটধর্মঃ কঞ্চুকঃ অস্য (বহু)।

নিগূঢ়পাপশীলঃ—নি-গুহ্+ক্ত কর্মণি নিগূঢ়ম। নিগূঢ়ং পাপম্ (কর্মধা) তৎ শীলয়তি ইতি নিগূঢপাপ+শীল+ণিচ্+ণ কর্তরি (উপপদ তৎ)।

ব্রাহ্মণব্রুবঃ—ব্রহ্মণঃ অপত্যং জাতি ইতি ব্রহ্মণ+অণ্ ব্রাহ্মণঃ। ব্রবীতি ইতি ব্র+অচ্ কর্তরি ব্রুব নিপাতনাৎ। ব্রাহ্মণশ্চাসৌ ব্রুবশ্চ ইতি (নিত্য কর্মধা)। অর্থঃ - কুৎসিতো ব্রাহ্মণঃ।

অনুরক্তা—অনু-রঞ্জ+ক্ত কর্তরি স্ত্রিয়াম্ আপ্।

মাদৃশেষু—অহম্ ইব পশ্যন্তি ইতি অস্মাদ্+দৃশ+কঞ্ কর্তরি মাদৃশাঃ। তেষু।

পুরুষসিংহেষু—পুরুষঃ সিংহ ইব (উপমিত কর্মধা)। তেষু।

সাবমানা—অব-মন্=ঘঞ্ ভাবে অবমানঃ। তেন সহ বর্তমানঃ (বহু)।

টীকা ঃ—

ব্রাহ্মণব্রুব—মনুসংহিতা অনুসারে=কেবল জাতিতেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু আচরণে যথেচ্ছ আচারে নিরত থাকে যে তাকেই 'ব্রাহ্মণব্রুবঃ' বলা হয়। 'জাতিমাত্রোপজীবী চ কামং স্যাদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ'। মনু।

ব্যাস সংহিতায় বলা হয়েছে—

গর্ভধানাদি মন্ত্রৈর্যো বেদোপনয়নেন চ।
নাধ্যাপয়তি নাধীতে স ভবেদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥

অঙ্গিরারবচন—

জন্মপ্রভৃতি সংস্কারৈরযুক্তো নিয়মব্রতৈঃ।
নাধ্যাপয়তি নাধীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥

এখানে রাজবাহন ক্ষত্রিয় সন্তান হ'লেও পুষ্পোদ্ভব ও সোমদত্ত তাঁকে ব্রাহ্মণ বলেই সেখানে পরিচিত করিয়েছেন। তাই চণ্ডবর্মাও তাঁকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলেই জানেন। সুতরাং রাজবাহনের ক্ষেত্রে উক্ত বিশেষণটি প্রকৃত-পক্ষে প্রযোজ্য না হ'লেও বর্তমানে বক্তা ও প্রসঙ্গানুসারে যথার্থ প্রযুক্ত।

সংস্কৃত পাঠ :—(৫)

'পশ্যতু পতিমদ্যৈব শূলাবতংসিতমিয়মনার্যশীলা কুলপাংশনী' ইতি নির্ভৎ'সয়ন ভীষণভ্রুকুটিদূষিতললাটঃ কাল ইব কাললোহদণ্ড কর্কশেন বাহুদণ্ডেনাবলম্ব্য হস্তাম্বুজে রেখাম্বুজরথাঙ্গলাঞ্ছনে রাজপুত্রং সরভসমাচকর্ষ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :

ইয়ম্-এষা, অনার্যশীলা—দুশ্চরিতা, কুলপাংশনী—বংশদূষণী, অদ্য এব—অধুনা এব, পতিং—ভর্তারং, শূলাবতংসিতং—শূলেন শিরোভূষিতং, পশ্যতু—অবলোকয়তু, অদ্যৈব ব্রাহ্মণাধমং পতিং শূলমারোপয়ামি ইত্যর্থঃ। ইতি—অনেন প্রকারেণ, ভৎ'সয়ন—তর্জয়ন, ভীষণভ্রুকুটিকুটিলদূষিতললাটঃ—ভীমভ্রুভঙ্গকলঙ্কিত-কপালঃ, কাললোহদণ্ডকর্কশেন—কৃষ্ণায়সদণ্ডরুক্ষেণ, বাহুদণ্ডেন—ভুজলগুড়েণ, রাজপুত্রং—রাজকুমারং রাজবাহনং, রেখাম্বুজরথাঙ্গলাঞ্ছনে—রেখাকৃতপদ্মচক্র-চিহ্নিতে চক্রবর্তিলক্ষণে ইত্যর্থঃ, হস্তাম্বুজে—করকমলে, অবলম্ব্য—গৃহীত্বা, কাল ইব—যম ইব, সরভসম্—সবেগম্, আচকর্ষ—আকৃষ্টবান্।

বঙ্গার্থ ঃ—এই দুশ্চরিতা কুলটা নারী আজই স্বামীর মস্তক ভেদ করে শূল উদ্গত হতে দেখুক—এই বলে ভৎ'সনা করতে করতে ভীষণ ভ্রুকুটিতে ললাট বিকৃত করে কৃষ্ণবর্ণ লোহদণ্ডের মতো কর্কশ বাহুদণ্ড দিয়ে যমতুল্য চণ্ডবর্মা রাজকুমারের পদ্ম ও চক্ররেখাঙ্কিত করকমলটি ধরে সজোরে আকর্ষণ করল।

ব্যাকরণ ঃ—

পশ্যতু—দৃশ্ + লোট তু।

শূলাবতংসিতম্—অব-তংস + অচ্ কর্তরি অবতংসঃ। শূলরূপঃ অবতংসঃ শূলাবতংসঃ (কর্মধা-শাকপার্থিববৎ)। স সঞ্জাতঃ অস্য ইতি শূলাবতংস + ইতচ্, তম্।

অনার্যশীলা—ঋ + ণ্যৎ কর্মণি আর্যম্। ন আর্যম্ অনার্যম্ (নঞ তৎ) তাদৃশং শীলমস্যাঃ (বহু) অথবা শীলয়তি (উপপদ তৎ)।

কুলপাংশনী—কুলং পংশয়তি ইতি কুল + পাংশ + ণিচ্ স্বার্থে ল্যুট্ স্ত্রিয়াম্। (উপপদ তৎ)।

ভীষণভ্রুকুটিদূষিতললাটঃ—ভ্রুবোঃ কুটি ভ্রুকুটিঃ। ভীষণা ভ্রুকুটিঃ (কর্মধা) ভীষণভ্রুকুট্যা দূষিতঃ (৩য়া তৎ)। ভীষণভ্রুকুটিদূষিতঃ ললাটঃ অস্য (বহু)।

হস্তাম্বুজে—হস্তঃ অম্বুজমিব (উপমিত,কর্মধা)। তস্মিন। অবচ্ছেদে ৭মী।

রেখাম্বুজরথাঙ্গলাঞ্ছনে—রথস্য অঙ্গম্ রথাঙ্গং (৬ষ্ঠী তৎ) অম্বুজঞ্চ রথাঙ্গঞ্চ অম্বুজরথাঙ্গং (কর্মধা)। রেখাকৃতম্ অম্বুজরথাঙ্গং (কর্মধা, শাকপার্থিববৎ) তৎ লাঞ্ছনমস্য (বহু)। তস্মিন।

জ্ঞাতব্য—হাতের রেখায় পদ্ম, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন থাকলে, সেই ব্যক্তি রাজচক্রবর্তী হয়। সামুদ্রিক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

অঙ্কুশং কুণ্ডলং চক্রং যস্য পাণিতলে ভবেৎ
চক্রবর্তী ভবেন্নিত্যং সামুদ্রকবচো যথা ॥

সরভসম্—রভসেন সহ যথা তথা। (বহু)।

আচকর্ষ—আ-কৃষ্ + লিট্ ণল্।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(৬)

স তু স্বভাবধীরঃ সর্বপৌরুষাতিভূমিঃ সহিষ্ণুতৈকপ্রতিক্রিয়াং দৈবীমেব তামাপদমবধার্য্য—'স্মর তস্যা হংসগামিনি হংসকথায়াঃ। সহস্ব বাসু বাষদ্বয়ম ইতি প্রাণপরিত্যাগরাগিনীং প্রাণসমাং সমাশ্বাস্যারিবশ্যতামযাসীৎ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

সর্বপৌরুষাতিভূমিঃ নিখিলপুরুষগুণভাজনম্, অতএব স্বভাবধীরঃ—প্রকৃতি-গম্ভীরঃ স তু—অসৌ পুনঃ রাজপুত্রঃ, দৈবীং—দেবকৃতাম, আপদমিব বিপদমিব তাং—তৎকালপ্রাপ্তামাপদঃ, সহিষ্ণুতৈকপ্রতিক্রিয়াং—ধৈর্যৈকপ্রতীকারাম্, অবধার্য—নিশ্চিত্য হে হংসগামিনি মরালগতে! তস্যাঃ জন্মান্তরানু ভূতায়াঃ হংসকথায়াঃ—হংসদত্তাভিশাপস্য, স্মর—চিন্তয়। হে বাম্ব—বালে, মাসদ্বয়ং—দ্বৌ মাসৌ, সহস্ব প্রতীক্ষস্ব, ইতি—অনেন প্রকারেণ, প্রাণপরিত্যাগরাগিণীং—মরণাভিলাষিণীং, প্রাণসমাং—জীবনতুল্যাং পত্নীং, সমাশ্বাস্য—প্রবোধ্য, অরিবশ্যতাং—অমিত্রাধীনতাং, অযাসীৎ—অগমৎ।

বঙ্গার্থ ঃ—স্বভাবশান্ত, সকলপৌরুষের আধার রাজকুমার এই দৈবী-বিপদের প্রতীকার একমাত্র সহিষ্ণুতা নিশ্চয় করে 'হংসগামিনি বালিকে! সেই হাঁসের কাহিনী স্মরণ কর, দুমাস বিরহদুঃখ সহ্য কর',—এই বলে প্রাণ-ত্যাগে উদ্যতা প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে আশ্বাস দিয়ে নিজে শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন।

ব্যাকরণ ঃ—

স্বভাবধীরঃ—স্বভাবেন ধীরঃ। (সুপ্ সুপা)

সর্বপৌরুষাতিভূমিঃ—সর্বং পৌরুষম্। (কর্মধা)। তস্য অতিভূমিঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

সহিষ্ণুতৈকপ্রতিক্রিয়া—সহিষ্ণুতা একা প্রতিক্রিয়া অস্যাঃ (বহু)।

অবধার্য—অব-ধৃ + ণিচ্ + ল্যপ্।

হংসগামিনি—হংস ইব গচ্ছতি ইতি হংস + গম্ + ণিনি কর্তরি + ঙাপ্ স্ত্রিয়াম্।

হংসকথায়াঃ—হংসস্য কথা। (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্যাঃ। কর্মণি শেষে ৬ষ্ঠী।

মাসদ্বয়ম—দ্বৌ অবয়বৌ অস্য ইতি দ্বয়ম্। মাসয়োঃ দ্বয়ম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। অত্যন্তসংযোগে ২য়া।

অযাসীৎ—যা + লুঙ্ দ্।

পুরাবৃত্ত ঃ—

পুরাকালে শাম্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম যজ্ঞবতী। একদিন তাঁরা দুজনে এক সরোবরের তীরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, একটি রাজহাঁস চোখবুজে ঘুমুচ্ছে। রাজা কৌতূকবশতঃ হাঁসটিকে ধরে তার পাদুটি মৃণাল সুতো দিয়ে বেঁধে রাণীকে বললেন,—দেখো, রাজহাঁসটি এখন কেমন মুনির মত চুপ করে আছে। এখন এ যেখানে ইচ্ছা যাক। সেই মুহূর্তে হাঁসটি বলে উঠল,—রাজন্! আমি একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, রাজহাঁসের বেশে পদ্মবনে ধ্যানে বসে পরম আনন্দ উপভোগ করছিলাম। তুমি অহংকারবশে আমাকে অকারণে বেঁধে অপমান করেছ। এই পাপে তুমি স্ত্রীর বিরহদুঃখ ভোগ করবে। এবার রাজা কাতর হ'য়ে সেই হাঁসরূপী ব্রহ্মচারীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলে তাঁর কিছুটা দয়া হলো। তিনি বললেন,—আমার কথা মিথ্যা হবার নয়, তবে তোমার এজন্মে বিরহ দুঃখ ভোগ করতে হবে না। আগামীজন্মেও যজ্ঞবতীই তোমার পত্নী হবে। আর যেহেতু তুমি না জেনে মাত্র দুদণ্ড আমার পা বেঁধেছিলে, তাই তোমায় দুমাস শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বিরহদুঃখ ভোগ করতে হবে। আরও বললেন যে, তাঁরা জাতিস্মর হবেন অর্থাৎ পূর্বের জন্মের কথা তাঁদের মনে থাকবে।

সেই শাম্বই হয়েছেন রাজবাহন এবং যজ্ঞবতী হয়েছেন অবন্তিসুন্দরী, আর সেই শাপের ফলেই রাজবাহনের পা দুটি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে। শাপের শর্ত অনুসারে দুমাস তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবেন এবং দুমাস তাঁদের বিচ্ছেদও পূর্বনির্দিষ্ট।

ব্যাখ্যা—'স্মর তন্বী হংসগামিনি! হংসকথায়াঃ। সহস্ব বাসু মাসদ্বয়ম।'

আলোচ্য অংশটি কবিকুলশ্রেষ্ঠ দণ্ডীর **'দশকুমারচরিতম্'** কাব্যের **'রাজবাহন-চরিতম্'** নামক প্রথম উচ্ছ্বাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজবাহনকে চণ্ডবর্মা কঠোর হাতে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে থাকলে ব্যাকুলা অবন্তিসুন্দরী প্রাণত্যাগে উদ্যতা হলে রাজবাহন তাঁকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে এই উক্তিটি করেছেন।

রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে মিলনরাত্রির শেষে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে

দেখলেন, অজ্ঞাত দৈবদুর্বিপাকে রাজবাহনের পা দুটি রূপার শিকলে বাঁধা। তখন অবন্তিসুন্দরীর বিহ্বলতায় তাদের গোপনীয়তা নষ্ট হয়ে গেল। খবর পেল নৃশংস নরাধম চণ্ডবর্মা। সে চিনতে পারল রাজবাহনকে পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু বলে। তার উপর আগের উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে যে, অবন্তিসুন্দরী সম্পর্কে তার ভগ্নী হলেও প্রবৃত্তির লালসা ওদিকেও কিছুটা বিস্তৃত ছিল। তার উপরই তখন রাজ্য শাসনের ভার। সুতরাং সে অবন্তিসুন্দরীর অন্তঃপুরে ওরূপ অবস্থায় রাজবাহনকে দেখামাত্র শাস্তিদানের জন্য উদ্যত হয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

অবন্তিসুন্দরী কোমলহৃদয়া নারী। সে স্বামীর জীবনহানির আশংকায় আগেই নিজে জীবনত্যাগ করবে স্থির করলেন। কিন্তু রাজবাহন ছিলেন স্বভাব-গম্ভীর, তাঁর মনে উদিত হলো পূর্বজন্মের কথা। বুঝতে পারলেন যে, এ বন্ধন, বিচ্ছেদ যেমন পূর্ব নির্দিষ্ট, সেইরূপ দুমাস বাদেই আবার মুক্তি ও মিলনসুখও অবশ্যম্ভাবী। রাজবাহনের মত যজ্ঞবতীও জাতিস্মরতা লাভ করবেন, মুনির নির্দেশ। কিন্তু নারীজনোচিত বিহ্বলতায় তাঁর পূর্বস্মৃতি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই রাজবাহন তাঁকে পূর্বজন্মকথা স্মরণ রাখতে বলেছেন। পূর্ব-জন্মে তিনি ছিলেন শাম্ব, অবন্তিসুন্দরী ছিলেন যজ্ঞবতী, রাজহংসবেশী মুনিকে বাঁধায় তাঁরা অভিশপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দুমাস বাদেই সেই শাপের অবসান ঘটবে। এই বৃত্তান্ত স্মরণে এলেই অবন্তিসুন্দরী প্রাণত্যাগ থেকে বিরত হয়ে আগামী মিলন সুখের আশায় কাল প্রতীক্ষা করবে। এখন সহিষ্ণুতাই হবে আগামী মিলনের জন্য প্রধান অবলম্বন—এইটিই এই উক্তির অভিপ্রায়।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—মহাকবি দণ্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতস্য 'রাজবাহনম্' ইতি প্রথমোচ্ছ্বাসাদ্ গৃহীতোঽয়মংশঃ।

চণ্ডবর্মণানীয়মানঃ শৃঙ্খলিতো রাজবাহনঃ প্রাণত্যাগোদ্যতাং প্রাণপ্রিয়ামবন্তি-সুন্দরীং প্রাণধারণার্থমেব মাহ।

হে হংসগামিনি! হে মরালগতে! তস্যাঃ জন্মান্তরানুভূতয়াঃ হংসকথায়াঃ হংসদত্তাভিশাপস্য স্মর চিন্তয়।

হে বাসু! বালে! মসদ্বয়ং সহস্ব দ্বৌ মাসৌ প্রীতক্ষস্ব ইত্যর্থ।

রাজবাহনস্য নিগ্রহংদৃষ্টা অপিচ চণ্ডবর্মনা রাজবাহনো নূনমেব ঘাতব্য ইতি নিশ্চিত্য অবন্তিসুন্দরী প্রাণান্ত্যক্তুম্ ইয়েষ। তদা স্বভাবগম্ভীরো রাজবাহনঃ পূর্বজন্মবৃত্তান্তং স্মরতিস্ম। পূর্বজন্মনি রাজবাহনঃ শাম্ব ইতি রাজা আসীৎ তস্য পত্নী অবন্তিসুন্দরী তদা যজ্ঞবতী আসীৎ। একদা যজ্ঞবতীসহায়েন শাম্বেন ভ্রমতা পদ্মবনে নিশ্চলঃ একো বৃদ্ধো মরালো মৃণালসূত্রেণ বদ্ধঃ স মরালঃ যথার্থতঃ একো মুনিঃ। স তদা আহ, যতঃ 'নৈষ্ঠিকং মামকারণং রাজ্যগর্বেণা-বমানিতবানসি, তদেতৎ পাপ্মনা রমণী বিরহ সন্তাপমনুভব।' ততঃ বহুধা সন্তোষিতঃ স আহ, 'ইহজন্মনি শাপফলা-ভাবো ভবতু, মুহূর্তদ্বয়ং মচ্চরণবন্ধন-কারিতয়া চ মাসদ্বয়ং শৃঙ্খলনিগড়িতচরণো রমণী-বিয়োগবিষাদমনুভূয় পশ্চাদ-নেককালং বল্লভয়া সহ রাজ্যসুখংলভস্ব, জাতিস্মরত্বঞ্চ লভস্ব।'

জাতিস্মরত্বাচ্চ রাজবাহনেন জ্ঞাতং স এব শাম্বঃ যজ্ঞবতী চ অবন্তিসুন্দরী। অতঃ তস্য বন্ধনং যথা পূর্বনির্দিষ্ট তথা মাসদ্বয়ান্তে মোচনং ততঃ মিলনমপি পূর্ববিহিতম্। অবন্তিসুন্দর্যাঃ অপি জাতিস্মরত্বং বিদ্যতে, বিহ্বলতয়া তু তদা আচ্ছন্নমাসীৎ। তেন অধুনা সহিষ্ণুতামবলম্ব্য মুনিবাক্যমনুস্মৃত্য মাসদ্বয়াবসানে পুনর্মিলনার্থং রাজ্যসুখভোগার্থঞ্চ অবন্তিসুন্দর্য্যা প্রাণধারণং কর্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(৭)

অথ বিদিতবার্তাবার্তৌ মহাদেবীমালবেন্দ্রৌ জামাতরমাকারপক্ষ-পাতিনাবাত্মপরিত্যাগোপন্যাসেনারিণা জিঘাংস্যমানং ররক্ষতুঃ। ন শেকতুস্তু তমপ্রভুত্বাদুত্তারয়িতুমাপদঃ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

অথ—অনন্তরং, বিদিতবার্তৌ—শ্রুতবৃত্তান্তৌ, মহাদেবীমালবেন্দ্রৌ—মালয়-রাজদম্পতী, আর্তৌ—দুঃখিতৌ, আকারপক্ষপাতিনৌ—দেহসৌন্দর্যানুরাগিণৌ, অরিণা—শত্রুনা চণ্ডবর্মণা, জিঘাংস্যমানং-হন্তুম্ ইষ্যমানং জামাতরম্ আত্ম-পরিত্যাগোপন্যাসেন—দেহবিসর্জনোপস্থাপনেন, -আবামপি শরীরং ত্যক্ষাবঃ ইতুক্ত্বা ইত্যর্থঃ ররক্ষতুঃ—প্রাণহানেঃরক্ষিতবন্তৌ, তু—কিন্তু, অপ্রভুত্বাৎ—বিসৃষ্টস্বামিভাবত্বাৎ—তং—জামাতরম, আপদঃ—বিপদঃ, উত্তারয়িতুং—নির্বাহ-য়িতুং, ন শেকতুঃ—ন সমর্থ বভুবতুঃ।

বঙ্গার্থ ঃ—অতঃপর এই সংবাদ শুনে মালবরাজ ও মহাদেবী দুঃখিত হ'লেন ; জামাতার রূপে তাঁরা পক্ষপাতযুক্ত হয়ে নিজেদের প্রাণবিসর্জনের ভয় দেখিয়ে হত্যা করতে ইচ্ছুক শত্রু চণ্ডবর্মার হাত থেকে জামাতাকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু প্রভুত্ব না থাকায় বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারলেন না।

ব্যাকরণ ঃ—

বিদিতবার্তৌ— বিদিতা বার্তা আভ্যাম্ (বহু)।

আর্তৌ —আ-ঋ+ক্ত কর্মণি।

মহাদেবী মালবেন্দ্রৌ—মহতীদেবী-মহাদেবী (কর্মধা)। মালবানাম্ ইন্দ্রঃ মালবেন্দ্রঃ (৬ষ্ঠী তৎ) মহাদেবী চ মালবেন্দ্রশ্চ—মহাদেবী মালবেন্দ্রৌ (দ্বন্দ্ব)।

আকারপক্ষপাতিনৌ— আকারস্তপক্ষঃ আকারপক্ষ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্মিন্ সাধু পততঃ ইতি (উপপদ তৎ)। তৌ।

আত্মপরিত্যাগোপন্যাসেন —অত্মনঃ পরিত্যাগঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। আত্ম-পরিত্যাগঃ। তস্য উপন্যাসঃ আত্মপরিত্যাগোপন্যাসঃ। (৬ষ্ঠী তৎ)। কারণে ৩য়া।

অরিণা—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

জিঘাংস্যমানম্—হন্তুম্ ইষ্যমানম্ ইতি হন্+সন্—শানচ্ কর্মণি।

শেকতুঃ—শক্+লিট্ অতুস্।

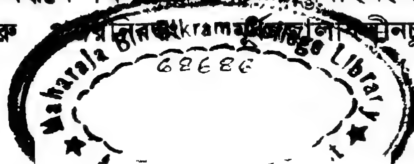
অপ্রভুত্বাৎ—প্রভবতি ইতি প্র-ভূ+ডু কর্তরি সংজ্ঞায়াং প্রভুঃ। ন প্রভুঃ (নঞ তৎ)। তস্য ভাবঃ প্রভুত্বম্ তস্মাৎ। হেতৌ ৫মী।

উত্তরায়িতুম্—উদ্-তৃ+নিচ্+তুমুন্।

আপদঃ—কর্মণি ২য়া। বহুবচন। অথবা—অপাদানে ৫মী। একবচন।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(৮)

স কিল চণ্ডশীলশ্চণ্ডবর্মা সর্বমিদমুদন্তজাতং রাজরাজগিরৌ তপস্যতে দর্পসারায় সংদিশ্য সর্বমেব পুষ্পোদ্ভবকুটুম্বকং সর্বস্বহরণ-পূর্বকং সদ্য এব বন্ধনে ক্ষিপ্[illegible] ক[illegible] চ রাজবাহনং রাজকেশরিকি-শোরকমিব দারু[illegible]নিরু[illegible]নচূড়ামণিপ্রভাব-



বিক্ষিপ্তক্ষুৎপিপাসাদিখেদং চ তমবধূত-দুহিতৃপ্রার্থনস্যাঙ্গরাজস্যোদ্ধরণায়াঙ্গানভিযাস্যনন্যবিশ্বাসান্নিনায়। রুরোধ চ বলভরদত্তকম্পাং চম্পাম্।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

চণ্ডশীলঃ—কোপনস্বভাবঃ, স কিল চণ্ডবর্মা—অসৌ চণ্ডবর্মা ইত্যাখ্যঃ রাজপ্রতিনিধিঃ, ইদং সর্বম্ উদন্তজাতং অবন্তিসুন্দর্যাঃ কপটবিবাহাৎ আরভ্য রাজবাহনস্য প্রাণরক্ষা পর্যন্তং সর্বং বৃত্তান্তম্, রাজরাজগিরৌ—কৈলাসপর্বতে ইত্যর্থঃ, তপস্যতে—তপশ্চরতে, দর্পসারায়—মালবরাজকুমারায় সন্দিশ্য—বার্তাহরেণ প্রেষ্য, সদ্যঃ এব—তৎক্ষণমেব, সর্বম্ এব পুষ্পোদ্ভবকুটুম্বকং—পুষ্পোদ্ভবপরিবারং, সর্বস্বহরণপূর্বকং—সর্বসম্পদ্ আত্মসাৎ কৃত্বা, বন্ধনে—কারাগারে, ক্ষিপত্বা—নিক্ষিপ্য, রাজবাহনঞ্চ রাজকেশরিকিশোরকম্ ইব—বলবৎ-সিংহশাবকমিব, দারুপঞ্জরনিবদ্ধং কৃত্বা—কাষ্ঠময়পিঞ্জরে অবরুদ্ধং বিধায়, অবধূতদুহিতৃপ্রার্থনস্য—কন্যাভ্যর্থনতিরস্কারিণঃ, অঙ্গরাজস্য—অঙ্গদেশাধিপতেঃ, উদ্ধরণায়—উন্মূলনায়, অঙ্গান—অঙ্গদেশম্, অভিযাস্যন্—আক্রংস্যমানঃ, অনন্যবিশ্বাসাৎ—বিশ্বস্তজনাভাবাৎ, মূর্ধজজালেষু—কেশকলাপেষু, বিলীন—লুক্কায়িত, চূড়ামণিপ্রভাববিক্ষিপ্তঃ—মৌলিরত্নমহিম্না বিদূরিতঃ, ক্ষুৎপিপাসাদিখেদং—ক্ষুধাতৃষ্ণাদিক্লেশঃ যস্য তম্—রাজবাহনং, নিনায়—সহৈব নীতবান্। চম্পাং চ—অঙ্গদেশরাজধানীং চ, বলভরদত্তকম্পাসৈন্যপদভরেন কম্পয়ন্, রুরোধ—বেষ্টয়ামাস।

বঙ্গার্থ ঃ—কোপনস্বভাব চণ্ডবর্মা এই সমস্ত বৃত্তান্ত কৈলাসপর্বতে তপস্যারত দর্পসারকে জানিয়ে পুষ্পোদ্ভবের সমগ্র পরিবারকে যথাসর্বস্ব হরণপূর্বক তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। সিংহশিশুর ন্যায় রাজবাহনকে কাঠের খাঁচায় আবদ্ধ করে, কন্যা প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য অঙ্গরাজকে উচ্ছেদ করার অভিপ্রায়ে অঙ্গদেশ আক্রমণে ইচ্ছুক হয়ে কারও উপর বিশ্বাস না থাকায়, চুলের মধ্যে লুকানো চূড়ামণির প্রভাবে ক্ষুধা-পিপাসাদিকষ্টশূন্য রাজবাহনকে সঙ্গে নিলেন। আর অঙ্গরাজধানী চম্পানগরকে সৈন্যভরে কম্পিত করে অবরোধ করলেন।

ব্যাকরণ ঃ—

কিল—অব্যয়, হেত্বর্থঃ। 'কিল ইতি আগম-অরুচি-ন্যক্করণ-সম্ভাব্য-হেতু অলীকেষু'—ইতি গণব্যাখ্যানম্।

চণ্ডশীলঃ—চণ্ডং শীলং যস্য—(বহু)।

উদস্তজাতম্—উদস্তস্য জাতম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।

রাজরাজগিরৌ—রাজ্ঞাং যক্ষাণাং রাজা ইতি রাজরাজঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। (কুবেরঃ) যতঃ মনুষ্যধর্মা ধনদো রাজরাজো ধনাধিপঃ।' ইত্যমরঃ। তস্য গিরিঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্।

তপস্যতে—তপশ্চরতি ইতি তপস্ + ক্যঙ্ + শতৃ + ৪র্থী।

দর্পসারায়—সম্প্রদানে ৪র্থী।

সন্দিশ্য—সম্-দিশ্ + ল্যপ্।

পুষ্পোদ্ভবকুটুম্বকম্—পুষ্পোদ্ভবস্য কুটুম্বকম্ ইতি (৬ষ্ঠী তৎ)।

সর্বস্বহরণপূর্বকম্—সর্বং স্বং সর্বস্বম্ (কর্মধা)। তস্য হরণম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তৎপূর্বং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা তথা। (বহু)।

সদ্যঃ—সমানে অহনি ইতি সমান + দ্যস্ নিপাতনাৎ।

বন্ধনে—বধ্যন্তে অস্মিন্ ইতি বন্ধ + ল্যুট্ অধিকরণে। অধিকরণে ৭মী।

রাজকেশরিকিশোরকম্—কেশরাঃ সন্তি অস্য ইতি কেশরী। কিশোর + কন্ অনুকম্পায়াম্ কিশোরকঃ। রাজা চাসৌ কেশরী চেতি রাজকেশরী (কর্মধা)। বা কেশরিণাং রাজা রাজকেশরী (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য কিশোরকঃ, (৬ষ্ঠী তৎ)।

দারুপঞ্জরনিবদ্ধম্—দারুনির্মিতঃ পঞ্জরঃ দারুপঞ্জরঃ (শাকপার্থিববৎ) তস্মিন্ নিবদ্ধঃ (সুপ্ সুপা)

মূর্ধজ…খেদম্—মূর্ধ্নি জাতানি ইতি মূর্ধজাঃ (উপপদ তৎ) বি-লী + ক্ত ইতি বিলীনঃ, মূর্ধজানাং জালম্, (৬ষ্ঠী তৎ) তস্মিন্ বিলীনঃ, মূর্ধজজাল-বিলীনঃ, (সুপ্ সুপা)। ক্ষুৎ চ পিপাসা চ ক্ষুৎপিপাসে, (দ্বন্দ্ব)। তে আদৌ যেষাম্ ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ (বহু)। মূর্ধজজালবিলীনঃ চূড়ামণিঃ, (কর্মধা)। তস্য প্রভাবঃ, (৬ষ্ঠী তৎ)। তেন বিক্ষিপ্ত, (৩য়া তৎ)। তাদৃশঃ ক্ষুৎপিপাসাদিখেদঃ যস্য (বহু)। তম্।

অবধূতদুহিতৃপ্রার্থনস্য—অব-ধূ + ক্ত স্ত্রিয়াম্—অবধূতা। প্র-অর্থ + ণিচ্ +

স্বার্থে যুচ্—প্রার্থনা। দুহিতুঃ প্রার্থনা—দুহিতৃ প্রার্থনা (৬ষ্ঠী তৎ)। অবধৃতা দুহিতৃপ্রার্থনা অনেন, (বহু)। তস্য।

উদ্ধরণায়—উদ্+হৃ বা ধৃ+ল্যুট্ ভাবে। উদ্ধরণম্। তস্মৈ। তুমর্থে ৪র্থী।

অভিযাস্যন্—অভি-যা+লৃট্ স্থানে শতৃ।

অনন্যবিশ্বাসাৎ—অন্যেষু বিশ্বাসঃ (সুপ্‌সুপা)। ন অন্যবিশ্বাসঃ (নঞ্ তৎ) তস্মাৎ। হেতৌ ৫মী।

নিনায়—নী+লিট্ ণল।

বলভরদত্তকম্পঃ—বলানাং ভরঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তেন দত্তঃ (৩য়া তৎ)। বলভরদত্তঃ কম্প অনেন (বহু)।

রুরোধ—রুধ্+লিট্ ণল্।

টীকা ঃ—

অঙ্গ—অঙ্গ প্রাচীন ভারতের একটি সমৃদ্ধ রাজ্য। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। জেনারেল কানিংহামের মতে বিহারের পাথরঘাটার বিপরীত দিকে একটি পার্বত্য প্রদেশ। বিষ্ণুপুরাণে বঙ্গের সঙ্গে অঙ্গেরও উল্লেখ আছে। মহাভারতেও এই দেশটির উল্লেখ আছে। দুর্যোধন কর্ণকে এই দেশটি দান করেছিলেন।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(৯)

চম্পেশ্বরোঽপি সিংহবর্মা সিংহ ইবাসহ্যবিক্রমঃ প্রাকারং ভেদয়িত্বা মহতা বলসমুদায়েন নির্গত্য স্বপ্রহিতদূতব্রাতাহূতানাং সাহায্যদানায়াতিসত্বরমাপততাং ধরাপতীনামচিরকালভাবিন্যপি সংনিধাবদত্তাপেক্ষঃ সাক্ষাদিবাবলেপো বপুষ্মানক্ষমাপরীতঃ প্রতিবলং প্রতিজগ্রাহ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

সিংহঃ ইব—কেশরী ইব, অসহ্যবিক্রমঃ—অনিবার্যপরাক্রমঃ, চম্পেশ্বরঃ—চম্পাধিপতিঃ সিংহবর্মা অপি, অক্ষমাপরীতঃ—ক্রোধাভিভূতঃ, স্বপ্রহিতদূতব্রাত-হূতানাম্—আত্মপ্রেরিতৈঃ বার্তাবহৈঃ আকারিতানাং, সাহায্যদানায়—আনুকূল্য-

লাভায়, অতিসত্বরং—ক্ষিপ্রং, আপততাং—অভিধাবতাং, ধরাপতীনাং—রাজ্ঞাম্ অচিরভাবিনি অপি—আশুঘটমানে অপি, সন্নিধৌ—সমাগমে, অদত্তাপেক্ষঃ—প্রতীক্ষাং ন কৃত্বা, প্রাকারং—প্রাচীরং, ভেদয়িত্বা—দারয়িত্বা, মহতা—বিপুলেন, বলসমুদায়েন—সৈন্যনিবহেন, সহ নির্গত্য—বহির্গত্বা, সাক্ষাৎ—স্বয়ং, বপুষ্মান্—শরীরী, অবলেপঃ—গর্বঃ ইব, প্রতিবলং—রিপু সৈন্যং, প্রতিজগ্রাহ—আচক্রমে।

বঙ্গার্থঃ—সিংহের ন্যায় অনিবার্যপরাক্রম চম্পাধিপতি সিংহবর্মাও সাহায্য-দানের জন্য নিজপ্রেরিত দূতগণের দ্বারা আমন্ত্রিত এবং প্রবলবেগে ধাবিত রাজাদের উপস্থিতি আসন্ন হলেও, তার জন্য অপেক্ষা না করে ক্রোধে দুর্গপ্রাচীর ভেদ করে প্রভূত সৈন্য নিয়ে বাইরে গিয়ে মূর্তিমান গর্বের মত শত্রুসৈন্য আক্রমণ করলেন।

ব্যাকরণঃ—

চম্পেশ্বরঃ—ঈষ্টে ইতি ঈশ্ + বরচ্ = ঈশ্বরঃ। চম্পায়াঃ ঈশ্বরঃ—(৬ষ্ঠী তৎ)।

অসহ্যবিক্রমঃ—সহ + যৎ = সহ্যঃ। ন সহ্যঃ = অসহ্যঃ (নঞ্ তৎ) অসহ্যঃ বিক্রমঃ অস্য (বহু)।

প্রাকারম্—প্রক্রিয়তে এষ ইতি প্র-কৃ + ঘঞ্। তম্।

ভেদয়িত্বা—ভিদ্ + ণিচ্ + ক্ত্বাচ্।

বলসমুদায়েন—সম্-উদ্-অয়্ + ঘঞ্ = সমুদায়ঃ। বলানাং সমুদায়ঃ—(৬ষ্ঠী তৎ)।

স্বপ্রহিতদূতব্রাতাহূতানাং—প্র-হি + ক্ত = প্রহিতঃ। দূতানাং ব্রাতঃ (সমূহঃ) = দূতব্রাতঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। স্বেন প্রহিতঃ = স্বপ্রহিতঃ (৩য়া তৎ)। তাদৃশঃ দূতব্রাতঃ (কর্মধা)। তেন আহূতাঃ (৩য়াঃ তৎ)। তেষাম্।

সাহায্যদানায়—সহ অয়তে ইতি সহ + অয়্ + অচ্ = সহায়ঃ (উপপদ তৎ)। তস্য সাহায্যম্। সাহায্যস্য দানম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তাদর্থ্যে ৪র্থী।

অতিসত্বরম্—ত্বরয়া সহ যথা তথা = সত্বরম্ (বহু)। অতিশয়িতং সত্বরম্ (প্রাদিতৎ)।

অচিরকালভাবিনি—ন চিরঃ অচিরঃ (নঞ্ তৎ)। অচিরঃ কালঃ (কর্মধা)। অচিরকালে অবশ্যং ভবতি ইতি (উপপদ তৎ)। তস্মিন্।

অদত্তাপেক্ষঃ—ন দত্তা = অদত্তা (নঞ্ তৎ)। অদত্তা অপেক্ষা অনেন —(বহুব্রীহি)।

অক্ষমাপরীতঃ—ক্ষমতে অনয়া ইতি ক্ষমা। ন ক্ষমা = অক্ষমা (৩য়া তৎ)। তয়া পরীতঃ (৩য়া তৎ)।

প্রতিজগ্রাহ—প্রতি-গ্রহ + লিট্ ণল্।

সংস্কৃত পাঠ :—(১০)

জগৃহে চ মহতি সংপরায়ে ক্ষীণসকলসৈন্যমণ্ডলঃ প্রচণ্ডপ্রহরণশতভিন্নমর্মা সিংহবর্মা করিণঃ করিণমবপ্লুত্যাতিমানুষপ্রাণবলেন চণ্ডবর্মণা। স চ তদ্দুহিতর্যম্বালিকায়ামবলারত্নসমাখ্যাতায়ামতিমাত্রাভিলাষঃ প্রাণৈরেনং ন ব্যযুযুজৎ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ : -

সিংহবর্মা চ, মহতি সংপরায়ে—ঘোরে রণে, ক্ষীণসকলসৈন্যমণ্ডলঃ—নিহতসর্ববলসমূহঃ, প্রচণ্ডপ্রহরণশতভিন্নমর্মা—দারুণৈঃ অস্ত্রনিবহৈঃ দরিতসন্ধিঃ, অতিমানুষপ্রাণবলেন—অলৌকিকসামর্থ্যেন, করিণঃ—গজাৎ, করিণম—গজম, অবপ্লুত্য—উল্লম্ফ্য, চণ্ডবর্মণা, জগৃহে—ধৃতঃ। স চ—অসৌ চণ্ডবর্মা, তদ্দুহিতরি —সিংহবর্মণঃ কন্যায়াম্, অবলারত্নসমাখ্যাতায়াম—স্ত্রীরত্নমিতি জনবর্ণিতায়াং অম্বালিকায়াম্, অতিমাত্রাভিলাষঃ—নিতরাং সস্পৃহঃ সন্, এনম্—সিংহবর্মাণং, প্রাণৈঃ—অসুভিঃ, ন ব্যযুযুজৎ—বিয়োজিতবান্।

বঙ্গার্থ :—কিন্তু এই যুদ্ধে সিংহবর্মার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়ে গেল এবং অজস্র অস্ত্রাঘাতে মর্মাহত সিংহবর্মাকে অসাধারণ প্রাণশক্তিসম্পন্ন চণ্ডবর্মা এক হাতী থেকে আরেক হাতীতে লাফ দিয়ে ধরে বন্দী করলেন। কিন্তু সিংহবর্মার কন্যা রমণীরত্ন বলে প্রসিদ্ধ অম্বালিকার প্রতি অত্যন্ত আসক্তি থাকায় তাঁকে প্রাণে হত্যা করলেন না।

ব্যাকরণ :—

সম্পরায়ে—একত্র সম্যক্ পরা চ এতি অস্মিন্ ইতি সম্-পরা+ই+অচ্ অস্মিন্।

ক্ষীণসকলসৈন্যমণ্ডলঃ—ক্ষি+ক্ত=ক্ষীণম্। সেনায়াং সমবেতানি ইতি সৈন্যানি। কলাভিঃ সহ=সকলম্ (বহু)। সৈন্যানাং মণ্ডলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। সকলং সৈন্যমণ্ডলম্ (কর্মধা)। ক্ষীণং সকলসৈন্যমণ্ডলম্—(কর্মধা)।

প্রচণ্ডপ্রহরণশতভিন্নমর্মা—প্রহরতি এভিঃ ইতি প্রহরণানি। প্রচণ্ডানি প্রহরণানি (কর্মধা)। তেষাং শতানি (৬ষ্ঠী তৎ)। তৈঃ ভিন্নম্—(৩য়া তৎ)। তাদৃশানি মর্মাণি অস্য (বহু)।

অতিমানুষপ্রাণবলেন—মানুষম্ পরিগতে=অতিমানুষম্ প্রাদি তৎ)। প্রাণাশ্চ বলঞ্চ প্রাণবলে (দ্বন্দ্ব)। তাদৃশে প্রাণবলে অস্য (বহু)। তেন।

চণ্ডবর্মণা—অনুক্তে কর্তরি ৩য়া।

তদ্দুহিতরি—তস্য দুহিতা (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্যাম্।

অবলারত্নসমাখ্যাতায়াম্—অবিদ্যমানম্ বলম্ আসাম্=অবলাঃ (বহু)। তাসু রত্নম্ (৭মী তৎ)। অবলারত্নং সমাখ্যাতা (সুপ্‌সুপা)। তস্যাম্।

অতিমাত্রাভিলাষঃ—মাত্রাম্ অতিক্রান্তঃ=অতিমাত্রঃ (প্রাদি তৎ)। তাদৃশঃ অভিলাষঃ তস্য (বহু)।

প্রাণৈঃ—সহার্থে ৩য়া।

ব্যযুযুজৎ—বি-যুজ+ণিচ্+লুঙ্ তিপ্।

সংস্কৃত পাঠ :—(১১)

অপি ত্বনীনয়দপনীতাশেষশল্যমকল্যসংধ্যো বন্ধনম্। অজীগণচ্চ গণকসংঘৈঃ 'অদ্যৈব ক্ষপাবসানে বিবাহনীয়া রাজদুহিতা' ইতি। কৃতকৌতুকমঙ্গলে চ তস্মিন্নেকপিঙ্গাচলাৎ প্রতিনিবৃত্ত্যৈণজঙ্ঘো নাম জঙ্ঘাকারিকঃ প্রভবতো দর্পসারস্য প্রতি সন্দেশমাবেদয়ৎ—

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

অপিতু—পক্ষান্তরে, অকল্যসংধঃ—স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ, স—চণ্ডবর্মা, অপনীতা-

শেষশল্যং —উদ্ধৃতনিখিলশঙ্কুং, এনং-সিংহবর্মাণং, বন্ধনং—কারাম্, অনীনয়ৎ—প্রেরয়ামাস। অদ্য এব—অস্মিন্নেব দিনে, ক্ষপাবসানে —রাত্রিশেষে, রাজদুহিতা—রাজকন্যা অম্বালিকা, বিবাহনীয়া --উদ্বাহ্যা, ইতি চ--এতদপি, গণকসংঘৈঃ দৈবজ্ঞসমূহৈঃ, অজীগণৎ—গণয়ামাস। তস্মিন্—চণ্ডবর্মণি, কৃতকৌতুকমঙ্গলে চ—অনুষ্ঠিত-বিবাহোদ্‌যোগমঙ্গলকর্মণি, এণজঙ্ঘ নাম, জঙ্ঘাকারিকঃ—দূতঃ, একপিঙ্গাচলাৎ—কৈলাসপর্বতাৎ, প্রতিনিবৃত্য—প্রত্যাগত্য, প্রভবতঃ—সর্বেশ্বরস্য, দর্পসারস্য প্রতিসন্দেশং—প্রতিবচনম্, আবেদয়ৎ—নিবেদয়ামাস।

বঙ্গার্থ ঃ—স্থিরপ্রতিজ্ঞ চণ্ডবর্মা শরীর থেকে সমস্ত অস্ত্রের অংশগুলি তুলে ফেলে সিংহবর্মাকে) কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। আর দৈবজ্ঞদের দ্বারা গণনা করালেন যে, 'আজই রাত্রির শেষে রাজকন্যার বিবাহ নিষ্পন্ন করতে হবে।' বিবাহপূর্বের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হলে এণজঙ্ঘ নামে এক দূত কৈলাস পর্বত থেকে ফিরে এসে প্রভু দর্পসারের প্রত্যাদেশ জানালেন,—

ব্যাকরণ ঃ—

অনীনয়ৎ-- নী + ণিচ্ + লুঙ্ তিপ্।

অপনীতাশেষশল্যম্—অবিদ্যমানঃ শেষঃ এষাম্ = অশেষাণি (বহু)। অপনীতানি অশেষানি শল্যানি অস্য—(বহু)। তম্।

অকল্যসন্ধঃ—ন কল্যা (ব্যর্থা) = অকল্যা (নঞ্ তৎ)। তাদৃশী সন্ধা অস্য (বহু)।

অজীগণৎ—গণ্ + ণিচ্ + লঙ্ তিপ্।

গণকসংঘৈঃ—গণকানাং সঙ্ঘাঃ—(৬ষ্ঠী তৎ)। তৈঃ। অনুক্তকর্তরি ৩য়া।

ক্ষপাবসানে—ক্ষপায়াঃ অবসানম্—(৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্।

রাজদুহিতা রাজ্ঞঃ দুহিতা—(৬ষ্ঠী তৎ)।

কৃতকৌতুকমঙ্গলে—কৌতুকস্য মঙ্গলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। কৃতং কৌতুক-মঙ্গলম্ অনেন—(বহু)। তস্মিন্। ভাবে ৭মী।

তস্মিন্—ভাবে ৭মী।

একপিঙ্গাচলাৎ (একম্) একাক্ষি পিঙ্গম্ (পীতম্) যস্য = একপিঙ্গঃ

(বহু)। ন চলঃ অচলঃ (নঞ্ তৎ)। একপিঙ্গস্য অচলঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মাৎ।

একপিঙ্গ শব্দের অর্থ কুবের। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আছে একসময় কুবেরের দৃষ্টি রুদ্রাণীর উপর পড়ায়, তার ডান চোখটি পুড়ে যায় এবং বাম চোখটি পিঙ্গলবর্ণ হয়। অতএব একপিঙ্গাচল মানে কুবেরাচল। তার অর্থ কৈলাসপর্বত।

জঙ্ঘাকারিকঃ—জঙ্ঘারূপঃ কারঃ (কর্মধা– শাকপার্থিববৎ)।

প্রতিসন্দেশঃ—প্রত্যুক্তঃ সন্দেশঃ (প্রাদি তৎ)।

সংস্কৃত পাঠ :—(১২)

'অয়ি মূঢ়,' কিমস্তি কন্যান্তঃপুরদূষকেঽপি কশ্চিৎকৃপাবসরঃ। স্থবিরঃ স রাজা জরাবিলুপ্তমানাবমানচিত্তো দুশ্চরিতদুহিতৃপক্ষপাতী যদেব কিঞ্চিৎ প্রলপতি ত্বয়াপি কিং তদনুমত্যা স্থাতব্যম্। অবিলম্বিতমেব তস্য কামোন্মত্তস্য চিত্রবধবার্তা প্রেষণেন শ্রবণোৎসবোঽস্মাকং বিধেয়ঃ। সা চ দুষ্টকন্যা সহানুজেন কীর্তিসারেণ নিগড়িতচরণা চারকে নিরোদ্ধব্যা ইতি।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

অয়ি মূঢ়!—ভোঃ অবোধ, কন্যান্তঃপুরদূষকে অপি—কুমারীভবনধর্ষকে চ, কশ্চিৎ—কোঽপি, কৃপাবসরঃ—দয়াপ্রসঙ্গঃ, অস্তি কিম্—নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ। স্থবিরঃ—জীর্ণঃ, জরয়া—বার্ধক্যেন, বিলুপ্তমানাবমানচিত্তো—তিরোহিতমানাপমানবোধঃ, দুশ্চরিতদুহিতৃপক্ষপাতী—অনার্যায়াঃ কন্যায়াঃ অনুকূলং যদেব-কিঞ্চিৎ—যন্মনসি আয়াতি, প্রলপতি—অবভাষতে। ত্বয়াপি—যূনা, কিং স্থাতব্যম্—কিং বর্তিতব্যম্। কামোন্মত্তস্য—মদনবিমূঢ়স্য, তস্য রাজবাহনস্য, চিত্রবধস্য—অঙ্গচ্ছেদাদিদণ্ডপ্রদানপূর্বকস্য, বধস্য বার্তায়াঃ—সংবাদস্য, প্রেষণেন—প্রেরণেন, অবিলম্বিতমেব—ঝটিতি তু, মম শ্রবণোৎসবঃ—কর্ণামোদঃ বিধেয়ঃ। সা চ দুষ্টকন্যা—দুঃশীলা, অবন্তিসুন্দরী, অনুজেন—কনীয়সা, কীর্তিসারেণ তন্নাম্না ভ্রাতা সহ, নিগড়িতচরণা—শৃঙ্খলিতপাদা, চারকে—কারায়াং, নিরোদ্ধব্যা—যন্ত্রিতব্যা।

বঙ্গার্থ :—রে মূর্খ! যে ব্যক্তি **কন্যান্তঃপুর** দূষিত করেছে, তার উপর করুণার অবকাশ কোথায়? বৃদ্ধ রাজা বার্দ্ধক্যে মান-অপমানবোধ হারিয়ে দুশ্চরিত্রা কন্যার পক্ষপাতী হ'য়ে যা কিছু প্রলাপ উক্তি করছে, সেগুলিকে মেনে নিয়ে তুমি কি বসে থাকবে? শীঘ্রই তুমি সেই কামোন্মত্তের (রাজবাহনের) বিচিত্রবধের সংবাদ পাঠিয়ে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান কর। আর সেই দুষ্টকন্যাকে ছোট ভাই কীর্তিসারের সঙ্গে পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে কারাগারে আবদ্ধ কর।

ব্যাকরণ :—

কন্যান্তঃপুরদূষকে—কন্যান্তঃপুরস্য দূষকঃ—(৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্। অধিকরণে ৭মী।

কৃপাবসরঃ—কৃপায়া অবসরঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

জরাবিলুপ্তমানাবমানচিত্তঃ—মানশ্চ অবমানশ্চ মানাবমানৌ (দ্বন্দ্ব)। তয়োঃ চিত্তম্—(৬ষ্ঠী তৎ)। জরয়া বিলুপ্তম্ (৩য়া তৎ)। জরাবিলুপ্তং-মানাবমানচিত্তম্ অস্য (বহু)।

দুশ্চরিতদুহিতৃপক্ষপাতী—দুষ্টং চরিতম্ অস্যাঃ (বহু)। দুশ্চরিতা দুহিতা (কর্মধা)। তস্যাঃ পক্ষঃ=দুশ্চরিতদুহিতৃপক্ষঃ—(৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্ সাধু পততি—(উপপদ তৎ)।

চিত্রবধবার্তাপ্রেষণেন—বধস্য বার্তা=বধবার্তা (৬ষ্ঠী তৎ)। চিত্রা বধবার্তা (কর্মধা)। তস্যাঃ প্রেষণম্—(৬ষ্ঠী তৎ)। তেন। করণে ৩য়া।

শ্রবণোৎসবঃ—উদ্-সু+অপ্=উৎসবঃ। শ্রবণস্য উৎসবঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

অস্মাকম্—'অস্মদো দ্বয়শ্চ' ইতি বিশেষণস্য প্রতিষেধঃ ইতি চ একস্মিন্ বহুবচনম্।

অনুজেন—অনু জাতঃ ইতি অনু-জন্+ড=অনুজঃ। তেন। সহযোগে ৩য়া।

চারকে—চর্যতে বধ্যতে ইতি চারকঃ। তস্মিন্। অধিকরণে ৭মী।

নিরোদ্ধব্যা—নি-রুধ্+তব্য-স্ত্রিয়াম্।

সংস্কৃত পাঠ : (১৩)

তচ্চাকর্ণ্য 'প্রাতরেব রাজভবনদ্বারে স চ দুরাত্মা কন্যান্তঃপুর-দূষকঃ সন্নিধাপয়িতব্যঃ। চণ্ডপোতশ্চ মাতঙ্গপতিরুচিতকল্পনোপ-

পদ্মস্তত্রৈব সমুপস্থাপনীয়ঃ। কৃতবিবাহকৃত্যশ্চোত্থায়াহমেব তমনার্যশীলং তস্য হস্তিনঃ কৃত্বা ক্রীড়নকং তদধিরূঢ় এব গত্বা শত্রুসাহায্যকায় প্রত্যাসীদতো রাজন্যকস্য সকোশবাহনস্যাবগ্রহণং করিষ্যামি' ইতি পার্শ্বচরানবেক্ষাঞ্চক্রে।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ--

তৎ—দর্পসারবচনম্, আকর্ণ্য চ—শ্রুত্বা এব, প্রাতরেব--প্রভাতে এব, স চ দুরাত্মা মন্দমতিঃ, কন্যান্তঃপুরদূষকঃ--কুমারীগৃহনির্মার্যাদঃ, রাজভবনদ্বারে—নৃপগৃহপ্রবেশমার্গে, সন্নিধাপয়িতব্যঃ -আনেতব্যঃ। মাতঙ্গপতিঃ -গজশ্রেষ্ঠঃ, চণ্ডপোতশ্চ—চণ্ডপোতাখ্যঃ উচিতকল্পনোপপন্নঃ—বিরচিতবেষেণ সজ্জিতঃ, তত্র এব--রাজগৃহদ্বারে এব, সমুপস্থাপনীয়ঃ। সংরক্ষণীয়ঃ। কৃতবিবাহকৃত্যঃ চ—বিবাহকর্ম সমাপ্য এব, উত্থায়-বিবাহাসনং পরিত্যজ্য, অহম্ এব—স্বয়মেব, তম্ অনার্যশীলং--তং দুশ্চরিতং, তস্য হস্তিনঃ—পূর্বকথিতস্য গজস্য চণ্ডপোতস্য, ক্রীড়নকং কৃত্বা-- ক্রাড়াদ্রব্যং বিধায়, তদ্ অধিরূঢ়ঃ এব—চণ্ডপোতারূঢ় এব, গত্বা, শত্রুসাহায্যকায়—অমিত্রানুকূল্যায়, প্রত্যসীদতঃ আগচ্ছতঃ, রাজন্যকস্য—রাজ্ঞঃ, সকোশবাহনস্য—সম্পদা সহ বাহনস্য, অবগ্রহণং—প্রতিরোধং, করিষ্যামি—বিধাস্যামি, ইতি-- এবম্ উক্তা, পার্শ্বচরান্--পরিজনান্, অবেক্ষাঞ্চক্রে—দদর্শ।

বঙ্গার্থ ঃ--সেইকথা শুনে (আদেশ দিলেন)—'প্রভাতেই রাজবাড়ীর দ্বারে কন্যার অন্তঃপুরের শুচিতাবিনষ্টকারী সেই দুরাত্মাকে উপস্থিত করবে। হস্তিরাজ চণ্ডপোতকেও উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত করে সেখানেই রাখবে। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ করে উঠে আমিই ঐ অনার্যস্বভাবকে হাতীর খেলনায় পরিণত করে, তারই পৃষ্ঠে চেপে গিয়ে শত্রুর সাহায্যের জন্য আগত রাজাদিগকে ধন ও বাহনসহ গ্রহণ করব।' এই কথা বলে অনুচরদের দিকে তাকালেন।

ব্যাকরণ ঃ—

আকর্ণ্য—আ-কর্ণি + ল্যপ্।

রাজভবনদ্বারে = রাজ্ঞঃ ভবনম্ ইতি রাজভবনম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য দ্বারম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। অধিং ৭মী।

দুরাত্মা—দুঃ (দুষ্টঃ) আত্মা অস্য বহু ;।

কন্যান্তঃপুরদূষকঃ—কন্যায়াঃ অন্তঃপুরম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য দূষকঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

সন্নিধাপয়িতব্য—সম্-নি-ধা + ণিচ্ + তব্য।

উচিতকল্পনোপপন্নঃ—উচিতা কল্পনা (কর্মধা)। তয়া উপপন্নঃ (৩য়া তৎ)।

কৃতবিবাহকৃত্যঃ—বিবাহরূপং কৃতাম্ (কর্মধা, শাকপার্থিববৎ)। কৃতং-বিবাহকৃত্যম্ অনেন (বহু)।

তদধিরূঢ়ঃ—তম্ অধিরূঢ়ঃ (সুপ্ সুপা)।

প্রত্যাসীদতঃ—প্রতি-আ-সদ্ + শতৃ। তস্য।

শত্রুসাহায্যকায়=শত্রোঃ সাহায্যকম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মৈ। তাদর্থে ৪র্থী।

সকোশবাহনস্য—কোষাশ্চ বাহনানি চ কোষবাহনানি (দ্বন্দ্ব)। তৈঃ সহ (বহু)।

পার্শ্বচরান্—পার্শ্বয়োঃ চরন্তি (উপপদ তৎ)। তান।

অবেক্ষাঞ্চক্রে—অব-ঈক্ষ + লিট্‌এ।

সংস্কৃত পাঠ :—(১৪)

নিন্যে চাসাবহন্যন্যস্মিন্নুন্মিষত্যেবোষোরাগে রাজপুত্রো রাজাঙ্গনং রক্ষিভিঃ উপতস্থে চ ক্ষরিতগণ্ডশ্চণ্ডপোতঃ। ক্ষণে চ তস্মিন্ মুমুচে তদঙ্ঘ্রিযুগলং রজতশৃঙ্খলয়া। সা চৈনং চন্দ্রলেখাচ্ছবিঃ কাচিদ্ অপ্সরোরূপিণী ভূত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রাঞ্জলির্ব্যজিজ্ঞপৎ 'দেব, দীয়তামনুগ্রহার্দ্রচিত্তম, অহমস্মি সোমরশ্মিসম্ভবা সুরতমঞ্জরী নাম সুরসুন্দরী।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

অন্যস্মিন্ অহনি—(পরেদ্যুঃ), উষোরাগে—প্রভাতলোহিত্যে, উন্মিষতি এব—প্রকাশমানে এব, অসৌ রাজপুত্রঃ—কুমারঃ রাজবাহনঃ, রক্ষিভিঃ—রাজপুরুষৈঃ, রাজাঙ্গনং—প্রাসাদদ্বারং, নিন্যে চ—আনীতশ্চ। ক্ষরিতগণ্ডঃ—স্রবন্মদঃ, চণ্ডপোতঃ উপতস্থে চ—প্রাপ্তশ্চ। তস্মিন্ চ—তস্মিন্ এব ক্ষণে, তদঙ্ঘ্রিযুগলং—রাজবাহনস্য পাদদ্বয়ম্, রজতশৃঙ্খলয়া—রৌপ্যদাম্না, মুমুচে—মুক্তম্। সা চ—রজতশৃঙ্খলা, কাচিৎ চন্দ্রলেখাচ্ছবিঃ—শশিকলাকান্তিঃ, অপ্সরা—সুরনারী, ভূত্বা

এনং—রাজবাহনম্, প্রদক্ষিণীকৃত্য—প্রদক্ষিণক্রিয়য়া প্রণম্য, প্রাঞ্জলিঃ—কৃতাঞ্জলিঃ সতী, ব্যজিজ্ঞপৎ—বিজ্ঞাপয়ামাস, দেব—প্রভো, অনুগ্রহার্দ্রচিত্তম্ -অনুকম্পা কোমলং চেতঃ, দীয়তাং—স্থাপ্যতাম্, মদুক্তৌ ইতি শেষঃ। অহম্ সোম-রশ্মিসম্ভব্যা -চন্দ্রকিরণজাতা, সুরতমঞ্জরী নাম—তদাখ্যা, সুরসুন্দরী অস্মি—অপ্সরা অস্মি।

বঙ্গার্থ :—পরদিন উষার রক্তিমরেখা দেখা দিতে না দিতেই রক্ষীরা রাজপুত্রকে রাজবাড়ীর আঙ্গিনায় উপস্থিত করল। চণ্ডপোতও গণ্ডে মদধার বর্ষণ করতে করতে উপস্থিত হলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজবাহনের পা-দুটি থেকে রৌপ্যশৃঙ্খল খুলে গেল। সেই শৃঙ্খল চন্দ্রকলার মত এক অপ্সরায় পরিণত হয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে করজোড়ে বলল,—'প্রভু, প্রসন্নচিত্তে আমার কথা শুনুন। আমি চন্দ্রাকিরণজাতা (অথবা—সোমরশ্মি নামক গন্ধর্বের কন্যা), আমার নাম সুরতমঞ্জরী।'

ব্যাকরণ ঃ—

নিন্যে —নী + লিট্‌এ

উষোরাগে—উষসঃ রাগঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্—ভাবে ৭মী।

রাজাঙ্গনম্—রাজ্ঞঃ অঙ্গনম্—(৬ষ্ঠী তৎ)। কর্মণি ২য়া।

রক্ষিভিঃ—অনুক্তকর্তারি ৩য়া।

উপতস্থে-উপ—স্থা + লিট্‌এ।

ক্ষরিতগণ্ডঃ—ক্ষরিতৌ গণ্ডৌ তস্য (বহু)।

মুমুচে—মুচ্ + লিট্‌এ।

তদঙ্ঘ্রিযুগলং—যুগং লাতি ইতি যুগলম্ (উপপদ তৎ) অঙ্ঘ্র্যোঃ যুগলম্—অঙ্ঘ্রিযুগলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য অঙ্ঘ্রিযুগলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।

রজতশৃঙ্খলয়া—রজতস্য শৃঙ্খলা (৬ষ্ঠী তৎ), ৩য়া। অনুক্তকর্তরি ৩য়া।

চন্দ্রলেখাচ্ছবিঃ—চন্দ্রস্য লেখা (৬ষ্ঠী তৎ) তস্যাঃ ছবিঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

অপ্সরোরূপিনী—অপ্সরসঃ রূপম (৬ষ্ঠী তৎ) অপ্সরোরূপম্ অস্যা অস্তীতি ইনি + স্ত্রিয়ামীপ্।

অপ্সরা নামকরণের কারণ হলো যে, এই দিব্য রমনীরা সমুদ্রমন্থনের সময় অপ্ অর্থাৎ জল থেকে উৎপন্ন হয়েছিল।

অপ্সু নির্মথনাদেব রসাৎতথাৎবরস্ত্রিয়ঃ।
উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্।

প্রদক্ষিণীকৃত্য—প্রকৃষ্টত্বং দক্ষিণস্য ইতি প্রদক্ষিণম্। প্রদক্ষিণ+চি+ঞ+ল্যপ্ (গতি তৎ)। প্রদক্ষিণ করা মানে যাকে প্রদক্ষিণ করা হবে, তাকে দক্ষিণে অর্থাৎ ডান দিকে রেখে ঘুরতে হয়।

প্রদক্ষিণের লক্ষণ—প্রসার্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ংনম্রশিরঃ পুনঃ। দক্ষিণং দর্শয়ন্‌পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণম্। সকৃৎ ত্রিধা বেষ্টয়েত দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে। স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্বদেবৌঘতুষ্টিদঃ।

প্রাঞ্জলিঃ—প্রকৃতঃ অঞ্জলিঃ অনয়া (বহু)।

ব্যজিজ্ঞপৎ—বি-জ্ঞ+ণিচ্+লুঙ্ তিপ।

দীয়তাম্—দা+লোট্ তাম্ কর্মণি।

সোমরশ্মিসম্ভবা -সোমস্য রশ্মিঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। সোমরশ্মিঃ সম্ভবঃ অস্যাঃ (বহু)।

সুরসুন্দরী—সুরাণাং সুন্দরী (৬ষ্ঠী তৎ)।

সংস্কৃত পাঠঃ—(১৫)

তস্যা মে নভসি নলিনলুব্ধমুগ্ধকলহংসানুবন্ধবক্রায়ান্তন্নিবারণ-ক্ষোভাবিচ্ছিন্নবিগলিতা হারযষ্টির্যদৃচ্ছয়া জাতু হৈমবতে সরসি মন্দোদকে মগ্নোন্মগ্নস্য মহর্ষে র্মার্কণ্ডেয়স্য মস্তকে মণিকিরণদ্বিগুণিতপলিতমপতৎ। পতিতশ্চ কোপিতেন কোঽপি তেন ময়ি শাপঃ—'পাপে ভজস্ব লোহজাতিমজাতচৈতন্যা সতী' ইতি।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

তস্যাঃ সুরসুন্দর্য্যা মে হারযষ্টিঃ—হারলতা, জাতু—কদাচিৎ, যদৃচ্ছয়া—দৈবাৎ, নভসি—আকাশে, বিগলিতা—চ্যুতা, হৈমবতে—হিমালয়ে, সরসি—একস্মিন্ জলাশয়ে, মন্দোদকে—স্বল্পজলে, মগ্নোন্মগ্নস্য—নিমজ্য উত্থিতস্য, মহর্ষেঃ মহামুনেঃ মার্কণ্ডেয়স্য মস্তকে—শিরসি, মণিকিরণদ্বিগুণিতপলিতম্—রত্নপ্রভাবর্দ্ধিতং কেশশৌক্ল্যং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা তথা, অপতৎ—পতিতা। কোপিতেন—

রোষিতেন, তেন—মার্কণ্ডেয়েন, ময়ি—মদুপরি, পাপে—রে দুরাচার, অজ্ঞাত-চৈতন্যা—চেতনারহিতা সতী, লোহজাতিং ধাতুত্ব ; ভজস্ব—প্রতিপদ্যস্ব ইতি কোঽপি-অনির্বচনীয়ঃ, শাপঃ পতিতঃ।

বঙ্গার্থঃ—কোন একদিন আকাশপথে পদ্মলোভী এক মুগ্ধ কলহংস আমার মুখ অনুসরণ করতে থাকলে তাকে বাধা দেওয়ার চাঞ্চল্যবশতঃ আমার হার-ছড়াটি ছিন্ন হল, এবং দৈবক্রমে সেই সময় মহর্ষি মার্কণ্ডেয় হিমালয়ের অল্পজলযুক্ত কোন সরোবরে স্নান করে উঠতেই মণিকিরণে তাঁর কেশের শুভ্রতাকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করে তাঁর মাথায় পতিত হল। আর তিনি রুষ্ট হয়ে আমাকে কঠোর অভিশাপ দিলেন,—'পাপিষ্ঠা, চৈতন্যহীন হয়ে ধাতুতে পরিণত হবি।'

ব্যাকরণঃ—

নভসি—অধিং ৭মী।

হারষষ্ঠি—হারো ষষ্টিরিব—(উপমিত কর্মধা)।

যদৃচ্ছয়া—যা ঋচ্ছা (কর্মধা)।

জাতু—অব্যয়।

হৈমবতে—হিমম্ অস্তি অস্মিন ইতি হিম+মতুপ্। তস্য ইদম্ ইতি হিমবৎ+অন্। তস্মিন্।

মন্দোদকে—মন্দম্ উদকম্ অস্মিন্ ইতি (বহু)। তস্মিন্। অধিং ৭মী।

মগ্নোম্মগ্নস্য—আদৌ মগ্নঃ পশ্চাৎ উম্মগ্নঃ (কর্মধা)।

মহর্ষেঃ—মহান্ ঋষিঃ (কর্মধা)। তস্য।

মণিকিরণদ্বিগুণিতপলিতম—মণীনাং কিরণঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তেন দ্বিগুণং (সুপ্‌সুপা)। তথাবিধং পলিতং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথাতথা (বহু)।

অপতং—পৎ+লঙ্ তিপ্।

পতিতঃ—পৎ+ণিচ্+ক্ত।

শাপঃ—শপ+ঘঞ্ ভাবে। উক্তকর্মণি ১মা।

পাপে—পাপম্ অস্তি অস্যা ইতি পাপা। সম্বোধনে।

ভজস্ব—ভজ+লোট্ স্ব।

লোহজাতিম্—লোহানাং জাতিঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তাম্।

অজাতচৈতন্য—ন জাতম্ অজাতম্ (নঞ্তৎ)। অজাতম্ চৈতন্যম্ অস্যাঃ (বহু)।

সংস্কৃত পাঠঃ—(৬

স পুনঃ প্রসাদ্যমানস্ত্বৎপাদপদ্মদ্বয়স্য মাসদ্বয়মাত্রং সন্দানতামেত্য নিস্তরণীয়ামিমামাপদমপারিক্ষাণশক্তিত্বং চেন্দ্রিয়াণামকল্পয়ৎ। অনল্পেন চ পাপ্মনা রজতশৃঙ্খলীভুতাং মামৈক্ষ্বাকস্য রাজ্ঞো বেগবতঃ পৌত্রঃ পুত্রো মানসবেগস্য বীরশেখরো নাম বিদ্যাধরঃ শঙ্করগিরৌ সমধ্যগমৎ। আত্মসাৎকৃতা চ তেনাহমাসম্।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

সঃ পুনঃ—মুনিঃ মার্কণ্ডেয়স্তু, প্রসাদ্যমানঃ—অনুনীয়মানঃ, ইমাম্ আপদম্—এতৎ কৃচ্ছ্রং, মাসদ্বয়মাত্রং—কেবলং দ্বাবেব মাসৌ, ত্বৎপাদপদ্মদ্বয়স্য—তব চরণ-কমলযুগলস্য সন্দানতাং- বন্ধনদামতাম্, এত্য—প্রাপ্য, নিস্তরণীয়াং—পরিহরণ-যোগ্যাম্, অকল্পয়ৎ—বিদধৌ, ইন্দ্রিয়ানাং—করণানাম্, অপরিক্ষীণশক্তিত্বং—সামর্থ্যাভাবরাহিত্যম্, অকল্পয়ৎ—ব্যাদিদেশ। অনল্পেন চ—মহতা এব, পাপ্মনা—দুরিতেন, রজতশৃঙ্খলীভূতাং—রৌপ্যনিগড়ত্বপ্রাপ্তাং, মাম্, ঐক্ষ্বাকস্য—ইক্ষ্বাকুগোত্রস্য রাজ্ঞঃ, বেগবতঃ তন্নাম্না খ্যাতস্য নৃপস্য পৌত্রঃ—নপ্তা, মানসবেগস্য—তদাখ্যস্য রাজ্ঞঃ, পুত্রঃ—তনয়ঃ বীরশেখরঃ নাম তথা প্রসিদ্ধ, বিদ্যাধরঃ শঙ্করগিরৌ—শিবশৈলে কৈলাসে, সমধ্যগমৎ—প্রাপ্তবান্। তেন চ—বীর-শেখরেণ, অহম্ আত্মসাৎকৃতা—নিজভাগত্বেন গৃহীতা, আসম্—অভবম্।

বঙ্গার্থ ঃ—কিন্তু অনুনয় করাতে তিনি দুমাস মাত্র আপনার পাদপদ্মে শৃঙ্খলরূপে থেকে এই বিপদ থেকে মুক্ত হব এবং আমার ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে—এই ব্যবস্থা করেছিলেন। এই গুরুপাপে রৌপ্যশৃঙ্খলে রূপান্তরিতা আমাকে ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বেগবানের পৌত্র মানসবেগের পুত্র বীরশেখর নামে বিদ্যাধর কৈলাসপর্বতে পেয়েছিলেন। এবং তিনি আমাকে আত্মসাৎ করেছিলেন।

ব্যাকরণ :—

প্রসাদমানঃ—প্র-সদ্ + ণিচ্ + শানচ্ কর্মণি।

ত্বৎপাদপদ্মদ্বয়স্য—পাদৌ পদ্মে ইব পাদপদ্মে (উপমিত কর্মধা)। পাদ-পদ্ময়োঃ দ্বয়ম্ পাদপদ্মদ্বয়ম্। (৬ষ্ঠী তৎ) তব পাদপদ্মদ্বয়ম্ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্য। শেষে ষষ্ঠী।

মাসদ্বয়মাত্রং—মাসয়োঃ দ্বয়ম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। মাসদ্বয়মেব ইতি (নিত্য কর্মধা)।

সন্দানতাম্—সম্-দা + ল্যুট্। ইতি সন্দান + তল + স্ত্রিয়ামাপ্।

এত্য—আ-ই + ল্যপ্।

অপরিক্ষীণশং—ন পরিক্ষীণা—অপরিক্ষীণা (নঞ্ তৎ)। তাদৃশীশক্তিরস্য অপরিক্ষীণশক্তিঃ, তস্য ভাবঃ তৎ।

ইন্দ্রিয়াণাম্—শেষে ষষ্ঠী।

অকল্পয়ৎ—কৢপ্ + ণিচ্ + লঙ্ তিপ্।

অনল্পেন—ন অল্পম্-(নঞ তৎ)। তেন।

রজতশৃঙ্খলীভূতাং—রজতস্য শৃঙ্খলং (৬ষ্ঠী তৎ)। রজতশৃঙ্খল + অভূত-তদ্ভাবে চ্বি + ভূ + ক্ত (গতি তৎ)। তাম্।

বিদ্যাধরঃ—বিদ্ + ক্যপ্ = বিদ্যা। বিদ্যানাং ধরঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

বিদ্যাধরের উৎপত্তি সম্পর্কে অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—

নৈকৈর্যক্ষগণৈর্ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যমপ্সরোগণৈঃ।
তেষামুৎপাদিতান্যোন্যং মহাগন্ধর্বনায়কাঃ।
উৎপাদিকা পুনস্তৈর্যে বিক্রান্তা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
বিদ্যাধরেশ্বরাস্তে তু খেচরাঃ কামচারিণঃ॥

ঐক্ষ্বাকস্য—ইক্ষাকু + অন্ = ঐক্ষ্বাকঃ তস্য।

ইক্ষাকু হলেন সূর্যবংশের রাজা। তিনি ছিলেন বৈবস্বতমনুর পুত্র। ইনি অযোধ্যার প্রথম অধিপতি।

সমধ্যগমৎ—সম্-অধি—গম্ + লুঙ্ তিপ্।

আত্মসাৎ—আত্মসাৎ কৃতা (সুপ্‌সুপা)।

আসম্—অস্ + লঙ্ অম্।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(১৭)

অথাসৌ পিতৃপ্রযুক্তবৈরে প্রবর্তমানে বিদ্যাধরচক্রবর্তিনি বৎসরাজবংশবর্ধনে নরবাহনদত্তে বিরসাশয়স্তদপকারক্ষমোহয়মিতি তপস্যতা দর্পসারেণ সহ সমস্তজ্যত। প্রতিশ্রুতং চ তেন তস্মৈ স্বসূরবন্তিসুন্দর্যাঃ প্রদানম্॥

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

অথ- অনন্তরম্, অসৌ—স বীরশেখরঃ, পিতৃপ্রযুক্তবৈরে—জনকারব্ধকলহে, প্রবর্তমানে—জাগ্রতি সতি, বংশরাজবর্ধনে—উদয়নকুলপ্রদীপে, বিদ্যাধরচক্রবর্তিনি—বিদ্যাধরসার্বভৌমে, নরবাহনদত্তে—তদাখ্যে রাজনি, বিরসাশয়ঃ—কলুষচিত্তঃ। অয়ম্—এষ দর্পসারঃ, তস্য—নরবাহনদত্তস্য, অপকারক্ষমঃ—অহিত করণসমর্থঃ, ইতি—এবং বিচিন্ত্য, তপস্যতা—তপশ্চরতা, দর্পসারেণ সহ সমস্তজ্যত—সমগমৎ। তেন চ দর্পসারেণ, তস্মৈ বীরশেখরায় স্বসুঃ—ভগিন্যাঃ অবন্তিসুন্দর্য্যাঃ, প্রদানং—পাত্রসাৎকরণং, প্রতিশ্রুতম্—প্রতিজ্ঞাতম্।

বঙ্গার্থ ঃ তারপর তিনি পৈতৃকসূত্রে শত্রুতা বিদ্যমান আছে সেই বৎসরাজের বংশধর বিদ্যাধরচক্রবর্তী নরবাহনদত্তের প্রতি কলুষচিত্ত হয়ে তার অপকার করতে সমর্থ ভেবে তপস্যারত দর্পসারের সঙ্গে মিলিত হলেন। আর দর্পসারও তাঁর হাতে নিজভগিনী অবন্তিসুন্দরীকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ব্যাকরণ ঃ—

পিতৃপ্রযুক্তবৈরে—পিত্রা প্রযুক্তম্ (৩য়া তৎ)। তাদৃশং বৈরম্ (কর্মধা)। তস্মিন। ভাবে ৭মী।

প্রবর্তমানে—প্র-বৃৎ + শানচ্। ৭মী ভাবে।

বিদ্যাধরচক্রবর্তিনি—বিদ্যাধরাণাং চক্রম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্ বর্ততে ইতি বিদ্যাধরচক্র + বৃৎ + ণিনি কর্তরি তাচ্ছীল্যে।

চক্রবর্তীর বিশেষ লক্ষণ—

অতিরিক্তৌ করৌ যস্য গ্রথিতাঙ্গুলিকৌ মৃদু।
চাপাঙ্কশাঙ্কিতৌ যস্য চক্রবর্তী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

বৎসরাজবংশবর্ধনে—বৎসানাং রাজা ইতি বৎসরাজঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য বংশঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য বর্ধনঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

বৎসদেশ—বর্তমান এলাহাবাদের নিকটস্থ অঞ্চল। এর রাজধানী কৌশাম্বী, বর্তমান নাম—কোসাম।

নরবাহনদত্তে—অধিকরণে ৭মী।

পুররবার দশম বংশধর কুশুম্ভ এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। বৎসদেশের রাজা ছিলেন উদয়ন। তারই পুত্র নরবাহন দত্ত।

বিরসাশয়ঃ—বিগতঃ রসঃ অস্মাৎ বিরসঃ (বহু)। বিরসঃ আশয়ঃ অস্য (বহু)।

তদপকারক্ষমঃ—তস্য অপকারঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্ ক্ষমঃ (সুপ্ সুপা)।

তপস্যতা—তপস্+ক্যঙ্+শতৃ—তেন।

দর্পসারেণ—সহযোগে ৩য়া।

সমসৃজ্যত—সম্—সৃজ+লঙ্ ত।

তেন—অনুক্তকর্তরি ৩য়া।

তস্মৈ—সম্প্রদানে ৪র্থী।

অবন্তিসুন্দর্যঃ—কৃদ্‌যোগে কর্মণি ষষ্ঠী।

সংস্কৃত পাঠ : (১৮)

অন্যদা তু-বিয়তি ব্যবদায়মান চন্দ্রিকে মনোরথপ্রিয়তমাবন্তি-সুন্দরীং দিদৃক্ষুরবশেন্দ্রিয়স্তদিন্দ্র মন্দিরদ্যুতি কুমারীপুরমুপাসরৎ। অন্তরিতশ্চ তিরস্করিণ্যা বিদ্যয়া স চ তাং তদা ত্বদঙ্কাপাশ্রয়াং সুরতখেদসুপ্তগাত্রীং ত্রিভুবনসর্গযাত্রাসংহারবদ্ধাভিঃ কথাভিরমৃত-স্যন্দিনীভিঃ প্রত্যানীয়মানরাগপুরাং ন্যরূপয়ৎ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

অন্যদা তু—অন্যেদ্যুঃ পুনঃ, বিয়তি—আকাশে, ব্যবদায়মানচন্দ্রিকে—জ্যোৎস্না ধবলীভবতি সতি, অবশেন্দ্রিয়ঃ—শিথিলেন্দ্রিয়ঃ সন্, মনোরথপ্রিয়তমাং—মুখ্যাভিলাষভূতাং, অবন্তীসুন্দরীং, দিদৃক্ষুঃ—দ্রষ্টুকামঃ, ইন্দ্রমন্দিরদ্যুতি—দেবরাজ-

পুরপ্রভং তৎ প্রসিদ্ধং সর্বাতিশায়ি, কুমারীপুরম্—কন্যাভবনম্, উপাসরৎ—অভিযযৌ। তিরস্করিণ্যা প্রচ্ছাদন্যা, বিদ্যয়া জ্ঞানেন, অন্তর্হিতশ্চ—নিগূঢ়ীস্বরূপঃ, স চ—বীরশেখরঃ, তদা—তস্মিনকালে, তাম্—অবন্তিসুন্দরীম্, অমৃতস্যন্দিনীভিঃ—সুধাবর্ষিণীভিঃ, ত্রিভুবনসর্গযাত্রাসংহারসম্বন্ধাভিঃ—ত্রিজগতাং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াশ্রয়াভিঃ কথাভিঃ, প্রত্যানীয়মানরাগ পুরাম্—পুনর্ভবদ্ভাবোচ্ছ্বাসাং, ত্বদঙ্কাপশ্রয়াং—ভবৎ ক্রোড়োপধানাং, ত্বদ্রূপয়ৎ—দদর্শ।

বঙ্গার্থঃ—কিন্তু অন্য একদিন আকাশ জ্যোৎস্নায় শুভ্র হয়ে উঠলে মানসীপ্রিয়া অবন্তীসুন্দরীকে দেখার জন্য শিথিলেন্দ্রিয় তিনি (বীরশেখর) ইন্দ্রমন্দিরের তুল্য দীপ্তিশালী কন্যান্তঃপুরে উপস্থিত হলেন। এবং তিনি তিরস্করিণী বিদ্যায় অদৃশ্য হ'য়ে দেখলেন, ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বিষয়ক অমৃতবাণী শুনে অনুরাগপূর্ণচিত্তে অবন্তিসুন্দরী ক্লান্তভাবে আপনার অঙ্কে শায়িতা।

ব্যাকরণ :—

অন্যদা—অন্যস্মিন্ কালে ইতি দা প্রত্যয়ে স্বার্থে। (অব্যয়)।

বিয়তি—ভাবে ৭মী।

ব্যবদায়মানচন্দ্রিকে—বি-অব-দৈ+শানচ্=ব্যবদায়মানা চন্দ্রিকা আসীৎ যৎ (বহু)।

মনোরথপ্রিয়তমা—মনসো রথাঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তেষাং প্রিয়তমা (৬ষ্ঠী তৎ)।

দিদৃক্ষুঃ=দৃশ্+সন্+উ কর্তরি।

অবশেন্দ্রিয়ঃ—ন বশানি, অবশানি (নঞ তৎ)। অবশানি ইন্দ্রিয়ানি অস্য (বহু)।

তিরস্করিণ্যা—তিরঃ কর্তুং শীলমস্যাঃ। তয়া। করণে ৩য়া।

বিদ্যয়া—করণে ৩য়া।

ত্বদঙ্কপাশ্রয়াং—ত্বদঙ্কঃ অপশ্রয়ঃ অস্যাঃ (বহু)। তাম্।

ত্রিভুবন…বদ্ধাভিঃ—ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ (সমাহারদ্বিগু)। সর্গশ্চ যাত্রাচ সংহারশ্চ—সর্গযাত্রাসংহারাঃ (দ্বন্দ্ব)। ত্রিভুবনস্য সর্গযাত্রা-সংহারাঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তৈঃ সম্বন্ধাঃ (৩য়া তৎ)। তাভিঃ।

অমৃতস্যান্দিনীভিঃ—অবিদ্যমানং মৃতম্ অস্মাৎ—অমৃতম্ (বহু)। অমৃতং সাধুস্যাদয়ন্তি ইতি (উপপদ তৎ)। তাভিঃ।

প্রত্যানীয়মান—প্রতি-আ-নী + শানচ্ কর্মণি।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(১৯)

স তু প্রকুপিতোঽপি ত্বদনুভাবপ্রতিবদ্ধ নিগ্রহান্তরাধ্যবসায়ঃ সমালিঙ্গ্যেতরেতরমত্যন্তসুখসুপ্তয়োর্যুবয়ো দৈবদত্তোৎসাহঃ পাণ্ডু-লোহশৃঙ্খলাত্মনা ময়া পাদপদ্ময়োর্যুগলং তব নিগড়য়িত্বা সরোষরভ-সমপাসরৎ। অবসিতশ্চ মমাদ্য শাপঃ। তচ্চ মাসদ্বয়ং তব পারতন্ত্র্যম্। প্রসীদেদানীম্। কিং তব করণীয়মিতি প্রণিপতন্তীং 'বার্তয়ানয়া মৎপ্রাণসমাং সমাশ্বাসয়' ইতি ব্যাদিশ্য বিসসর্জ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

স তু বীরশেখরঃ প্রকুপিতঃ অপি—সংরুষ্টঃ অপি, ত্বদনুভাব প্রতিবদ্ধ··· বসায়ঃ—তব মহিম্না নিরুদ্ধঃ অন্যদণ্ডস্য চেষ্টা যস্য তাদৃশঃ সন, যুবয়োঃ ইতরেতরম্—পরস্পরং, সমালিঙ্গ্য—আশ্লিষ্য, অত্যন্তসুখসুপ্তয়োঃ—পরমানন্দ-নিদ্রিতয়োঃ, দৈবদত্তোৎসাহঃ—বিধিনা প্রেরিতঃ সন্, তব পাদপদ্মযোঃ—চরণ কমলয়োঃ, যুগলং—দ্বন্দ্বং, পাণ্ডুলোহশৃঙ্খলাত্মন—রজতদাম স্বরূপেন ময়া, নিগড়য়িত্বা—বদ্ধা, সরোষরভসম্—সকোপসত্বরম্, অপাসরৎ—নির্যযৌ। অদ্য—অস্মিন্ অহনি, মম শাপঃ অবসিতশ্চ—অস্তমিত এব। মাসদ্বয়ং—দ্বৌ মাসৌ, তব পারতন্ত্র্যম্ চ—অধীনতা, তৎ স শাপঃ। ইদানীম্—অধুনা, প্রসীদ—প্রসন্নো ভব। তব কিং করণীয়ং—সাধনীয়ং, ময়া তৎ আজ্ঞাপয় ইতি, প্রণিপতন্তীং—বন্দ্যমানং, তাং সুরতমঞ্জরীম্, অনয়া বার্তয়া—এতেন বৃত্তান্তেন. মৎপ্রাণসমাং—মৎজীবিত প্রতিমাম্, অবন্তিসুন্দরীং, সমাশ্বাসয়—প্রবোধয়, ইতি—এবং, ব্যাদিশ্য—আজ্ঞাপ্য, বিসসর্জ—প্রস্থাপয়ামাস।

বঙ্গার্থ ঃ—তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়েও আপনার মহিমায় অন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা করতে না পেরে আপনারা উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে পরমসুখে নিদ্রিত হলে আপনার প্রতিকূল দৈব দ্বারা উৎসাহিত হ'য়েই যেন

রৌপ্যশৃঙ্খলবেশী আমার দ্বারা আপনার চরণপদ্মদুটিকে বেঁধে দিয়ে ক্রোধে দ্রুতবেগে চলে গেলেন। আজ আমার শাপের অবসান হল, সেই শাপটি হল, —দুমাস আপনার অধীনে থাকা। এখন প্রসন্ন হন, বলুন আপনার কি করতে হবে? এই বলে প্রণাম করার পর 'এই সংবাদের দ্বারা আমার প্রাণতুল্য পত্নীকে আশ্বস্ত কর'—এই আদেশ করে বিদায় দিলেন।

ব্যাকরণ ঃ—

ত্বদনুভাব……বসায়ঃ—অন্যো নিগ্রহঃ—নিগ্রহান্তরম্ (নিত্য তৎপুরুষ) তস্য অধ্যবসায়ঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তব অনুভাবঃ ত্বদনুভাবঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তেন প্রতিবদ্ধঃ (৩য়া তৎ)। ত্বদনুভাবপ্রবিদ্ধঃ নিগ্রহান্তরাধ্যবসায় অস্য (বহু)।

অত্যন্তসুখসুপ্তয়োঃ—অতিগতম্ অন্তম্—অত্যন্তম্ (প্রাদি তৎ)। অত্যন্তং সুখম্ (কর্মধা)। অত্যন্তসুখেন সুপ্তৌ (সুপ্ সুপা)। তয়োঃ।

দৈবদত্তোৎসাহঃ—দত্তঃ উৎসাহঃ অস্মৈ-দত্তোৎসাহঃ (বহু)। দৈবেন দত্তোৎসাহঃ (৩য়া তৎ)।

অপসারৎ—অপ-সৃ + লঙ্ তিপ্। মাসদ্বয়ম্—ব্যাপ্ত্যর্থে ২য়া।

প্রণিপতন্তীম্—প্র-নি-পৎ + শতৃস্ত্রিয়াম্ ঙীপ্। তাম্।

বার্তয়া—করণে ৩য়া।

বিসসর্জ—বি-সৃজ + লিট্ ণল্।

সংস্কৃত পাঠ ঃ— ১০)

তস্মিন্নেব ক্ষণান্তরে 'হতো হতশ্চণ্ডবর্মা সিংহবর্মদুহিতুরম্বালিকায়াঃ পাণিস্পর্শরাগপ্রসারিতে বাহুদণ্ড এব বলবদবলম্ব্য রভস সমাকৃষ্য কেনাপি দুষ্করকর্মণা তস্করেণ নখরপ্রহারেণ। রাজমন্দিরোদ্দেশং চ শবশতময়মাপাদয়ন্নচকিতগতিরসৌ বিহরতি' ইতি বাচঃ সমভবন্।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

তস্মিন্ ক্ষণান্তরে এব—কালস্য অবকাশে এব, বাচঃ—শব্দাঃ, সমভবন্—সঞ্জাতাঃ। কাস্তা বাচঃ? দুষ্করকর্মণা—অন্যৈর্দুঃসাধ্যকার্যেন কেনাপি, তস্করেণ—

চৌরেণ চণ্ডবর্মা, সিংহবর্মদুহিতুঃ—অঙ্গরাজস্য কন্যায়াঃ, অম্বালিকায়াঃ, পাণি-স্পর্শরাগপ্রসারিতে—করগ্রহণবিধৌ আদরেণ ব্যায়স্তে, বাহুদণ্ড এব—ভুজদণ্ডে এব, বলবৎ—তরসা, অবলম্ব্য—গৃহীত্বা, সরভসম্ দ্রুতম্, সমাকৃষ্য—অপবাহ্য, নখরপ্রহারেণ—ব্যাঘ্রনখাকৃতিশস্ত্রস্য আঘাতেন, হতঃ হতঃ—মারিতো মারিত এব। অসৌ—স চৌরঃ, রাজমন্দিরোদ্দেশং—রাজগৃহস্য প্রাঙ্গনমিত্যর্থঃ, শবশত-ময়ম্—প্রেতনরাকুলম্, আপাদয়ন্—বিদধৎ, অচকিতগতিঃ—অকুতোভয়সঞ্চারঃ, বিহরতি— বিচরতি ইতি বাচঃ সমভবন্ ইতি শেষঃ।

বঙ্গার্থ :— সেই সময়ের মধ্যেই শব্দ উঠল, 'সিংহবর্মার কন্যা অম্বালিকার পাণিগ্রহণের ইচ্ছায় বাহু প্রসারিত করা মাত্র কোন এক দুঃসাধ্যসাধনকারী চোর সজোরে সেই বাহুদণ্ড ধরে আকর্ষণ করে ব্যাঘ্রনখাস্ত্রের আঘাতে চণ্ডবর্মাকে হত্যা করেছে। আর সেই রাজবাড়ীর প্রাঙ্গন শতশত শবে আকীর্ণ করে নির্ভয়গতিতে বিচরণ করছে।'

ব্যাকরণ :—

ক্ষণান্তরে—ক্ষণস্য অন্তরম্। তস্মিন্। ক্ষণ হলো ৩০ কলার সমষ্টি। একটি কলার পরিমাণ ৮ সেকেণ্ড। অর্থাৎ ক্ষণ হলো ২৪০ সেকেণ্ড বা ৪ মিনিট।

পাণি···। ·পাণেঃ স্পর্শঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্ রাগঃ (সুপ্‌সুপা)। তেন প্রসারিতঃ (সুপ্‌সুপা)।

দুষ্করকর্মণা—দুঃখেন ক্রিয়তে ইতি দুষ্করম্ (দুর্—কৃ+খল্)। অন্য-দুঃসাধ্যং কর্ম অস্য দুষ্করকর্মা (বহু)। তেন।

তস্করেণ তৎ নিন্দত্বেন প্রসিদ্ধঃ কর্ম কর্তুং শীলমস্য ইতি। তদ্+কৃ+অচ্। অনুক্তকর্তরি ৩য়া।

রাজমন্দিরোদ্দেশং—রাজ্ঞঃ মন্দিরম (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য উদ্দেশঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

শবশতময়ম্—শবানাং শতানি (ষষ্ঠী তৎ)। শবশতানি অস্মিন্—শবশত+ময়ট্।

আপাদয়ন্— আ-পদ্+ণিচ্ শতৃ।

অচকিতগতিঃ—ন চকিতা—(নঞ্ তৎ)। অচকিতাগতিরস্য (বহু)।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(২১)

শ্রুত্বা চৈতত্তমেব, মত্তহস্তিনমুদস্তাধোরণো রাজপুত্রোঽধিরুহ্য রংহসোত্তমেন রাজভবনমভ্যবর্তত। স্তম্বেরমরয়াবধূতপত্তিদত্তবর্ত্মা চ প্রবিশ্য বেশ্মাভ্যন্তরমদভ্রাভ্রনির্ঘোষগম্ভীরেণ স্বরেণাভ্যধাৎ—কঃ কঃ স মহাপুরুষঃ যেনৈতস্মান্মুষমাত্রদুষ্করং মহৎকর্মানুষ্ঠিতম্। আগচ্ছতু। ময়া সহেনং মত্তহস্তিনমারোহতু। অভয়ং মদুপকণ্ঠবর্তিনো দেবদানবৈরপি বিগৃহ্ণানস্য' ইতি।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

এতৎ—ইদং, শ্রুত্বা চ—নিশম্য এব, রাজপুত্রঃ—রাজকুমারো রাজবাহনঃ, তমেব করপ্রাপ্তং চণ্ডপোতমেব, মত্তহস্তিন—মত্তগজম্, অধিরুহ্য অধ্যাস্য, উদস্তাধোরণঃ—অপসারিতহস্তিপকঃ, উত্তমেন রংহসা—পরমেন বেগেন, রাজভবনম্—নৃপমন্দিরম্, অভ্যবর্তত—প্রতস্থে। স্তম্বেরমস্য—চণ্ডপোতস্য, রয়েন—বেগেন, অবধূতপত্তিদত্তবর্ত্মা—নিরস্তৈঃ পাদচারিভিঃ রক্ষিভিঃ অনিরুদ্ধমার্গঃ সন্, বেশ্মাভ্যন্তরং—ভবনমধ্যং প্রবিশ্য, অদভ্র অভ্রনির্ঘোষগম্ভীরেণ মেঘধ্বনিরিব মন্দ্রেণ, স্বরেণ—কণ্ঠেণ, অভ্যাধাৎ—অবোচৎ, যেন কেন মানুষমাত্রেণ—প্রাকৃতেন পুরুষেণ, দুষ্করম্—অসাধ্যং, মহৎ কর্মানুষ্ঠিতম্—গুরুকার্যংকৃতম্, স মহাপুরুষঃ—বীরশ্রেষ্ঠঃ কঃ? স আগচ্ছতু—উপসর্পতু, ময়া সহ ইমং মত্তহস্তিনম্ আরোহতু। ততঃ কিম্ ইত্যাহ—মদুপকণ্ঠবর্তিনঃ—মৎসমীপস্থ জনস্য, দেবদানবৈরপি, সুরাসুরৈশ্চ, বিগৃহ্ণানস্য—যুধ্যমানস্য সতঃ অভয়ং ভয়াভাব এব।

বঙ্গার্থ ঃ—একথা শুনেই রাজপুত্র মত্তহস্তীতে আরোহণ করে মাহুতকে সরিয়ে দিয়ে দ্রুতগতিতে রাজপুরীর দিকে গেলেন। হস্তীর বেগে পদাতিক রক্ষীর দল বিক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রবেশপথ মুক্ত করে দিলে, প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে পুঞ্জীভূত মেঘের ধ্বনির মত গম্ভীরস্বরে বললেন,—'কে সেই মহাশক্তিধর পুরুষ, যিনি সাধারণ মানুষের দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন? তিনি আসুন আমার সঙ্গে এই মত্তহস্তীতে আরোহণ করুন। আমার নিকটে থেকে দেবতা-দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও কোনও ভয় নাই।'

ব্যাকরণ :—

উদস্তাধোরণঃ—উদ্-অস্ + ক্ত—উদস্তঃ আধোরণঃ (মাহুত) অনেন (বহু)।

রংহসা—করণে ৩য়া।

অভ্যবর্তত—অভি—বৃৎ + লঙ্ ত।

স্তম্বে…। স্তম্বে রমতে ইতি স্তম্বেরম (উপপদ তৎ)। তস্য রয়ঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তেন অবধূতাঃ (৩য়া তৎ) তাদৃশাঃ পত্তয়ঃ (কর্মধা)। তৈঃ দত্তম্ (৩য়া তৎ)। স্তম্বেরমরয়াবধূতপত্তিদত্তং বর্ত্ম অস্মৈ (বহু)।

অদভ্রাভ্রনির্ঘোষগম্ভীরেণ—অদভ্রম্ অভ্রম্ (কর্মধা)। তস্য নির্ঘোষঃ (ষষ্ঠী তৎ); স ইব গম্ভীরঃ (উপমান কর্মধা), তেন।

মানুষমাত্রদুষ্করম্—মানুষ এব ইতি মানুষমাত্রম্ (নিত্য তৎ); তেন দুষ্করম্ (৩য়া তৎ)।

অভয়ম্—বিভেতি অস্মাৎ ইতি ভয়ম্। তস্য অভাবঃ (অব্যয়ীভাব)।

দেবদানবৈঃ—দেবাশ্চ দানবাশ্চ (দ্বন্দ্ব)। তৈঃ। সহার্থে ৩য়া।

বিগৃহ্লানস্য—বি—গ্রহ + শানচ্। তস্য।

সংস্কৃত পাঠ :—(১২

নিশম্যৈবং স পুমানুপোঢ়হর্ষো নির্গত্য কৃতাঞ্জলিরাক্রম্য সংজ্ঞসঙ্কুচিতং কুঞ্জরগাত্রমসক্তমধ্যরুক্ষৎ। আরোহন্তমেবৈনং নির্বর্ণ্য হর্ষোৎফুল্লদৃষ্টিঃ 'অয়ে প্রিয়সখোঽয়মপহারবর্মৈব ইতি পশ্চান্নিষীদতোঽস্য বাহুদণ্ডযুগলমুভয়ভুজমূল প্রবেশিতমগ্রেঽবলম্ব্য স্বমঙ্গমালিঙ্গয়ামাস।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

এবম্—ইত্থম্ বাক্যং, নিশম্য—শ্রুত্বা, স পুমান্—অসৌ চণ্ডবর্মণো নিহন্তা পুরুষঃ, কৃতাঞ্জলিঃ—বদ্ধকরপুটঃ, নির্গত্য—বহিরাগত্য, সংজ্ঞসঙ্কুচিতং—কুমারবাক্যেন সংক্ষিপ্তং, কুঞ্জরগাত্রং—গজশরীরম্, আক্রম্য—অবলম্ব্য, অসক্তম্—অবিলম্বিতং, অধ্যরুক্ষৎ—আরুরোহ। কুমারঃ আরোহন্তম্ এব—আরোহণপ্রবৃত্তমেব এনং পুরুষং, নির্বর্ণ্য—নিরূপ্য, হর্ষোৎফুল্লদৃষ্টিঃ—আনন্দেন বিকসিতাক্ষঃ

সন্, অয়ে—অহো সুখম্! অয়ং প্রিয়সখঃ প্রিয়মিত্রম্ অপহারবর্ম এব ন চ কশ্চিৎ তস্করঃ ইতি এতদুক্ত্বা পশ্চাৎ পৃষ্ঠভাগে নিষীদতঃ উপবিশতঃ উভয়ভুজ-মূলপ্রবেশিতম্—নিজবাহুদ্বয়স্য কক্ষেন কারিতপ্রবেশম্ অস্য অপহারবর্মণঃ বাহুদণ্ডযুগলং—ভুজস্তম্ভদ্বয়ম্, অগ্রে—সম্মুখে বক্ষসি, অবলম্ব্য—ধৃত্বা, স্বম্ অঙ্গম্—নিজ গাত্রম্, আলিঙ্গয়ামাস—সমাশ্লেষিতবান্।

শব্দার্থঃ—এইরকম কথা শুনে সেই ব্যক্তি আনন্দিত হয়ে করজোড়ে বাইরে এসে হস্তসঙ্কেতে সঙ্কুচিত হস্তিগাত্রে পাদক্ষেপ করে তৎক্ষণাৎ হস্তীতে আরোহণ করলেন। আরোহণকারী এই ব্যক্তিকে দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে রাজবাহন 'একি! এ যে প্রিয় বন্ধু অপহারবর্মা'—এই বলে তার পিছনে বসতে প্রবৃত্ত মিত্রের বাহুদুটি নিজের কক্ষতলে প্রবেশ করিয়ে সম্মুখে ধরে নিজ অঙ্গে আলিঙ্গন করলেন।

ব্যাকরণঃ—

নিশম্য—নি-শম্+ল্যপ্।

সংজ্ঞসঙ্কুচিতং—সংজ্ঞয়া সঙ্কুচিতম্ (৩য়া তৎ)।

কুঞ্জরগাত্রম্—কুঞ্জ (হনু), কুঞ্জৌ অস্য স্তঃ প্রশস্তৌ ইতি কুঞ্জরঃ। তস্য গাত্রম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।

অধ্যারুক্ষৎ অধি-রুহ্+লুঙ্ তিপ্।

নির্বর্ণ্য নির্-বর্ণি+ল্যপ্।

হর্ষোৎফুল্লদৃষ্টিঃ—হৃষ্যতি অনেন ইতি হর্ষঃ। হর্ষেণ উৎফুল্লা—হর্ষোৎফুল্লা (৩য়া তৎ) তাদৃশী দৃষ্টিরস্য (বহু)।

প্রিয়সখঃ—প্রিয়ঃ সখা (কর্মধা) 'রাজাহঃ'—ইত্যাদি সূত্রে সমাসান্ত প্রত্যয়ে প্রিয়সখঃ।

উভয়ভুজমূলপ্রবেশিতম্—উভৌ ভুজৌ উভয়ভুজৌ—কর্মধা। তয়োঃ মূলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। উভয়ভুজমূলং প্রবেশিতম্ (সুপ্‌সুপা)।

সংস্কৃত পাঠঃ-(২৩)

স্বয়ং চ পৃষ্ঠতো বলিতাভ্যাং ভুজাভ্যাং পর্যবেষ্টয়ৎ। তৎক্ষণো-পসংহৃতা-লিঙ্গনব্যতিকরশ্চাপহারবর্মা চাপচক্রকণপকর্পণপ্রাসপট্টি-

শমুসলতোমরাদি প্রহরণজাতমুপযুঞ্জানান্বলাবলিপ্তান্ প্রতিবল-বীরান্ বহুপ্রকারাযোধিনঃ ক্ষিতৌ বিচিক্ষেপ। ক্ষণেন চাদ্রাক্ষীত্তদপি সৈন্যমন্যেন সমন্ততোঽভিমুখমভিধাবতা বলনিকায়েন পরিক্ষিপ্তম্।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

স্বয়ং চ—আত্মনা অপি, পৃষ্ঠতঃ—পশ্চাৎ, বলিতাভ্যাং—বক্রীকৃতাভ্যাং, ভুজাভ্যাং—বাহুভ্যাং, পর্যবেষ্টয়ৎ --অপহারবর্মাণং সমাশ্লিষৎ। অপহারবর্মা চ—স পুনঃ বলাবলিপ্তান্—বলগর্বিতান্, বহুপ্রকারযোধিনঃ--অসিগদাদিভিন্ন-প্রকাব যুদ্ধকুশলান্ অতএব অভ্যাসানুগুণং, চাপং--ধনুঃ, চক্রং--তথা প্রসিদ্ধম্ অস্ত্রং, কণপঃ--ঋজুলোহদণ্ডবিশেষঃ, কর্পণঃ বক্রাগ্রঃ লোহশলাকাভেদঃ, প্রাসঃ —কুন্তঃ, দন্তরপার্শ্বো, লোহফলকভেদঃ, পট্টিশঃ—স্ফারমুখঃ লোহাস্ত্রবিশেষঃ, মুষলঃ —মুদগরঃ, তোমরঃ—অস্ত্রভেদঃ, ইত্যাদিপ্রহরণজাতম্--অস্ত্রসমূহম্, উপযুঞ্জানান্ —আদদতঃ, কশ্চিৎ চাপম্ —অপরশ্চক্রম, ইত্যেবম্ অস্ত্রাণি গৃহ্নতঃ পরিক্ষিপতঃ গজং তং বেষ্টমানান, প্রতিবলবীরান্--বিপক্ষভটান্, ক্ষিতৌ বিচিক্ষেপ—হত্বা ভুবি পাতয়ামাস। ক্ষণেন -ক্ষণমাত্রেণ, তৎ সৈন্যমপি প্রতিবলঞ্চ সমন্ততঃ-- সর্বাভ্যো দিগ্‌ভ্যঃ অভিমুখম্ একলক্ষ্যেণ, অভিধাবতা--আপততা, অন্যেন— অপরেণ, বলনিকায়েন—সন্যসমূহেন, পরিক্ষিপ্তম্--পরিগতম্, অদ্রাক্ষীৎ চ দদর্শ অপি।

বঙ্গার্থ ঃ--আর নিজে পিঠের দিকে বাঁকাভাবে চালিত বাহু দিয়ে তাঁকে বেষ্টন করলেন। অপহারবর্মা সেই মুহূর্তেই আলিঙ্গনে বিরত হয়ে বলগর্বিত বহুপ্রকার অস্ত্রযুদ্ধে নিপুণ প্রতিপক্ষবীরদিগকে ধনু, চক্র, কণপ, কর্পন, প্রাস, পট্টিশ, মুষল, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ নিয়ে আক্রমণোদ্যত দেখে তাদের মেরে ভূতলে নিক্ষেপ করলেন। আব পরমুহূর্তেই দেখলেন, বিপক্ষ সৈন্যদলকে চারদিক থেকে অভিমুখে ধাবমান অন্য এক সৈন্যদল বেষ্টন করে ফেলেছে।

ব্যাকরণ ঃ—

তৎক্ষণোপসংহৃতালিঙ্গনব্যতিকরঃ—আলিঙ্গনয়োঃ ব্যতিকরঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। সঃ ক্ষণঃ তৎক্ষণঃ (কর্মধা) তস্মিন্ উপসংহৃতাঃ—(সুপ্ সুপা)। তৎক্ষণো-পসংহৃতঃ আলিঙ্গনব্যতিকরঃ অনেন (বহু)।

চাপ···প্রহরণজাতম্ প্রহরণানাং জাতম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। চাপশ্চ চক্রঞ্চ কণপশ্চ কর্পণশ্চ প্রাসশ্চ পট্টিশশ্চ মুষলঞ্চ তোমরশ্চ—চাপচক্রকণপকর্পণপ্রাস-পট্টিশমুষলতোমরাঃ (দ্বন্দ্ব)। তে আদৌ তস্য (বহু)। তাদৃশং প্রহরণজাতম্ — কর্মধা)।

চাপ—ধনুক। কণপ—লৌহনির্মিত মুদগর।

কর্পণ—লোহার তৈরী একরকম অস্ত্র, যার ডগাতে কাঁটার মত থাকে।

প্রাস—বর্শা, ভল্ল প্রভৃতি ক্ষেপণাস্ত্র।

পট্টিশ—দুদিক ধারালো এমন দীর্ঘ তরবারি।

মুষল—গদা। তোমর—বল্লম বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার তীর।

বহুপ্রকারাযোধিনঃ—বহবঃ প্রকারাঃ (কর্মধা): বহুপ্রাকারৈঃ যুধ্যন্তে ইতি (উপপদ তৎ)। তান্।

ক্ষিতৌ—ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি অস্যাম্ ইতি ক্ষি + ক্তিন। অধিকরণে ৭মী।

ক্ষণেন—অপবর্গে ৩য়া।

বলনিকায়েন—বলানাং নিকায়ঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তেন। অনুক্তকর্তরি ৩য়া।

পরিক্ষিপ্তম্—পরি-ক্ষিপ্ + ক্ত।

সংস্কৃত পাঠঃ—(১৪)

অনন্তরং চ কশ্চিৎকর্ণিকারগৌরঃ কুরুবিন্দসবর্ণকুন্তল কমল-কোমলপাণিপাদঃ কর্ণচুম্বিদুগ্ধধবলস্নিগ্ধনীললোচনঃ কটিতটনিবিষ্ট-রত্নখরঃ পট্টনিবসনঃ কৃশাকৃশোদরোরঃস্থলঃ কৃতহস্ততয়া রিপুকুল-মিষুবর্ষেণাভিবর্ষন্ পাদাঙ্গুনিষ্ঠুরাবঘৃষ্টকর্ণমূলেন প্রজবিনা গজেন সংনিকৃষ্য পূর্বোপদেশপ্রত্যয়াৎ 'অয়মেব স দেবো রাজবাহনঃ' ইতি প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্যাপহারবর্মণি নিবিষ্টদৃষ্টিরাচষ্ট—'ত্বদাদিষ্টেন মার্গেণ সন্নিপাতিতমেতদঙ্গরাজসাহায্যদানায়োপস্থিতং রাজকম্।

সংস্কৃত প্রতিশব্দঃ—

অনন্তরং চ—অবিলম্বিতম্ এব, কর্ণিকারগৌরঃ—কর্ণিকারকুসুমমিব শুভ্রঃ, কুরুবিন্দসবর্ণকুন্তলঃ—কৃষ্ণবর্ণেন পুষ্পবিশেষেণ সপ্রভাঃ কুন্তলাঃ যস্য তাদৃশঃ,

কমলকোমলপাণিপাদঃ—পদ্মমিব সুকুমারং করচরণতলং যস্য তাদৃশঃ, কর্ণচুম্বিনী —শ্রবণান্তায়নে, দুগ্ধধবলে—পয়ঃশুভ্রে, স্নিগ্ধনীলে—কমনীয়কৃষ্ণে, লোচনে—চক্ষুষী যস্য তাদৃশঃ, কটিতটে—প্রশস্তায়াং কট্যাং, নিবিষ্টঃ—স্থাপিতঃ, রত্নখরঃ —রত্নখচিতনখায়ুধং যস্য তাদৃশ, পট্টনিবসনঃ—দুকূলবাসাঃ, কৃশাকৃশোদরোরঃ-স্থলঃ—ক্ষীণাক্ষীণকটিবক্ষাঃ, কশ্চিৎ—কোঽপি, পুরুষঃ, কৃতহস্ততয়া—সিদ্ধিহস্ততয়া, নৈপুণ্যেন ইত্যর্থঃ। রিপুকুল অরিবর্গম্, ইষুবর্ষেণ—শরবৃষ্ট্যা, অভিবর্ষন্ —স্নপয়ন্, পাদাঙ্গুষ্ঠনিষ্ঠুরাবঘৃষ্টকর্ণমূলেন—পাদাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নির্দয়বিমর্দিতে শ্রবণ-প্রান্তৌ যস্য তাদৃশেন, প্রজাবিনা—বেগবতা, গজেন—করিণা, সন্নিকৃষ্য—সন্নিহিতো ভূত্বা, অয়মেব স দেবো রাজবাহনঃ—পুরোবর্তী অসৌ এব স্বামী রাজ-বাহনঃ, ইতি—এতৎ, পূর্বোপদেশেন—প্রাক্প্রদত্তেন পরিচয়েন উৎপন্নো যঃ, প্রত্যয়ঃ—অভিজ্ঞা, তস্মাৎ, প্রাঞ্জলিঃ—বদ্ধকরপুটঃ সন্, প্রণম্য—অভিবাদ্য, অপহারবর্মণি নিবদ্ধদৃষ্টিঃ বদ্ধনেত্রঃ সন্, আচষ্ট—উবাচ, ত্বদাদিষ্টেন—ত্বয়া উপদিষ্টেন, মার্গেণ—বিধিনা, পথা বা অঙ্গরাজস্য সাহায্যদানায়, সন্নিপাতিতম্ —সমানীতম্ এতং পুরোবর্তিনং রাজকং—রাজমণ্ডলম্, উপস্থিতম্—সমীপে তিষ্ঠতীতি ভাবঃ।

বঙ্গার্থঃ—তারপর স্থলপদ্মের মত গৌরবর্ণ, কুরুবিন্দের মত কৃষ্ণবর্ণ কেশে শোভিত, তাঁর পদ্মের মত কোমল হস্ততল ও পদতল, কর্ণের প্রান্তভাগস্পৃষ্ট দুগ্ধধবল ও কোমলনীল নেত্রদ্বয়ে মনোহর, কটিতটে নিবদ্ধ আছে রত্নখচিত নখ-রাস্ত্র, পট্টবস্ত্র পরিহিত, ক্ষীণমধ্য ও বিশাল বক্ষোবিশিষ্ট কোনও এক পুরুষ শস্ত্রনৈপুণ্যে শরবর্ষণে শত্রুকুলকে অভিভূত করতে করতে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বেগবান হস্তীর কর্ণমূলে নিষ্ঠুরভাবে ঘর্ষণ করে রাজবাহনের নিকট এসে পূর্বের উপদেশ অনুসারে 'ইনিই সেই প্রভু রাজবাহন' এই বিশ্বাসে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম জানিয়ে অপহারবর্মার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন,—আপনার আদেশ অনুসারে একত্র আনীত এই রাজমণ্ডল অঙ্গরাজকে সাহায্যদানের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

ব্যাকরণঃ—

কুরুবিন্দসবর্ণকুন্তলঃ—সমানঃ বর্ণঃ অস্য সবর্ণ, (বহু)। কুরুবিন্দেন সবর্ণঃ (সুপ্ সুপা)। তাদৃশাঃ কুন্তলা অস্য (বহু)।

কমলকোমলপাণিপাদঃ---পাণিশ্চ পাদশ্চ পাণিপাদম্, (দ্বন্দ্ব)। কমলমিব-কোমলং (উপমান কর্মধা) তাদৃশং পাণিপাদম্ অস্য (বহু)।

কর্ণচুম্বি ··স্নিগ্ধশ্চ। নীলশ্চ স্নিগ্ধনীলঃ, (কর্মধা)। কর্ণৌ চুম্বিতং শীলমনয়োঃ কর্ণচুম্বিনী (উপপদ তৎ)। দুগ্ধমিব ধবলে দুগ্ধধবলে (উপমান কর্মধা)। কর্ণচুম্বিনী দুগ্ধধবলে স্নিগ্ধনীলে লোচনে অস্য (বহু)।

কটিতট···। রত্নখচিতো নখরঃ রত্ননখঃ কর্মধা)। কটিতটে নিবিষ্টঃ কটিতট-নিবিষ্ট (সুপ্‌সুপা) তাদৃশো রত্ননখঃ অস্য (বহু)।

পাদাঙ্গুষ্ঠ···। কর্ণয়োঃ মূলে কর্ণমূলে (৬ষ্ঠী তৎ)। নিষ্ঠুরং যথাতথা অবঘৃষ্টে সুপ্‌সুপা)। পাদয়োঃ অঙ্গুষ্ঠৌ (৬ষ্ঠী তৎ)। তাভ্যাং নিষ্ঠুরাবঘৃষ্টে (৩য়া তৎ)। তাদৃশৌ কর্ণমূলে অস্য পাদাঙ্গুষ্ঠ নিষ্ঠুরাবঘৃষ্ট কর্ণমূলঃ বহু)। তেন।

অঙ্গরাজায় তাদর্থ্যে ৪র্থী।

সংস্কৃত পাঠ :—(২৫)

অরিবলং চ বিহতবিধ্বস্তং স্ত্রীবালহার্যশস্ত্রং বর্ততে। কিমন্যং কৃত্যম্ ইতি। হৃষ্টস্তু ব্যাজহারাপহারবর্মা--'দেব দৃষ্টিদানেনানুগৃহ্য-তাময়মাজ্ঞাকরঃ।' সোহয়মহমেবামুনা রূপেণ ধনমিত্রাখ্যয়া চান্তরিতো মন্তব্যঃ। স এবায়ং নির্গময্যবন্ধনাদঙ্গরাজমপবর্জিতং চ কোশবাহনমেকীকৃত্যাস্মদগৃহ্যেণামুনা সহ রাজন্যকৈনৈকান্তে সুখোপবিষ্টমিহ দেবমুপতিষ্ঠতু যদি ন দোষঃ ইতি।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

অরিবলং চ--শত্রুসৈন্যমপি, বিহতং—নাশিতম্, বিধ্বস্তং—বিদ্রাবিতং, স্ত্রী-বালহার্যশস্ত্রং—অবলাশিশুভিঃ, আচ্ছেদ্যায়ুধং, বর্ততে—তিষ্ঠতি। অন্যৎ—অপরং, কিং কৃত্যম্—করণীয়ং বো ময়া—ইতি এতৎ আচষ্ট ইতি। হৃষ্ট—মুদিতঃ, অপহারবর্মা তু পুনঃ, ব্যাজহার--উবাচ। দেব—স্বামিন্, অয়ম্—আজ্ঞাকরঃ এব ভৃত্যঃ, দৃষ্টিদানেন—নেত্রপাতেন, অনুগৃহতাম্—আপ্যায়তাম্, অয়ম্—এষজনঃ, অমুনা রূপেন—এতয়া মূর্ত্যা, ধনমিত্রাখ্যয়া চ ধনমিত্র ইতি নাম্না

অপি অন্তরিতঃ কৃতব্যবধান, আজ্ঞাকরত্বেন অজ্ঞাত ইত্যর্থঃ, স এব আজ্ঞাকর এব মন্তব্যঃ--বেদিতব্যঃ। যদি ন দোষঃ হানিঃ যদি ভবান্ দোষং ন মন্যতে তদা ইহ—অস্মিন্ দেশে, একান্তে—বিজনে, সুখোপবিষ্টং—সুখাসীনং দেবং—স্বামিনং ভবন্তং স অসৌ ভবতো ভৃত্যো ধনমিত্রঃ এব অয়ম্ এষ জনঃ স্বয়ম্ অঙ্গরাজং বন্ধনাৎ কারায়া, নির্গময্য--মোচয়িত্বা, অপবর্জিত—অঙ্গরাজেন ত্যক্তং, কোষং—দ্রব্যজাতং বাহনং –গবাশ্বম্ তকীকৃত্য চ সমাহৃত্য, অস্মদ্-গৃহ্যেন --অস্মৎপক্ষেণ, অমুনা—এতেন, পুরোবর্তিনা রাজন্যকেন সহ সার্ধম্, উপতিষ্ঠতু—সমীপস্থো ভবতু।

বঙ্গার্থঃ—শত্রুসৈন্য এমনভাবে নিহত ও বিধ্বস্ত হ'য়েছে যে, স্ত্রীলোক ও বালকেরাও তাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে পারে। এখন আর কি করণীয় আছে? অপহারবর্মা আনন্দিত হয়ে কুমার রাজবাহনকে বললেন,—'প্রভু, এই সেবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অনুগৃহীত করুন।' এই ব্যক্তির নাম ধনমিত্র, একে আমার মতই মনে করবেন—কেবল নামেই যা পার্থক্য। এ আজই অঙ্গরাজকে কারাগার থেকে মুক্ত করে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাঁর সৈন্য, বাহন ও ভাণ্ডার একত্র করে, আমাদের পক্ষের এই রাজন্যবৃন্দের সঙ্গে এসে নির্জনস্থানে সুখে উপবিষ্ট আপনার সেবা করুক, যদি এতে কোন দোষ না মনে করেন।

ব্যাকরণঃ—

অরিবলম্—অরেঃ বলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।

বিহতবিধ্বস্তং –বিহতঞ্চ তৎ বিধবস্তঞ্চ (কর্মধা)।

স্ত্রীবালহার্যশস্ত্রং—স্ত্রিয়শ্চ বালাশ্চ স্ত্রীবালাঃ (দ্বন্দ্ব)। তৈঃ হার্যং (৩য়া তৎ)। তাদৃশং শস্ত্রমস্য (বহু)।

দৃষ্টিদানেন—দৃষ্টেঃ দানম্ (৬ষ্ঠী তৎ) তেন। করণে ৩য়া।

ধনমিত্রাখ্যয়া—ধনমিত্ররূপা আখ্যা (কর্মধা—শাকপার্থিববৎ)। তয়া। করণে হেতৌ বা ৩য়া।

বন্ধনাৎ—বধ্যতে অস্মিন্ ইতি বন্ধনম্। তস্মাৎ। অপাদানে ৫মী।

রাজন্যকেন—সহযোগে ৩য়া।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(২৬)

দেবোঽপি যথা তে রোচতে ইতি তমাভাষ্য গত্বা চ তন্নির্দিষ্টেন মার্গেন নগরাদ্বহিরতিমহতো রোহিণীদ্রুমস্য কস্যচিৎক্ষৌমাবদাত-সৈকতে গঙ্গাতরঙ্গ পবনপাতশীতলে দ্বিরদাদবততার। প্রথমসম-বতীর্ণেনাপহারবর্মণা চ স্বহস্তসত্বরসমীকৃতে মাতঙ্গ ইব ভাগীরথী-পুলিনমণ্ডলে সুখং নিষসাদ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

দেবঃ অপি—স্বামী চ রাজবাহনঃ তম্, অপহারবর্মাণং যথা তে—যাদৃশং তুভ্যং, রোচতে—রুচিকরং ভবতি তথা কুরু ইতি আভাষ্য—এতদুক্ত্বা, তন্নির্দিষ্টেন—অপহারবর্মণা প্রদর্শিতেন, মার্গেন—পথা, নাগরাদ্ বহিঃ—পুরোপ-কণ্ঠে, গত্বা চ, অতিমহতঃ—বিশালস্য কস্যচিৎ, রোহিণীদ্রুমস্য বটবৃক্ষস্য, ক্ষৌমং—পট্টবসনমিব, অবদাতং—শুভ্রং, সৈকতং—পুলিনং যস্মিন্, তাদৃশে, গঙ্গাতরঙ্গপবনপাতশীতলে—জাহ্নবীতরঙ্গানাং বায়ুপ্রবাহশীতলে, তলে—অধঃ দ্বিরদাৎ হস্তিনঃ, অবততার—অবরুরোহ। প্রথমং কুমারাৎ প্রাগেব, সম-বতীর্ণেন—অবরূঢ়েণ, অপহারবর্মণাণ, স্বহস্তেন—স্বকায়েন বাহুনা, সত্বরং—ঝটিতি, সমীকৃতে—সমতলতাংনীতে, ভাগীরথীপুলিনমণ্ডলে—গঙ্গায়াঃ সৈকত-ভূমৌ, মাতঙ্গ ইব যথা ইতঃ প্রাক্ক্ষণে গজে তথৈব সুখং নিষসাদ চ—উপবিবেশ অপি।

বঙ্গার্থ ঃ—প্রভুও তাঁকে 'তোমার যা অভিরুচি'—এই বলে তাঁর দেখান পথে গিয়ে নগরের বাইরে অতি বিশাল এক বটবৃক্ষের পট্টবসনশুভ্র বালুকা-শোভিত এবং গঙ্গাতরঙ্গের বায়ুপ্রবাহে শীতল তলদেশে হাতী থেকে নামলেন। প্রথমেই অপহারবর্মা নেমে সেই গঙ্গার সৈকত ভূমিটিকে নিজের হাতে সমান করে দিলেন এবং কুমার সেখানে হাতীর পিঠে যেমন সুখে বসেছিলেন, সেভাবেই সুখে বসলেন।

ব্যাকরণ ঃ—

তে—'রুচ্যর্থানাং প্রীয়মানঃ' সূত্রানুসারে সম্প্রদানে ৪র্থী।

নির্দিষ্টেন —নির + দিশ্ + ক্ত কর্মণি। তেন।

মার্গেণ —করণে ৩য়া।

নগরাৎ—বহির্যোগে ৫মী।

অতিমহতঃ—অতিশয়েন মহান, (প্রাদি তৎ)। তস্য।

ক্ষৌমাবদাতসৈকতে —ক্ষৌমমিব অবদাতম্—(উপমান কর্মধা)। ক্ষৌমাবদাতং সৈকতম্—অস্মিন্ (বহু)। তস্মিন্।

গঙ্গা…। শীতং লাতি ইতি শীতলম্ (উপপদ তৎ)। গঙ্গায়াঃ তরঙ্গঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য পবনঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য পাতঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তেন শীতলম্ (৩য়া তৎ)। তস্মিন্।

দ্বিরদাৎ—দ্বৌ রদৌ অস্য দ্বিরদঃ (বহু)। তস্মাৎ। অপাদানে ৫মী।

অবততার - অব-তৃ + লিট্ ণল্।

অপহারবর্মণা—অনুক্তকর্তরি—৩য়া।

স্বহস্ত…। স্বস্য হস্তঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। ত্বরয়া সহ সত্বরম্ (বহু)। অসমং সমং কৃতম্ ইতি (গতি তৎ)। সত্বরং যথা তথা সমাকৃতম্ (সুপ্‌সুপা)। স্বহস্তেন সত্বর সমাকৃতম্—(৩য়া তৎ)। তস্মিন্।

ভাগীরথীপুলিনমণ্ডলে—ভাগীরথ্যাঃ পুলিনম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য মণ্ডলম্ (একদেশী তৎ) তস্মিন্। অধিকরণে ৭মী।

নিষসাদ—নি-সদ্ + লিট্ ণল্।

সংস্কৃত পাঠ ঃ—(৭)

তথা নিষণ্ণং চ তমুপহারবর্মার্থপালপ্রমতিমিত্রগুপ্তমন্ত্রগুপ্তবিশ্রুতৈর্মৈথিলেন চ প্রহারবর্মণা, কাশীভর্ত্রা চ কামপালেন, চম্পেশ্বরেণ সিংহবর্মণা সহোপাগত্য ধনমিত্রঃ প্রণিপপাত। দেবোঽপি হর্ষাবিষ্কমভ্যুত্থিতঃ 'কথং সমস্ত এষ মিত্রগণঃ সমাগতঃ কো নামায়মভ্যুদয়ঃ' ইতি কৃতযথোচিতোপচারান্নির্ভরতরং পরিরেভে।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

তথা তেন প্রকারেণ, নিষণ্ণঞ্চ—উপবিষ্টঞ্চ, উপহারবর্মণা, অর্থপালেন, প্রমতিনা, মিত্রগুপ্তেন, মন্ত্রগুপ্তেন বিশ্রুতেন, মৈথিলেন—মিথিলাধিপেন প্রহারবর্মণা চ,

কাশীভর্ত্রা কাশীরাজেন কামপালেন চ, চম্পেশ্বরেণ চ—চম্পাপতিনা সিংহবর্মণা চ সহ উপাগত্য—অভ্যেত্য ধনমিত্রঃ প্রণিপপাত—সাষ্টাঙ্গং নমশ্চক্রে। দেবঃ অপি-স্বামী রাজবাহনশ্চ, কথম্—আশ্চর্যম্, এষঃ—অয়ং, মিত্রগণঃ—সুহৃদ্বর্গঃ, সমস্তঃ—অশেষঃ, সমাগতঃ—উপস্থিতঃ, অয়ম্—এষঃ, কো নাম—অনির্বচনীয়ঃ, অভ্যুদয়ঃ—ভাগ্যোপচয়ঃ, ইতি—এতদুক্ত্বা, হর্ষস্য—আনন্দস্য, আবিদ্ধম্—আবেধঃ, অভ্যুত্থিতঃ—ত্যক্তাসনঃ সন্, কৃতঃ—অনুষ্ঠিতঃ, যথোচিতম্—বিধি-প্রযুক্তঃ, উপচারঃ—রাজদর্শনসৎকারঃ, তৈ—তান্, নির্ভরতরং—দৃঢ়ং, পরিরেভে—আলিলিঙ্গ।

বঙ্গার্থঃ—রাজবাহন এভাবে উপবেশন করলে, উপহারবর্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত, মিথিলাধিপতি প্রহারবর্মা, কাশীরাজ কামপাল ও চম্পেশ্বর সিংহবর্মার সঙ্গে এসে ধনমিত্র তাঁকে প্রণাম করলেন। প্রভু রাজবাহনও আনন্দে অভিভূত হ'য়ে আসন ছেড়ে উঠে এবং বন্ধুদের দ্বারা যথোচিত সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে 'মিত্রগণ সকলেই উপস্থিত হয়েছেন! একি ভাগ্য!' এই বলে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন।

ব্যাকরণঃ—

নিষণ্ণম্—নি-সদ্+ক্ত।

উপহার…। (দ্বন্দ্ব)। সহযোগে ৩য়া।

প্রহারবর্মণা—সহযোগে ৩য়া।

কাশীভর্ত্রা—কাশ্যা ভর্ত্তা (৬ষ্ঠী তৎ)। তেন সহযোগে ৩য়া।

সিংহবর্মণা—সহযোগে ৩য়া।

উপাগত্য—উপ-আ-গম্+ল্যপ্।

প্রণিপপাত—প্র-নি-পৎ+লিট্ ণল্।

হর্ষবিদ্ধম্—হর্ষস্য আবিদ্ধং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা তথা (বহু)।

মিত্রগণঃ—মিত্রাণাংগণঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

কৃত…। উচিতস্য অনতিক্রমঃ যথোচিতম্ (অব্যয়ীভাব) যথোচিতঃ উপচারঃ (কর্মধা)। কৃতঃ যথোপচিতোপচার এভিঃ (বহু)। তান্।

পরিরেভে—পরি-রভ্+লিট্এ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(২৮)

কাশীপতিমৈথিলাঙ্গরাজাংশ্চ সুহৃদ্ভির্নিবেদিতান্ পিতৃবদপশ্যৎ। তৈশ্চ হর্ষকম্পিতপলিতং সরভসোপগূঢ়ো পরমভিননন্দ। ততঃ প্রবৃত্তাসু প্রীতিসংকথাসু প্রিয়বয়স্যগণানুযুক্তঃ স্বস্য চ সোমদত্ত-পুষ্পোদ্ভবয়োশ্চরিতমনুবর্ণ্য সুহৃদামপি বৃত্তান্তং ক্রমেণ শ্রোতুং কৃতপ্রস্তাবস্তাংশ্চ তদুক্তাবন্বযুঙ্‌ক্ত। তেষু প্রাহ স্ম কিলাপহারবর্মা।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঃ—

সুহৃদ্ভির্নিবেদিতান্—অপহারবর্মাদিভিঃ কথিতান, কাশীপতি মৈথিলাঙ্গরাজান্, পিতৃবৎ—পিতরমিব, অপশ্যৎ—উপাচরৎ। তৈশ্চ—কাশীপতি প্রভৃতিভিঃ, হর্ষেণ—আনন্দেন, কম্পিতং,—পলিতং—কেশশৌক্ল্যং, সরভসোপগূঢ়ঃ—বেগেন আশ্লিষ্টঃ সন স রাজবাহনঃ পরম্—অতিমাত্রম্, অভিননন্দ—মমুদে, ততঃ—তদনন্তরং, প্রীতিসংকথাসু—বিস্রম্ভালাপেষু, প্রবৃত্তাসু—প্রক্রান্তাসু, সতীষু প্রিয়বয়স্যগণেন সুহৃদবর্গেণ, অনুযুক্তঃ—পৃষ্টঃ, রাজবাহনঃ, স্বস্য আত্মনঃ, সোমদত্তপুষ্পোদ্ভবয়োঃ চরিতং—বৃত্তান্তম্, অনুবর্ণ্য—বর্ণয়িত্বা, ক্রমেণ—অনুপূর্বশঃ, শ্রোতুং, কৃতপ্রস্তাবঃ—উপস্থাপিতপ্রসঙ্গঃ সন, তান—মিত্রাণি অপি, তদুক্তৌ—চরিতবর্ণনবিষয়ে, অন্বযুঙ্‌ক্ত—প্রপচ্ছ।

বঙ্গার্থ:—সুহৃদেরা কাশীরাজ, মিথিলাধিপতি ও অঙ্গরাজকে পরিচিত করিয়ে দিলে তিনি তাঁদের পিতার মত সম্মান দেখালেন। তাঁরাও আনন্দে পক্ককেশ কম্পিত করে সবেগে কুমারকে জড়িয়ে ধরলেন, কুমারও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারপর মিষ্টালাপ শুরু হলে প্রিয়বয়স্যদের অনুরোধে নিজের, সোমদত্ত ও পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে ক্রমশ মিত্রদের বৃত্তান্ত শোনার প্রস্তাব এনে তাদের নিজ নিজ বৃত্তান্ত শোনাতে বললেন। তাদের মধ্যে অপহারবর্মা বলতে আরম্ভ করলেন।

ব্যাকরণ :—

কাশীপতি…। কাশ্যাঃ পতিঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। কাশীপতিশ্চ মৈথিলশ্চ অঙ্গরাজশ্চ (দ্বন্দ্ব)। তান।

সুহৃন্নিবেদিতান্—সু-শোভনং হৃদয়মেষাম্ সুহৃদঃ (বহু)। সুহৃদ্ভিঃ নিবেদিতঃ (৩য়া তৎ)। তান্।

হর্ষ······।—হর্ষেণ কম্পিতং (৩য়া তৎ)। হর্ষকম্পিতং পালতং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা তথা (বহু)।

সরভসোপগূঢ়ঃ—রভসেন সহ সরভসম্ (বহু)। সরভসম্ উপগূঢ়ঃ (সুপ্ সুপা)।

প্রীতিসংকথাসু—প্রীতেঃ সংকথাঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তাসু। ভাবে ৭মী।

বৃত্তান্তম্—বৃত্তস্য অন্তঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তম্।

ক্রমেণ—হেতৌ ৩য়া।

কৃতপ্রস্তাবঃ—কৃতঃ প্রস্তাবঃ অনেন (বহু)।

তদুক্তৌ—তস্য উক্তিঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্যাং। অধিকরণে ৭মী।

অন্বযুঙ্ক্ত—অনু-যুজ্ + ক্ত।

।। প্রশ্নোত্তর ।।

১। 'রাজবাহনচরিতম্'—এই পাঠ্যাংশটি কোন মূলগ্রন্থের কোন অংশের অন্তর্গত? গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর :—'রাজবাহনচরিতম্' পাঠ্যাংশটি 'দশকুমারচরিতম্' নামক গদ্য-কাব্যের মূল অংশের প্রথম উচ্ছ্বাস।

উক্ত গ্রন্থটি কবি দণ্ডীর শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি।

২। 'রাজবাহনচরিতম্'-এর রচয়িতা কে? তাঁহার গ্রন্থগুলির নাম কর।

উত্তর :- 'রাজবাহনচরিতম্' কবি দণ্ডীর রচনা।

কবি দণ্ডীর তিনখানি রচনার নাম পাওয়া যায়। যেমন (১) দশকুমার-চরিতম্, (২) কাব্যাদর্শ এবং (৩) অবন্তিসুন্দরী কথা।

৩। 'দশকুমারচরিতম্' কাব্যে বর্ণিত দশজন কুমারের নাম কি কি?

উত্তর—দশকুমারচরিতে বর্ণিত দশজন কুমারের নাম হল—(১) রাজবাহন, (২) উপহারবর্মা, (৩) অপহারবর্মা, (৪) মিত্রগুপ্ত, (৫) মন্ত্রগুপ্ত, (৬) অর্থপাল, (৭) বিশ্রুত, (৮) পুষ্পোদ্ভব, (৯) প্রমতি, (১০) সোমদত্ত।

৪। 'শ্রুত্বা তু ভুবনবৃত্তান্তমুত্তমাঙ্গনা বিস্ময়বিকসিতাক্ষী ইদমভাষত'—উত্তমাঙ্গনা বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে? বিস্ময়ে তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল কেন?

উত্তর :—এখানে উত্তমাঙ্গনা বলতে রাজবাহন কর্তৃক যাদুদ্বারা পরিগৃহীতা তথা মালবরাজ মানসারের কন্যা অবন্তিসুন্দরীকে নির্দেশ করা হয়েছে।

অবন্তিসুন্দরী প্রিয়তম রাজবাহনের মুখে চতুর্দশভুবনের যে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনেছিলেন, সে সমস্ত তাঁর অশ্রুত, অজ্ঞাত এবং বিস্ময়োৎপাদক। তাই তাঁর চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়েছিল।

৫। 'পক্বমিদানীং ত্বৎপাদপরিচর্যাফলম্'—উক্তিটির বক্তা কে? উক্তিটির যৌক্তিকতা প্রদর্শন কর।

উত্তর :—মানসার কন্যা তথা রাজবাহন প্রণয়িনী রাজকুমারী অবন্তিসুন্দরী আলোচ্য উক্তিটি করেছেন। রাজবাহন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বরের সহায়তায় প্রিয়তমা অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চতুর্দশভুবনের বৃত্তান্ত শোনালে তিনি অভিভূতা হ'য়ে এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

মুখ্যতঃ অবন্তিসুন্দরী সকলের অজ্ঞাতে রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রথমে একরকম পাপবোধ বা অপরাধবোধ বশতঃ অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। এমনসময় রাজবাহন তাঁকে পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্র থেকে চতুর্দশ ভুবনের প্রণয়-কাহিনী, যেমন—পুরুরবা-উর্বশী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা প্রভৃতির গান্ধর্ববিবাহ এবং উল্লেখ্য প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত শোনালে তাঁর মন থেকে উক্ত পাপভয় এবং অপরাধবোধ জনিত অস্বস্তি ও অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। সেইসঙ্গে রাজবাহনের ন্যায় উত্তমপুরুষকে লাভ করে তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে এবং তাঁকে সেবা করা ও ভালবাসা যে মিথ্যা, বিফল ও অন্যায় হয়নি, সে কথা বুঝাতে অবন্তিসুন্দরী যেভাবে তাঁর কৃতার্থতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর সুগভীর প্রণয়ের বিচারে সার্থক ও যুক্তিযুক্ত।

৬। 'তমোপহস্ত্যাদানো জ্ঞানপদ পঃ'

'তমোপহ' কথাটির অর্থ কি? কে কি প্রসঙ্গে বলেছে?

উত্তর :—'তমোপহ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হয়—'অন্ধকারনাশক'। কিন্তু এখানে অর্থ হবে—'অজ্ঞানতানাশক'।

রাজবাহনপ্রিয়া অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনের মুখে চতুর্দশ ভুবনের বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শুনে এই উক্তিটি প্রিয়তমের প্রতি করেছিলেন।

৭। 'সুপ্তয়োস্তু তয়োঃ স্বপ্নে'

তাঁরা কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? সেই স্বপ্ন তাঁদের জীবনে কিভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল বল।

উত্তর :—কুমার রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী মিলিত হ'য়ে সুখালাপ করতে করতে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে উভয়েই নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নে মৃণালতন্তু দিয়ে পা-দুটি বাঁধা অবস্থায় একটি বৃদ্ধ রাজহাঁসকে দেখতে পেলেন।

এই স্বপ্নটি যেন তাঁদের জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই স্বপ্নদর্শনের পরই যখন তাঁদের ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখনই দেখা গেল কুমার রাজবাহনের পা-দুখানি রজতশৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে। মূলতঃ তাঁদের পূর্বজন্মে প্রাপ্ত অভিশাপ সেইরাত্রে তাদের জীবনে প্রকট হলো। এবং সেইসঙ্গে তাঁদের জীবনচক্রের গতিও নির্ধারিত হলো।

৮। 'মুক্তকণ্ঠমাচক্রন্দ রাজকন্যা'

রাজকন্যাটি কে? তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠলেন কেন?

উত্তর :—উদ্দিষ্ট রাজকন্যা হলেন মালবরাজ মানসারের কন্যা অবন্তিসুন্দরী। রাজকন্যা একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেই দেখতে পেলেন — তার প্রিয়তম কুমার রাজবাহনের পা-দুখানি রুপার শিকলে বাঁধা পড়েছে। তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠেছেন।

৯। যখন রাজকন্যা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠলেন, তখন কি ঘটল?

উত্তর :—তখন যে সমস্ত অন্তঃপুররক্ষী পুরুষ কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারত না, তারাও কৌতুহলী হয়ে প্রবেশ করে রাজবাহনকে শঙ্খলিত অবস্থায় দেখে সেই ঘটনা তৎক্ষণাৎ চণ্ডবর্মাকে জানাল।

১০। চণ্ডবর্মা কে ছিলেন? রাজবাহনচরিত হ'তে তার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয়?

উত্তর :—চণ্ডবর্মা হলেন মালবরাজ মানসারের ভগিনীর পুত্র। আবার পরে দর্পসার মালবের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যখন তপস্যা করতে যান, তখন চণ্ডবর্মার উপরই মালবরাজ্য শাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

চণ্ডবর্মা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির, অত্যাচারী ও দুঃশ্চরিত্র।

১১। বালচন্দ্রিকা কে ছিলেন? তাঁর স্বামী কে ছিলেন?

উত্তর :—বালচন্দ্রিকা হলেন উজ্জয়িনী নগরের এক বণিকের পরমরূপবতী কন্যা। তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে চণ্ডবর্মার ভ্রাতা দারুবর্মা তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করলে, পুষ্পোদ্ভব কৌশলে তাঁকে হত্যা করে বালচন্দ্রিকাকে বিবাহ করেন। সুতরাং বালচন্দ্রিকার স্বামী হলেন দশকুমারের অন্যতম পুষ্পোদ্ভব।

১২। 'স্মর তস্যাঃ হংসকথায়াঃ'

কে কাকে একথা বলেছিলেন? হংস কথাটি কিরূপ?

অথবা—'সুপ্তয়োস্ত তয়োঃ স্বপ্নে কশ্চিজ্জালপাদোঽদৃশ্যত' এখানে যে গল্পটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা সংক্ষেপে লিখ।

উত্তর :—উক্ত উক্তিটি কুমার রাজবাহন তাঁর প্রিয়া অবন্তিসুন্দরীর প্রতি করেছিলেন। হংস কথাটি হলো তাঁদের পূর্বজন্মের একটি বৃত্তান্ত। পূর্বজন্মে রাজবাহন শাম্ব নামে এক রাজা ছিলেন এবং অবন্তিসুন্দরীই যজ্ঞবতী নামে তাঁর মহিষী ছিলেন। একদিন তাঁরা এক পদ্মসরোবরে বিহার করতে গিয়ে, সেখানে একটি নিদ্রিত রাজহংসকে ধরে তার পা দুটিকে মৃণাল সূত্র দিয়ে বেঁধে রাজা পত্নীকে বলেছিলেন,—দ্যাখো, এই মরালটিকে বাঁধায় মুনির মত শান্তভাবে অবস্থান করছে।

একথা বলামাত্র রাজহংসটি স্বরূপ প্রকাশ করে শাম্বকে অভিশাপ দিলেন,—হে রাজন! আমি ব্রহ্মচারী, এই পদ্মবনে ধ্যানে মগ্ন ছিলাম। তুমি ধনগর্বে মত্ত হয়ে আমার অবমাননা করেছ। তাই তুমি পত্নীবিচ্ছেদের দুঃখ অনুভব করবে। তখন শাম্ব বহু অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে, তাপস কিছুটা শান্ত হয়ে করুণা করে বলেছিলেন,—এ জন্মে এই শাপের ফল ভোগ করতে হবে না। পরজন্মে তোমরা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হয়েই জন্মাবে এবং তুমি দুই মুহূর্ত আমার পা-দুটি বেঁধে রেখেছ বলে তোমার পা-দুটি দু-মাস শৃঙ্খলে বাঁধা থাকবে। ঐ দু-মাস পত্নীবিচ্ছেদ দুঃখও ভোগ করতে হবে। এরপর তাপস তাঁদের জাতিস্মরত্ব বজায় থাকার আশীর্বাদও করেছিলেন।

অতএব, এখানে রাজবাহন এই সঙ্কেতের দ্বারা অবন্তিসুন্দরীকে ধৈর্য ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৩। 'পশ্যতু পতিমত্যৈব শূলাবতংসিতমিয়মনার্যশীলা কুলপাংসনী'— উক্তিটির বক্তা কে? কার প্রতি এই উক্তিটি করা হয়েছে। 'কুলপাংসনী' কথাটির অর্থ কি? তাকে একথা বলার কারণ কি?

উত্তর:—উক্তিটির বক্তা হ'ল তপস্যারত দর্পসারের অনুপস্থিতিকালে তারই নির্দেশে রাজ্যপরিচালনায় নিযুক্ত চণ্ডবর্মা।

কন্যান্তঃপুরে গোপনে রাজবাহনের সঙ্গে অবন্তিসুন্দরীর মিলিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে চণ্ডবর্মা রাজকুমারী অবন্তিসুন্দরীর প্রতি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

'কুলপাংসনী' শব্দটির অর্থ হলো—'কুলকলঙ্কিনী'। তাঁকে এরূপ বিশেষণে বিশেষিতা করার প্রধান কারণ,—অবন্তিসুন্দরী হলেন রাজকন্যা, তাঁর বংশ-মর্যাদা ও আভিজাত্য আছে। আর রাজবাহনের পরিচয় অজ্ঞাত থাকায় তাঁকে সকলে জানে যে, তিনি সামান্য ব্রাহ্মণসন্তানমাত্র। আবার সেইসঙ্গে তাঁর অন্য একটি পরিচয় হলো চণ্ডবর্মার শত্রুস্বরূপ পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু। সুতরাং এমন নিকৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে সকলের অজ্ঞাতে অন্তঃপুরমধ্যে মিলিত হয়ে সে বংশমর্যাদা নষ্ট করে কুলকলঙ্কিনীর কাজ করেছে।

১৪। দর্পসারের সঙ্গে অবন্তিসুন্দরীর কি সম্বন্ধ? কীর্তিসার কে?

উত্তর:—মালবরাজ মানসারের দুই পুত্র দর্পসার ও কীর্তিসার এবং এক কন্যা অবন্তিসুন্দরী। সুতরাং দর্পসার ও অবন্তিসুন্দরীর মধ্যে ভ্রাতা ভগিনী সম্বন্ধ। কীর্তিসার তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

১৫। চম্পেশ্বর কে? তাঁর বিরুদ্ধে চণ্ডবর্মার যুদ্ধাভিযানের কারণ কি?

উত্তর:—অঙ্গরাজ্যের রাজধানী নগরীর নাম চম্পা। অঙ্গরাজ্যের রাজা ছিলেন সিংহবর্মা; তিনিই চম্পেশ্বর নামে পরিচিত।

তাঁর কন্যা অম্বালিকাকে বিবাহ করার জন্য চণ্ডবর্মা প্রস্তাব দিলে সিংহ-বর্মা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাতে চণ্ডবর্মা অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে সিংহবর্মাকে সমুচিত দণ্ড দিয়ে তার কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করার ইচ্ছায় যুদ্ধাভিযান করেছিলেন।

১৬। চম্পেশ্বরের পরাক্রমের বর্ণনা দাও এবং তিনি কিভাবে চণ্ডবর্মা কর্তৃক ধৃত হলেন?

উত্তর :—চম্পেশ্বর সিংহবর্মা চণ্ডবর্মাকে কন্যা সম্প্রদান করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে চণ্ডবর্মা প্রচুর সংখ্যক সৈন্যসামন্ত নিয়ে চম্পানগরী অবরোধ করেন। তখন সিংহবর্মা তাঁর সাহায্যকারী রাজন্যবর্গ শীঘ্রই উপস্থিত হয়ে যাবেন জেনেও, তাঁদের আসার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই সিংহবিক্রমে প্রাচীর ভেদ করে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে মূর্তিমান গর্বের মত শত্রুসৈন্য আক্রমণ করলেন। সিংহবর্মা প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করলেও সেই মহাযুদ্ধে তার সমস্ত সৈন্যেই বিনষ্ট হ'ল।

যখন সিংহবর্মার বিশাল বাহিনী নষ্ট হয়ে গেল, তখন অজস্র অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত সিংহবর্মাকে চণ্ডবর্মা অমানুষিক শক্তিবলে একহাতী থেকে অন্য হাতীতে লাফ দিয়ে ধরে বন্দী করেছিল।

১৭। 'অদ্যৈব ক্ষপাবসানে বিবাহনীয়া রাজদুহিতা'—রাজদুহিতা বলতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে? কার সঙ্গে বিবাহের কথা বলা হয়েছে? কে বা কারা বিবাহের লগ্ন নির্ধারণ করেছিল?

উত্তর :—এখানে রাজদুহিতা বলতে চম্পেশ্বর সিংহবর্মার কন্যা অম্বালিকাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ক্রূরকর্মা চণ্ডবর্মার সঙ্গে রাজকন্যা অম্বালিকার বিবাহ হওয়ার কথা এখানে বলা হ'য়েছে।

চণ্ডবর্মারই নির্দিষ্ট গণকগণ এই বিবাহের লগ্ন নির্ধারণ করেছিল।

১৮। রাজবাহন বিষয়ে দর্পসার চণ্ডবর্মাকে কি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন?

উত্তর :—দর্পসার রাজবাহনের বিষয়ে চণ্ডবর্মাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,—যে ব্যক্তি কন্যান্তঃপুরের শুচিতা দূষিত করেছে, তার প্রতি কৃপার কোন অবকাশ নাই। বৃদ্ধ রাজার মানাপমান বোধ লুপ্ত হওয়ায় দুশ্চরিত্রা কন্যার প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ প্রলাপ বকলেও তা অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং অবিলম্বে সেই কামোন্মত্তের হত্যার সংবাদ পাঠিয়ে আমার আনন্দ বিধান করবে।

১৯। চণ্ডবর্মা কিভাবে রাজবাহনকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করেছিলেন?

উত্তর :—চণ্ডবর্মা রাজবাহনকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন

যে, প্রভাতে রাজবাহনকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সুসজ্জিত মদমত্ত হস্তী চণ্ডপোতের সম্মুখে খেলনার উপকরণের মত করে উপস্থিত করা হবে।

২০। 'জঙ্ঘাকারিক' শব্দের অর্থ কি? চণ্ডবর্মার 'জঙ্ঘাকারিক' কে?

উত্তর :—'জঙ্ঘাকারিক' শব্দের অর্থ দূত। তবে তার বৈশিষ্ট্য হ'ল যে তাকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না, জঙ্ঘাই তার কর। অর্থাৎ পদাতিক দ্রুতগামী দূত বলা যায়।

চণ্ডবর্মার 'জঙ্ঘাকারিকের' নাম এণজঙ্ঘ।

২১। সুরতমঞ্জরী কে ছিলেন? কিভাবে তিনি রজতশৃঙ্খলে রূপান্তরিত হয়েছিলেন? অথবা, 'অবসিতশ্চ মমাদ্য শাপঃ'—শাপটি কি? এবং তার অবসান কিভাবে হওয়ার কথা?

উত্তর :—সুরতমঞ্জরী ছিলেন সোমরশ্মি নামে এক গন্ধর্বের কন্যা। তিনি একদিন যখন আকাশ পথে যাচ্ছিলেন, তখন এক কলহংস পদ্মভ্রমে তাঁর মুখ লক্ষ্য করে ধাবিত হয়। তাকে বাধা দেওয়ার চাঞ্চল্য বশতঃ তাঁর গলার হারখানি ছিঁড়ে হিমালয়ের একটি জলাশয়ে স্নানরত মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র মাথায় গিয়ে পড়ল। তখন ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, —'পাপিষ্ঠা চেতনাহীন হয়ে ধাতুপদার্থে পরিণত হও।' এই শাপেই সুরতমঞ্জরী রজতশৃঙ্খলে রূপান্তরিত হন। তবে সুরতমঞ্জরীর কাতর প্রার্থনায় ঋষি কিছুটা সদয় হ'য়ে বলেছিলেন, দু-মাসকাল রাজবাহনের পদযুগলে বন্ধন রজ্জুরূপে লাগ থাকার পর এই বিপত্তি দূর হবে এবং দু-মাস পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তিও থাকবে। এইভাবে তার শাপ অবসানের কথা হয়েছিল।

২২। রাজবাহনের পদদ্বয় কিভাবে রজতশৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল? এবং কিভাবে মুক্ত হয়েছিল?

উত্তর :—সুরতমঞ্জরী মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র শাপে রজতশৃঙ্খলে রূপান্তরিত হলে তাঁকে কুড়িয়ে পান ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা বেগবানের পৌত্র, তথা মানস বেগের পুত্র বীরশেখর নামে এক বিদ্যাধর। বীরশেখরের নরবাহন দত্তের সঙ্গে শত্রুতা থাকায়, তার অপকার সাধন করতে দর্পসারের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। দর্পসারও মিত্রতাবশতঃ ভগিনী অবন্তিসুন্দরীকে তাঁর হাতে দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতিতেই তিনি হৃদয়ে অবন্তিসুন্দরীর প্রতি

অনুরাগ পোষণ করতে করতে একদিন চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল রাত্রিতে অবন্তিসুন্দরীকে দেখার ইচ্ছায় অদৃশ্যভাবে অবন্তিসুন্দরীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে এসে দেখতে পেলেন, অবন্তিসুন্দরী অনুরাগের সঙ্গে ক্লান্তভাবে কুমার রাজবাহনের অঙ্ক আশ্রয় করে আছেন এবং উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে নিদ্রিত আছেন। এই দৃশ্য দেখে বীরশেখর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'লেও রাজবাহনের আকৃতির প্রভাবে অন্য কিছু ক্ষতি করতে না পেরে, ঐ অভিশপ্তা রৌপ্য-শৃঙ্খলারূপা সুরতমঞ্জরীর দ্বারা রাজবাহনের চরণ যুগল আবদ্ধ করে চলে যান।

এরপর যেদিন চণ্ডবর্মা মত্তহস্তী চণ্ডপোতকে দিয়ে রাজবাহনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, সেদিনই বন্ধন দিবস থেকে দু-মাস পূর্ণ হওয়ায় সুরতমঞ্জরীর শাপের অবসান হয় এবং তার ফলে সুরতমঞ্জরী স্বরূপ ফিরে পান, রাজবাহনও শৃঙ্খলমুক্ত হন।

২৩। 'প্রতিশ্রুতং চ তেন তস্মৈ স্বসুরবন্তিসুন্দর্য্যাঃ প্রদানম্'—তেন এবং তস্মৈ পদের দ্বারা কাদের নির্দেশ করা হ'য়েছে? উক্তিটির সরল অর্থ কি?

উত্তর: -এখানে 'তেন' পদের দ্বারা 'দর্পসার'কে এবং 'তস্মৈ' পদের দ্বারা 'বীরশেখর'কে নির্দেশ করা হ'য়েছে।

উক্তিটির সরল অর্থ হ'লো.—দর্পসার তাঁর বংশানুক্রমিক শত্রু নরবাহন দত্তের অনিষ্ট করার জন্য বিদ্যাধর বীরশেখরকে নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করে। সেজন্যই বীরশেখরকে বশীভূত করতে নিজের সুন্দরী ভগিনী অবন্তিসুন্দরীকে দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

২৪। বীরশেখরের পরিচয় দাও।

উত্তর:—বীরশেখর হ'লেন ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা বেগবানের পৌত্র এবং মানসবেগের পুত্র ইনি ছিলেন একজন বিদ্যাধর।

২৫। নরবাহন দত্ত কে?

উত্তর:—নরবাহন দত্ত ছিলেন বৎসরাজ উদয়নের পুত্র। মাতার নাম বাসবদত্তা। তিনি নিজ ক্ষমতায় বিদ্যাধর বংশের অধিপতি হ'য়েছিলেন। বীরশেখরের পিতা মানসবেগ তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হ'য়েছিলেন।

২৬। অপহারবর্মা কে?

উত্তর :—দশকুমারের অন্যতম এক কুমারের নাম অপহারবর্মা। তাঁর পিতা ছিলেন রাজবাহনের পিতা মগধরাজ রাজহংসের পরম মিত্র মিথিলারাজ প্রহারবর্মা। অপহারবর্মার জীবনবৃত্ত অতিবিচিত্র। তিনিই চণ্ডবর্মাকে সকলের সাক্ষাতে হত্যা করেন।

২৭। চণ্ডবর্মাকে কিভাবে কখন কে হত্যা করেছিল?

উত্তর :—চণ্ডবর্মা যখন রাত্রি শেষে গণক নির্দিষ্ট শুভলগ্নে সিংহবর্মার রাজান্তঃপুরে তাঁরই কন্যা অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখনই এক দুঃসাহসী দস্যুরূপে অপহারবর্মা সেখানে উপস্থিত হ'য়ে ছুরিকাঘাতে চণ্ডবর্মাকে হত্যা করেছিলেন।

২৮। 'বার্তয়ানয়া মৎপ্রাণসমাং সমাশ্বাসয়।'—বক্তা কে? কাকে বলেছেন? প্রাণসমাং বলতে কাকে নির্দেশ করা হ'য়েছে? বার্তাটি কি?

উত্তর :—এখানে বক্তা হ'লেন সদ্য শৃঙ্খলমুক্ত রাজবাহন। রাজবাহন এই কথাটি সুরসুন্দরী সুরতমঞ্জরীকে বলেছেন। 'প্রাণসমা' বলতে রাজবাহনের প্রণয়িনী অবন্তিসুন্দরীকে নির্দেশ করা হ'য়েছে।

বার্তাটি হ'লো—দুমাস বাদে যথাকালে রাজবাহন শৃঙ্খল মুক্ত হ'য়েছেন।

২৯। 'পাতিতশ্চ কোপিতেন কোহপি তেন ময়ি শাপঃ'—উক্তিটির বক্তা কে? 'তেন' পদের দ্বারা কাকে নির্দেশ করা হ'য়েছে? শাপটি কি?

উত্তর :—এই উক্তিটির বক্তা সুরসুন্দরী সুরতমঞ্জরী। এখানে 'তেন' পদের দ্বারা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে নির্দেশ করা হ'য়েছে। শাপটি হলো—'পাপে ভজস্ব লোহজাতিমজাতচৈতন্যা সতী'। অর্থাৎ পাপিষ্ঠে! তুমি চেতনাহীন হ'য়ে লোহধাতুতে পরিণত হও।

৩০। রাজবাহন বন্দী অবস্থায় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পান নি কেন?

উত্তর :—রাজবাহন একসময় মাতঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণকে সাহায্য করায় সে পাতালপুরীতে কালিন্দীকে বিবাহ করে পাতালপুরের আধিপত্য লাভ করেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ উপহারস্বরূপ 'ক্ষুধাতৃষ্ণাহর' যে মণিটি রাজবাহনকে উপহার দিয়েছিলেন, সেইটি রাজবাহনের মাথায় চুলের মধ্যে লুকানো ছিল। তারই প্রভাবে বন্দী অবস্থাতেও তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পান নি।